সংসদীয় আসনভিত্তিক থোক বরাদ্দঃ
অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

১২ আগস্ট ২০২০

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষক
জুলিয়েট রোজেটি, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা দল
মো. খোরশেদ আলম, মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, জাফর সাদেক চৌধুরী, মো. আলী হোসেন, মো. গোলাম মোস্তফা, ইশরাত জাহান সাথী, সালমা ইয়ারাব

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
সব মুখ্য তথ্যদাতা যারা তাঁদের মূল্যবান সময় ও মতামত দিয়ে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য টিআইবি'র সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের সনাক অফিসসমূহের সকল কর্মকর্তা এবং ইয়েস সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গবেষণার বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেছেন। তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচী

অধ্যায় এক: ভূমিকা ৭
গবেষণার প্রেক্ষাপট ৭
গবেষণার যৌক্তিকতা ৮
গবেষণার উদ্দেশ্য ৯
গবেষণা পদ্ধতি ১০
গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক ও বিশ্লেষণ কাঠামো ১১
প্রতিবেদন কাঠামো ১২
অধ্যায় দুই: আইনি ও পদ্ধতিগত কাঠামো ১৩
আইনি কাঠামো ১৪
প্রকল্প পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক/ পদ্ধতিগত কাঠামো ১৪
অন্যান্য দেশে সংসদ সদস্যের জন্য থোক বরাদ্দের অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প ১৬
অধ্যায় তিন: মাঠ পর্যায়ে স্কিম নির্বাচন ও বাস্তবায়ন ২২
প্রকল্পের স্কিমসমূহ নির্বাচনের পূর্বশর্ত ২২
গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নমুনায়িত স্কিমসমূহের পরিচিতি ২২
স্কিমসমূহ নির্বাচন ও উপযোগিতা যাচাই ২৪
মাঠ পর্যায়ে স্কিম বাস্তবায়ন ২৬
স্কিমের প্রস্তাবিত নকশা এবং কাজের প্রক্রিয়া ও সময় ২৭
প্রস্তাবিত নকশা ও চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ বন্টনের সীমাবদ্ধতা: ২৮
মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত স্কিমের মান ২৮
মাঠ পর্যায়ে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ৩০
মাঠ পর্যায়ে স্কিম বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ৩১
অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি পদ্ধতি ৩২
তথ্যের উন্মুক্ততা ৩৪
অধ্যায় চার: পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ৩৬
কাজ চলাকালীন স্কিম তদারকি ও পরিবীক্ষণ ৩৬
তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্যায়ন ও মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা ৩৭
স্কিমের কাজ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার অকার্যকরতার কারণসমূহ ৩৮
পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকার সামগ্রিক চিত্র ৪০
আর্থিক অনিয়ম ৪১
শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ৪৩
অধ্যায় পাঁচ: উপসংহার ৪৪
সুপারিশ ৪৫

পরিশিষ্ট ১: জনপ্রতিনিধি/রাজনৈতিক নেতার বাড়ি সংলগ্ন রাস্তা ৪৫৭
পরিশিষ্ট ২: সংযোগ রাস্তা ছাড়া ব্রিজের স্কিম ৪৭
পরিশিষ্ট ৩: বাজার এলাকায় রাস্তার স্কিম ৪৭
পরিশিষ্ট ৪: জলাবদ্ধ এলাকায় রাস্তার স্কিম ৪৭
পরিশিষ্ট ৫: নথিতে কাজ সম্পন্ন উল্লেখ থাকলেও কাজ হয়নি এমন স্কিম ৪৮
পরিশিষ্ট ৬: অপেক্ষাকৃত নতুন রাস্তার স্কিমের মান ৪৮
পরিশিষ্ট ৭: টেকসই পাইলিং ছাড়া রাস্তার স্কিম ৪৮
পরিশিষ্ট ৮: ভারী যানবাহন চলাচল করে এমন রাস্তা ৪৮
তথ্যসূত্র: ৪৯

মুখবন্ধ

সংসদে আইন প্রণয়ন করা, নিজ এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সংসদ সদস্যদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এছাড়া আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সংসদ সদস্যের মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও সুযোগ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 'পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে'র আওতায় নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংসদ সদস্যের ও অন্যান্য দলীয় নেতা-কর্মীর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা থাকায় এবং এই সম্পৃক্ততার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা তৈরি হয় যে তারা নির্বাচিত হয়ে এলাকার রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি নির্মাণ করে দেবেন, যদিও তা সংসদীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ভাবধারার সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অন্যদিকে, তাদের সম্পৃক্ততায় স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের দৃষ্টান্তও দেখা যায়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে সংসদীয় আসনভিত্তিক থোক বরাদ্দের আওতাধীন 'পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প'-এর পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্যের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। এই প্রকল্পের প্রথম দুইটি পর্যায় ২০১০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে, এবং তৃতীয় পর্যায় অনুমোদন করা হয়েছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা এবং উভয় প্রকল্পের কিছু স্কিমে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সরেজমিন পর্যবেক্ষণে অনিয়মের তথ্য পাওয়া গেলেও এ পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হয় নি। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের আচরণ ও কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে টিআইবি'র নিয়মিত গবেষণার ধারাবাহিকতায় বর্তমান গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়ে প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের মতে, এলাকার জন্য পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত স্কিমসমূহ সার্বিকভাবে উপযোগী বিবেচিত হলেও স্কিম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের পারস্পরিক সুবিধার সমঝোতা সম্পর্ক এবং কমিশন বাণিজ্যের ফলে স্কিমের কাজের মান প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়। এছাড়া তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সদস্যদের একাংশ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন অনিয়মকে প্রশ্রয় দেন, এমন অভিযোগ রয়েছে। ফলে সার্বিকভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ। এই প্রকল্প সংসদ সদস্যের একাংশের জন্য স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার চর্চা, নির্বাচনে ভোট নিশ্চিত করার চেষ্টা ও অনৈতিকভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কাজ চলাকালীন এর অগ্রগতি তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্যদের উদ্যোগ নিতে দেখা যায়, কিন্তু এই প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট নীতিকাঠামো/ কৌশলের ঘাটতিসহ আসনভিত্তিক স্কিম সম্পর্কিত তথ্য এবং প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুপস্থিত। কার্যকর তদারকি, প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়ন, এবং সংসদ সদস্যের নৈতিক আচরণ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিধির অনুপস্থিতি উন্নয়নের দলীয়করণ এবং অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে উৎসাহিত করছে।

এই গবেষণাপ্রসূত তথ্য ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি জাতীয় সংসদ, সরকার, ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য একগুচ্ছ সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। সংসদীয় আসনভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমে জনপ্রতিনিধিদের এ ধরনের হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোনো ব্যতিক্রম নয়। আরও বেশ কিছু দেশে এই চর্চা চলমান রয়েছে, এবং বাংলাদেশের মতই সুশাসনের কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হলেও ইতিবাচক ও অনুসরণীয় অভিজ্ঞতাও বিরাজমান। তার আলোকে এবং 'পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প'-এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে অর্জিত অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মূল্যায়নসাপেক্ষে এই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিকাঠামো সুনির্দিষ্ট করতে হবে, বিশেষকরে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও চর্চায় স্বার্থের দ্বন্দ্বই এই প্রকল্পের প্রত্যাশিত সুফল অর্জনের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক। রাজনৈতিক ও প্রকল্প সংস্কৃতিতে এই ব্যাধির উপশমের দায়-দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেই নিতে হবে।

গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক জুলিয়েট রোজেটি। গবেষণাটির সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছেন গবেষণা বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম। গবেষণার নমুনায়ন ও তথ্য বিশ্লেষণে বিশেষ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই প্রকল্পের কার্যকরতা বৃদ্ধি পেলে এবং এর সুফল টেকসই করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

অধ্যায় এক: ভূমিকা

গবেষণার প্রেক্ষাপট

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর এর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কৃষি উৎপাদন নির্ভরশীল (রাইভস ও হিনি, ১৯৯৫; ইউএসএআইডি, ১৯৭৮; বিশ্বব্যাংক, ১৯৮৯)। স্থানীয় সরকার বিভাগ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য স্কিম বাস্তবায়ন করে থাকে। এসব প্রকল্প স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রণালয় থেকে নির্ধারণ করা হয়, এবং আর্থিক বরাদ্দের উৎস বার্ষিক রাজস্ব বরাদ্দ এবং বৈদেশিক সহায়তা। বরাদ্দ পাওয়ার পর এলজিইডি ১৪টি ইউনিটের সমন্বয়ে আঞ্চলিক, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের সহায়তায় কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিগত ১০ বছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১,৯২,৭৩৯.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১১টি প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৪৪টি (৬৭%) ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ২২টি (৩৩%), এবং মোট বরাদ্দের ৫৮% ছিল বাংলাদেশ সরকার হতে প্রাপ্ত এবং ৪২% বৈদেশিক সাহায্য হতে প্রাপ্ত। (২০১৮-১৯ এর তথ্য দিতে হবে) অর্থবছরে এসে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা ১২৪টি (৮১.৬%) ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ২৮টি (১৮.৪%), এবং মোট বরাদ্দের ৭৭.১% বাংলাদেশ সরকার হতে প্রাপ্ত এবং বাকি ২২.৯% বৈদেশিক সাহায্য হতে প্রাপ্ত।[১] ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৫৫,২১২ কি.মি. সড়ক নির্মাণ ও পাকা করা হয়েছে, ৩,৩৪,৩৪১ মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ এবং ২,১৩৪টি গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন করা হয়েছে।[২] এলজিইডি'র একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হওয়ার কারণে যানবাহন পরিচালনার ব্যয় কমেছে ৪০%, পাট এবং ধানের উৎপাদন বেড়েছে ১৮০%, স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার পরিক-ল্পনার সুবিধা বেড়েছে ৩৭%, বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপস্থিতি বেড়েছে ২৪% এবং ছাত্রীদের ৫৯%, এবং শিল্প কারখানা এবং দোকান ২৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩]

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী[৪] আইনসভার মূল কাজ আইন প্রণয়ন করা, সরকারের নির্বাহী বিভাগের কাজ পর্যবেক্ষণ বা তদারকি করা, কমিটির শুনানির মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া (যেমন যুদ্ধ ঘোষণা বা সংবিধান সংশোধন করা)। আইন প্রণয়নের পাশাপাশি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করাও আইনসভার অন্যতম প্রধান কাজ।[৫] তাই সাংবিধানিকভাবে সংসদ সদস্যের দায়িত্ব সংসদে আইন প্রণয়ন করা, নিজ নিজ এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। সংবিধানে উল্লিখিত সবগুলো দায়িত্বই সংসদে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত, এবং সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের উপর কোনো নির্বাহী দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। কিন্তু এই দায়িত্বসমূহের বাইরে সংসদ সদস্যদেরকে নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায়, ফলে সাধারণ মানুষের কাছে একটি প্রত্যাশা তৈরি হয় যে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে এলাকার রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি নির্মাণ করার ব্যবস্থা করবেন।[৬] অন্যদিকে, নির্বাচনী এলাকার জনগণ সংসদ সদস্যদেরকে স্থানীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণের ভূমিকায় দেখতে চায় কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের হস্তক্ষেপ চায় না।[৭]

বাংলাদেশের সংসদ সদস্যদের ওপর আইনগতভাবে কিছু নির্বাহী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আইন অনুযায়ী একজন সংসদ সদস্য তার আসন যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, এবং পরিষদের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে পরামর্শ

---

[১] ২০০৮-০৯ এবং ২০১৮-১৯ সালের এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

[২] https://lgd.gov.bd/site/page/e1618dfe-ab22-4cb1-ae45-baf9d3444be1, Accessed on 10 March 2020.

[৩] এলজিইডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ৫ মে ২০১৩।

[৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৬৫(১), ৭৩, ৭৬, ৮০।

[৫] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭২, ৭৫, ৭৬।

[৬] আকরাম, শ ম, ২০১২, 'নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা', টিআইবি, ঢাকা।

[৭] আকরাম, শ ম, দাস, স ক, ও মাহমুদ, ত ২০০৮, জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা, টিআইবি, ঢাকা।

দিতে পারবেন।[৮] এছাড়া একজন সংসদ সদস্য তাঁর নির্বাচনী এলাকা-সংশ্লিষ্ট উপজেলায় উপজেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি এবং অন্যান্য কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের পরামর্শ মানতে উপজেলা পরিষদ বাধ্য।[৯] এর ফলে যেখানে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে হওয়ার কথা সেখানে সংসদ সদস্যদের মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও সুযোগ আইনগতভাবে তৈরী হয়েছে। তবে জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের জবাবদিহি করার কোনো আইনি বা পদ্ধতিগত ব্যবস্থা নেই।[১০]

স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) পাশাপাশি সংসদ সদস্যদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে সর্বপ্রথম ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর কাছে সরকার ও বিরোধী উভয় দলের সংসদ সদস্যদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংসদীয় এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ বাবদ প্রতি সদস্যের অনুকূলে দুই কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দের প্রস্তাব অর্থমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। এই থোক বরাদ্দ প্রকল্প ২০০৫ থেকে পরবর্তী সময়ে চলমান রাখা হয় এবং ক্রমান্বয়ে সদস্য প্রতি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। প্রতি নির্বাচনী এলাকার জন্য বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ বাবদ ২০১০ সালের ১০ মার্চ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ৪ হাজার ৮৯২ কোটি টাকার "অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (এক)" শীর্ষক প্রকল্প (মার্চ ২০১০ - ডিসেম্বর ২০১৪) অনুমোদন করা হয়, যেখানে প্রতি সদস্যের অনুকূলে ৩ কোটি টাকা করে পাঁচ বছর মেয়াদে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই জুলাই ২০১৫ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬ হাজার ৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে "অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (দুই)" শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯) প্রস্তাব উত্থাপন ও অনুমোদন করা হয় যেখানে সংসদ সদস্যের অনুকূলে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৫ কোটি টাকা করে চার বছরে ২০ কোটি টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১১] দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পের কাজ চলাকালীন (২০২১ সাল পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি) জুন ২০২০ সালে তৃতীয় পর্যায়ে ৬ হাজার ৪৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে "অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (তিন)" শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৪) প্রস্তাব উত্থাপন ও অনুমোদন করা হয় যেখানে সংসদ সদস্যের অনুকূলে এই বরাদ্দ ৫ কোটি টাকা করে চার বছরে ২০ কোটি টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[১২] প্রথম প্রকল্পে ৩০০ আসনের জন্য বরাদ্দ থাকলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকল্পে সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত আসনসমূহ ব্যতিত যথাক্রমে ২৮৪টি এবং ২৮০টি আসনের জন্য এই বরাদ্দ অনুমোদন দেওয়া হয়। উল্লেখ্য কোনো প্রকল্পেই এই বরাদ্দে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত নন।

এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নে সংসদ সদস্যের জন্য এই বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেতু-কালভার্ট নির্মাণ; গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন; কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান ও বিপণন সুবিধা বৃদ্ধি; গ্রামীণ কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করা; এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বর্ধিত চাহিদা পূরণ ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা। উল্লেখ্য, প্রকল্প প্রস্তাবনায় ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত উভয় প্রকল্পে গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেতু-কালভার্ট নির্মাণ এবং গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন সম্পর্কিত স্কিম পাওয়া যায়; কিন্তু অন্যান্য লক্ষ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত কোনো ধরনের স্কিম প্রকল্প প্রস্তাবনায় পাওয়া যায় নি।

গবেষণার যৌক্তিকতা

স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি সংসদ সদস্যদের জন্য থোক বরাদ্দের আওতাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। কিন্তু এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের ইচ্ছানুযায়ী কাজ নির্বাচন ও বাস্তবায়ন হওয়ার কারণে স্কিমের সম্ভাব্যতা যাচাই, কারিগরি ও আর্থিক বিশ্লেষণের সুযোগের অনুপস্থিতি; বাস্তবায়নের সময় অর্থ অপচয়ের ঝুঁকিসহ কাজের

---

[৮] *জেলা পরিষদ আইন, ২০০০*, ধারা ৩০। এখানে বলা হয়েছে, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্বাচিত কোনো জেলার সংসদ সদস্যগণ উক্ত জেলার পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং তাঁহারা পরিষদকে উহার কার্যাবলী সম্পাদনে পরামর্শদান করিতে পারিবেন"।

[৯] *উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮* (২০০৯ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত), ধারা ২৫ (১), ৪২(৩)। ২৫ (১) ধারায় বলা হয়েছে, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫-এর অধীন একক আঞ্চলিক এলাকা হইতে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করিবে।" ৪২(৩) ধারায় বলা হয়েছে, "পরিষদ উহার প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক একটি অনুলিপি উহার বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।" উল্লেখ্য, নবম সংসদের শুরুর দিকে বিলুপ্ত স্থানীয় সরকার কমিশনের পক্ষ থেকে এই ধারার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া হয়, এবং একইসাথে কমিশন স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে দুই কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করে (সূত্রঃ *ডেইলি স্টার*, ২২ জানুয়ারি ২০০৯)।

[১০] আকরাম, শ ম, ২০১২, 'নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা', টিআইবি, ঢাকা।

[১১] দৈনিক যুগান্তর, ৮ ও ১৫ জুলাই ২০১৫।

[১২] দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২১ জুন ২০২০।

স্থায়িত্বশীলতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সুযোগ রয়েছে।[১৩] এই প্রকল্পের পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্যের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে, এবং এর দুইটি পর্যায় বিগত ১০ বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। ইতোমধ্যে পল্লী এলাকার উন্নয়নের জন্য এ ধরণের উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, প্রকল্পের বরাদ্দ টাকায় কাজ সম্পন্ন না করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎ[১৪], বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠান ও এলাকার রাজনৈতিক সিন্ডিকেট কর্তৃক কমিশন বাণিজ্য[১৫], স্কিমের কাজ শেষ না করা ও মানসম্মত কাজ না করা[১৬], এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে ক্ষমতাসীন সংসদ সদস্যের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং এর ফলে প্রাক্তন সংসদ সদস্যসহ নিজদলীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও কোন্দল[১৭] ইত্যাদি। এমনকি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে সংসদ সদস্যের মূল্যায়ন, "সবসময় দেখা যায়, বর্ষায় কাজ ধরা হয়, আর সেই কাজ কয়েকদিন পরই নষ্ট হয়ে যায়। অর্থ বছরের শেষ সময়ে প্রকল্পের কাজ শুরুই হয় চুরির জন্য।"[১৮] এছাড়া, মাঠ পর্যায়ে দুইটি প্রকল্পের কিছু স্কিমের সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করেও আইএমইডি'র প্রতিবেদনে স্কিম বাস্তবায়নের কাজে চ্যালেঞ্জ ও অনিয়ম তুলে ধরা হয়েছে।[১৯]

অনেক সংসদ সদস্যের পক্ষ থেকে অর্থ মন্ত্রীর কাছে এই প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ সঠিক সময়ে না পাওয়ার এবং বিরোধী দলের সদসস্যের বরাদ্দে সরকার দলের সদস্যের ভাগ বসানোর অভিযোগ করা হয়।[২০] এমনকি আইএমইডি থেকে এই প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করা হলেও তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। ফলে নির্বাচনের আগে তাড়াতড়ি কাজ শেষ করতে যাওয়ায় এর মান ঠিক রাখা কঠিন হয়ে যায়। দুর্নীতির সুযোগ তৈরী হয়। প্রকল্পের আওতা দেশব্যাপি কিন্তু তা তদারকি করার মত পর্যাপ্ত লোকবল আইএমইডি'র নেই। এছাড়া নির্বাচনের আগে এই তদারকি করাও কঠিন।[২১] ফলে, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক সংসদ সদস্যের জন্য অনুমোদিত বরাদ্দের আওতায় ২০১০ - ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের কোনো পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করা হয় নি[২২]।

ইতোপূর্বে জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, টিআইবি (২০০৮, ২০০৯, ২০১২ সালে) গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। টিআইবি'র নিয়মিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এই গবেষণায় সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে প্রতি সংসদ সদস্যের জন্য পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ থোক বরাদ্দ প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নসমূহের উত্তর খোঁজার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে -

- সংসদীয় আসনে থোক বরাদ্দ প্রকল্পের কী ধরনের নীতিমালা ও কৌশল এবং পদ্ধতিগত কাঠামো বিদ্যমান?
- এ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত স্কিমগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়ায় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ কতটা ছিল?
- এ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত স্কিম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ছিল?
- এ সকল স্কিম বাস্তবায়নে কোনো দুর্নীতি সংগঠিত হয়েছে কি? হলে কী ধরনের? এসব দুর্নীতি প্রতিরোধে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?
- প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত স্কিমগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে কি?
- স্কিমগুলোর কাজ কি সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে? কাজের মান কেমন ছিল? বাস্তবায়িত স্কিমগুলো বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে?

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংসদীয় আসনে থোক বরাদ্দের আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের স্কিমসমূহের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা।

---

[১৩] *'বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে'*, আব্দুল লতিফ মন্ডল, দৈনিক যুগান্তর, ১৫ জুলাই ২০১৫।
[১৪] দৈনিক যুগান্তর, ২৫ জুন, ২০১৪।
[১৫] দৈনিক যুগান্তর, ২৩ আগস্ট,২০১৪।
[১৬] দৈনিক যুগান্তর, ২৪ আগস্ট, ২০১৪।
[১৭] দৈনিক যুগান্তর, ২৯ অক্টোবর, ২০১৪।
[১৮] দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ মে, ২০১৫।
[১৯] দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৫ জানুয়ারি, ২০২০।
[২০] দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৫ জানুয়ারি, ২০২০।
[২১] দৈনিক যুগান্তর, ২৫ এপ্রিল, ২০১৫।
[২২] দৈনিক প্রথম আলো, ১ এপ্রিল, ২০১৮।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হল -

- এই প্রকল্পের আইনি ও পদ্ধতিগত কাঠামো পর্যালোচনা করা
- স্কিম পরিকল্পনায় এলাকার চাহিদা নিরূপণ ও স্কিমের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এলাকার জনগণের অংশগ্রহণ পর্যলোচনা করা
- স্কিমসমূহের বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা ও বিভিন্ন ধাপে চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা
- স্কিম বাস্তবায়নে দুর্নীতি হয়েছে কি না এবং হলে তার ধরন ও মাত্রা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা এবং
- গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে এই প্রকল্পের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা যেখানে পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের জন্য মাঠ পর্যায়ে স্কিম পর্যবেক্ষণ এবং স্কিম সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট নির্দেশকের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় পদ্ধতিগত স্তরভিত্তিক দৈবচয়ন ব্যবহার করে সার্বিকভাবে নমুনায়ন করা হয়েছে।

"অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন স্কিমসমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশের ৩০০টি সংসদীয় আসন থেকে পদ্ধতিগত দৈবচয়নের ভিত্তিতে মোট ৫০টি আসন নির্বাচন করা হয়েছে, যেখানে সরকারি ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যের প্রতিনিধিত্বও রয়েছে। প্রতিটি আসনের উপজেলাসমূহ থেকে যেকোনো একটি উপজেলাকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে।

গবেষণায় নির্বাচিত আসনসমূহের নমুনায়িত উপজেলাসমূহের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবনায় অনুমোদিত স্কিমসমূহের তালিকা থেকে 'পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইআরআইডিপি) - এক (২০১০ থেকে ২০১৫ সাল)'[২৩] - এর আওতাধীন বাস্তবায়িত ৫০০টি স্কিম (৫০টি আসন x ১০টি স্কিম) এবং 'পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইআরআইডিপি) - দুই (২০১৫ থেকে ২০১৮)'[২৪] - এর আওতাধীন বাস্তবায়িত ১৫০টি স্কিম (৫০টি আসন x ৩টি স্কিম) অর্থাৎ মোট ৬৫০টি স্কিমের ওপর তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়।

উল্লেখ্য, যে সকল আসন 'প্রকল্প - দুই' এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না সেক্ষেত্রে শুধু 'প্রকল্প - এক' এর স্কিমসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্প এক - এর নমুনার কিছু স্কিম (৩১টি) নথিতে যে উপজেলার আওতায় রয়েছে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে দেখা যায় যে সেগুলো অন্য উপজেলার আওতাভুক্ত, ফলে উক্ত স্কিমসমূহের পর্যবেক্ষণ এখানে অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া, ৫টি স্কিমে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য মাঠে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যায় নি, তবে কর্তৃপক্ষের থেকে প্রাপ্ত নথির ভিত্তিতে অন্যান্য নির্দেশকের তথ্য গবেষণায় সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্যদিকে নমুনায়িত এলাকায় কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রকল্প দুই -এ অতিরিক্ত ১৪টি স্কিম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে মোট ৬২৮টি (আইআরআইডিপি-১ এ ৪৬৪টি ও আইআরআইডিপি-২ এ ১৬৪টি) স্কিম এই গবেষণার নমুনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ তথ্যসমূহ যাচাই-বাছাই করার জন্য বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি, সংসদ সদস্য এবং গণমাধ্যম কর্মীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্কিম সংশ্লিষ্ট সাধারণ তথ্যের জন্য বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় নথি কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদনের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন) মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথি/প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিম্নের সারণিতে তথ্যের ধরনসহ সংগ্রহ পদ্ধতি একনজরে দেওয়া হল -

---

[২৩] ৩০০ জন সদস্যের জন্য বরাদ্দ অনুমোদন; সংরক্ষিত আসনের ৫০ জন নারী সদস্য এর আওতাভুক্ত ছিলেন না।

[২৪] ২৮৪ জন সদস্যের জন্য বরাদ্দ অনুমোদন, সিটি কর্পোরেশন এলাকা সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আসনের ১৬ জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের ৫০ জন নারী সদস্য এর আওতাভুক্ত নন।

সারণি ১.১: তথ্যের ধরন, উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যদাতা/ উৎস	টুলস্
প্রত্যক্ষ তথ্য	নমুনায়িত আসন ও এলাকার সংশ্লিষ্ট সমাপ্ত স্কিম পর্যবেক্ষণ	আইআরডিপি ১ - এর ৪৬৪টি এবং আইআরডিপি ২ - এর ১৬৪টি মোট ৬২৮টি স্কিম পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট
	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (৩৪১টি)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ঠিকাদার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ, সংসদ সদস্য, সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির সভাপতি/সদস্য, গণমাধ্যম কর্মী	চেকলিস্ট
	দলীয় আলোচনা (১৮০টি)	এলাকার জনগণ (কৃষক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, অন্যান্য পেশাজীবী)	চেকলিস্ট
	সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন স্কিম সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যের আবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন)	প্রকল্প বাস্তবায়নকারি সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান	চেকলিস্ট
পরোক্ষ তথ্য	আধেয় পর্যালোচনা	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথি/প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি	-

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক ও বিশ্লেষণ কাঠামো

এই গবেষণায় সুশাসনের নির্দেশকের মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ এবং শুদ্ধাচার চর্চার আওতায় নিম্নের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের আইনি কাঠামোসহ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষণ প্রতিটি পর্যায়ের নথিভুক্ত নিয়মের পাশাপাশি বাস্তব চর্চা এবং তার প্রভাব পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। (বিস্তারিত: সারণি ১.২)

সারণি ১.২: সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কাঠামো

নির্দেশক	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়
আইনি সক্ষমতা	▪ প্রকল্প সম্পর্কিত আইন, নীতিমালা, কৌশল ও কাঠামো
স্বচ্ছতা	▪ স্কিমসমূহের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের তথ্য এবং আর্থিক হিসাবের উন্মুক্ততা ▪ স্কিমসমূহের দরপত্র বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা
জবাবদিহিতা	▪ স্কমসমূহের কাজের মান (কাজ চলাকালীন পণ্যের ব্যবহার, কাজ শেষে স্কিমের মান ও স্থায়িত্ব) পরিবীক্ষণ ▪ স্কিম-সংশ্লিষ্ট অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি পদ্ধতি ▪ প্রকল্পের সার্বিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
অংশগ্রহণ	▪ স্কিম তালিকাভুক্তিকরণে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের চাহিদা ও মতামত গ্রহণ ▪ স্কিমসমূহের উপযোগিতা যাচাইয়ে জনমতামতের প্রতিফলন
দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ	▪ স্কিম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা ▪ দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা

গবেষণার সময়

এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ২০১৯ সালের মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত; এবং সকল তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই করে মার্চ ২০২০-এ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সম্পন্ন হয়।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণায় যে সকল সীমাবদ্ধতা ছিল -

১. অন্তর্ভুক্ত সকল স্কিমের সংশ্লিষ্ট নথি (অফিস ডকুমেন্ট) পাওয়ায় গবেষণার কিছু নির্দেশকের ক্ষেত্রে সকল নমুনা স্কিমের তথ্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি। নথিসমূহ না পাওয়ার কারণ: (১) প্রকল্প এক - এর নথিসমূহ অনেক পুরনো হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে সংরক্ষিত না পাওয়া এবং (২) প্রকল্প দুই - এর অনেক প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির এক বছর পূর্ণ না হওয়ায় সম্পূর্ণ নথি না পাওয়া।

২. নমুনায়িত প্রতিটি স্কিম বাস্তবায়নকারি ঠিকাদারের সাক্ষাৎকার নেওয়া যায় নি; ফলে তাদের অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ করা সম্ভব হয় নি। সাক্ষাৎকার না নিতে পারার কারণ: (১) পুরাতন অনেক ঠিকাদার বর্তমানে কাজ করেন না (২) অনেকে সাক্ষাৎকার দিতে অপারগতা জানিয়েছেন, এবং (৩) অনেক ঠিকাদারকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তথ্য সংগ্রহের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, এই গবেষণার সকল তথ্য ও ফলাফল গবেষণা সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনে মোট পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংসদীয় আসনের জন্য এলাকার উন্নয়নের জন্য থোক বরাদ্দের আইনি ও প্রাতিষ্ঠনিক কাঠামোসহ এই ধরনের বরাদ্দ সম্পর্কিত অন্যান্য দেশের চর্চা আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মাঠ পর্যায়ে স্কিম নির্বাচন ও বাস্তবায়ন; চতুর্থ অধ্যায়ে প্রকল্প মূল্যায়ন ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সবশেষে পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণায় প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং তার ভিত্তিতে সুপারিশ প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার[২৫] কথা থাকলেও ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর তিনটি সরকারের সময়ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। উপজেলা পরিষদ ১৯৯১ সালে (পঞ্চম সংসদের সময়) বিলুপ্ত করা হয় যার ফলে একটি উপজেলায় সংসদ সদস্যরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আসনে উন্নয়ন কর্মকান্ড ও অনুন্নয়নমূলক কার্যক্রমে যুক্ত থাকার ফলে সংসদ সদস্যদের জন্য এই প্রতিনিধিত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে খুবই লোভনীয়। এর ফলে সংসদ সদস্যদের ওপর প্রদত্ত নির্বাহী দায়িত্ব তাদের ওপর সাংবিধানিকভাবে অর্পিত দায়িত্বের চাইতে বেশি গুরুত্ব পায়। এমনকি ২০০৮ সালের ৩০ জুন যে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ প্রণয়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদগুলোকে স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়, সেটিও নবম জাতীয় সংসদে রহিত করে উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃ প্রচলন ও সংশোধন) বিল ২০০৯ এর মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়।[২৬] আইন অনুযায়ী একজন সংসদ সদস্য তার আসন যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, এবং পরিষদের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে পরামর্শ দিতে পারবেন।[২৭] এছাড়া একজন সংসদ সদস্য তাঁর নির্বাচনী এলাকা-সংশ্লিষ্ট উপজেলায় উপজেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি এবং অন্যান্য কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের পরামর্শ মানতে উপজেলা পরিষদ বাধ্য।[২৮] এর ফলে যেখানে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে হওয়ার কথা সেখানে সংসদ সদস্যদের মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও প্রভাব আইনগতভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু সংসদ সদস্যের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রসঙ্গে আইনি বিধানের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা এখনও লক্ষণীয়। 'সংসদীয় উন্মুক্ততার ধারণা'র[২৯] অধীনে সংসদ সদস্যদের অতীত কার্যক্রম, তাঁদের কর্মকাণ্ড, সম্পদ বিবরণী, সততা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা সংসদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।[৩০] সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের পরে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আইনি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বিভিন্ন আর্থিক তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক হলেও সংসদ সদস্য হিসেবে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয়। আবার সংসদের স্থায়ী কমিটিতে সদস্যপদের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করার বিধি থাকলেও এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়। সংসদ সদস্যদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের জন্য প্রযোজ্য কোনো আচরণ বিধি এখনো

[২৫] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৫৯ ও ৬০।

[২৬] আকরাম, শম, আক্তার, ত, ২০০৯, সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: অষ্টম সংসদের অভিজ্ঞতা, টিআইবি, ঢাকা।

[২৭] *জেলা পরিষদ আইন*, ২০০০, ধারা ৩০। এখানে বলা হয়েছে, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্বাচিত কোনো জেলার সংসদ সদস্যগণ উক্ত জেলার পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং তাঁহারা পরিষদকে উহার কার্যাবলী সম্পাদনে পরামর্শদান করিতে পারিবেন"।

[২৮] *উপজেলা পরিষদ আইন* ১৯৯৮ (২০০৯ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত), ধারা ২৫ (১), ৪২(৩)। ২৫ (১) ধারায় বলা হয়েছে, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫-এর অধীন একক আঞ্চলিক এলাকা হইতে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করিবে।" ৪২(৩) ধারায় বলা হয়েছে, "পরিষদ উহার প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক একটি অনুলিপি উহার বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।" উল্লেখ্য, নবম সংসদের শুরুর দিকে বিলুপ্ত স্থানীয় সরকার কমিশনের পক্ষ থেকে এই ধারার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া হয়, এবং একইসাথে কমিশন স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে দুই কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করে (সূত্র: *ডেইলি স্টার*, ২২ জানুয়ারি ২০০৯)।

[২৯] সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের সংসদীয় পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের কার্যক্রম, গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি উদ্যোগের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সংসদীয় উন্মুক্ততার বিষয়ে একটি খসড়া ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এর ওপর জুনের ১১ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত জনমত সংগৃহীত হয়, ইটালীর রোম-এ ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিশ্ব ই-পার্লামেন্ট সম্মেলনে ঘোষণাপত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। এ ঘোষণাপত্রে ইতোমধ্যে বিশ্বের ৬০টি দেশের ৮৫টি সংসদীয় পর্যবেক্ষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমর্থন দিয়েছে। টিআইবি এই ঘোষণাপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে শুরু থেকে জড়িত ছিল, এবং বাংলাদেশে এ বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে।

[৩০] *সংসদীয় উন্মুক্ততার ঘোষণাপত্র*, অনুচ্ছেদ ২৪, ২৫।

নেই। আইনসভার[৩১] এবং দলের কাছে[৩২] দায়বদ্ধতা থাকলেও জনগণের কাছে সরাসরি জবাবদিহি করার কোনো আইনি বা পদ্ধতিগত ব্যবস্থা (সংসদ সদস্যের আচরণ বিধি, সংসদ সদস্যের সম্পৃক্ততায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য এলাকাভিত্তিক গণশুনানি ইত্যাদি) এখনো বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি।

আইনি সক্ষমতা

প্রতিটি সংসদীয় আসনে সংসদ সদস্যের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন বাবদ থোক বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোনো আইন, নীতিমালা, নির্দেশিকা সুনির্দিষ্টভাবে নেই। স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) পাশাপাশি সংসদ সদস্যদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে সর্বপ্রথম ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর কাছে এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ বাবদ প্রতি সদস্যের অনুকূলে দুই কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় যা অনুমোদনও পায়। উল্লেখ্য, নবম সংসদের শুরুর দিকে তৎকালীন (পরবর্তীতে বিলুপ্ত) স্থানীয় সরকার কমিশনের পক্ষ থেকে এই থোক বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়েছিল। মূলত, রাজনৈতিক বিবেচনায় এই প্রকেল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ২০১৫ সালের ৭ জুলাই একনেকের সভায় কয়েকজন মন্ত্রী তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এ প্রকল্পটি দলের ভবিষ্যৎ। তারাই যে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি তা এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। নির্বাচনের আগে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে তারা এলাকার রাস্তা-ঘাট উন্নয়ন করবেন।[৩৩]

সকল উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের অভিন্ন নীতিমালা থাকলেও সংসদীয় আসনের থোক বরাদ্দ প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, নির্দেশিকা নেই। ফলে স্কিম নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণ প্রক্রিয়া, এলাকা ও চাহিদা ভেদে বরাদ্দ বন্টনের পূর্বশর্ত নির্ধারিত নয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি বিদ্যমান। সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে দরপত্র প্রক্রিয়া ও স্কিম বাস্তবায়ন হয় কিন্তু অকার্যকর তদারকি ব্যবস্থার কারণে মাঠ পর্যায়ে নিয়মানুয়ায়ী স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি দেখা যায়।

যদিও নির্বাচনের পূর্বে সংসদ সদস্যদের আয়-ব্যয়, হালনাগাদ সম্পদ বিবরণীসহ আটটি তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার বিধান গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪কক - এ উল্লেখ থাকলেও নির্বাচন পরবর্তী হালনাগাদ তথ্য উন্মুক্ত করার আইনি কাঠামো এবং তাদের কর্মকাণ্ড, সততা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি না থাকায় জনপ্রতিনিধির জবাবদিহির ঘাটতি লক্ষণীয়।

জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ ও উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ সনে সংশোধিত) - এ স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও সুযোগ রয়েছে। এর ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের সুযোগের প্রসারসহ স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ব্যাহত হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান নীতি কাঠামোতে পেশাজীবি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংগঠন ছাড়া এলাকার সাধারণ নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব নগর সমন্বয় কমিটিতে প্রায় ২৯% এবং ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটিতে প্রায় ১৪% যা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় তাদের মতামতের প্রতিফলনের ঘাটতি থাকে।

প্রকল্প পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক/ পদ্ধতিগত কাঠামো

নির্বাচিত সংসদ সদস্য প্রতি নির্দিষ্ট থোক বরাদ্দ বিগত দুইটি সংসদ ধরে চলমান রয়েছে, যেখানে সংসদ সদস্যগণ তাদের এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন চাহিদা সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, দলীয় নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে অবগত হয়ে একটি উন্নয়ন স্কিমসমূহের সম্ভাব্য তালিকা তৈরী করে অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য, স্কিমসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কোনো পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া ও চর্চা দেখা যায় না। উন্নয়ন স্কিমসমূহের প্রস্তাবিত তালিকা এবং সংসদ সদস্য প্রতি থোক বরাদ্দের পরিমাণের সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অধীনে স্কিমগুলো একনেকে অনুমোদন দেওয়া হয়। অনুমোদনকৃত প্রকল্পের স্কিমসমূহ মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করে থাকে। বাস্তবায়নকালীন এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে প্রকল্প/স্কিমসমূহের সার্বিক নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিভাগ রয়েছে।

---

[৩১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৬৭ (১)।

[৩২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭০।

[৩৩] দৈনিক যুগান্তর, ১৫ জুলাই ২০১৫।

২০০৫ সালের পর থেকে সরকার থেকে সংসদ সদস্যের জন্য এই উন্নয়ন বরাদ্দ নির্দিষ্ট থাকায় এলজিআরডি মন্ত্রণালয় এলজিইডি'কে প্রকল্প পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এলজিইডি স্কিমের তালিকাসহ প্রকল্প পরিকল্পনা তৈরি করে এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ে পাঠায় এবং মন্ত্রণালয় এটিকে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠায়। পরিকল্পনা কমিশন এলজিআরডি মন্ত্রণালয়, এলজিইডি, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নিয়ে একটি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে প্রকল্পটি মূল্যায়িত হয় এবং সংশোধনের প্রয়োজন না হলে একনেক সভায় পাঠানো হয়। তবে সংশোধনের প্রয়োজন হলে এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠানো হয়, এবং মন্ত্রণালয় এলজিইডি'তে প্রকল্প পরিকল্পনাটি সংশোধন করার জন্য পাঠায়। এলজিইডি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করে আবার মন্ত্রণালয়ে পাঠায় এবং মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশনে পাঠায়। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি থেকে মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রকল্প পরিকল্পনাটি একনেকে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পের বাজেট ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে তা অনুমোদন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, এবং ২৫ কোটির টাকার বেশি হলে একনেকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করে থাকেন। সংসদ সদস্যের সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়নের জন্য থোক বরাদ্দ প্রকল্পের বাজেট ২৫ কোটি টাকার বেশী হওয়ায় এটি একনেক থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়। একনেকের যদি কোনো পর্যবেক্ষণ না থাকে তাহলে প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়। কিন্তু কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে আবার পরিকল্পনা কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এলজিইডি'তে পাঠানো হয়। সবশেষে এলজিইডি থেকে সংশোধনের করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে একনেকে অনুমোদন করা হয় (বিস্তারিত - চিত্র: ১.১)।

<u>চিত্র ১.১: পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা ও অনুমোদন প্রক্রিয়া</u>

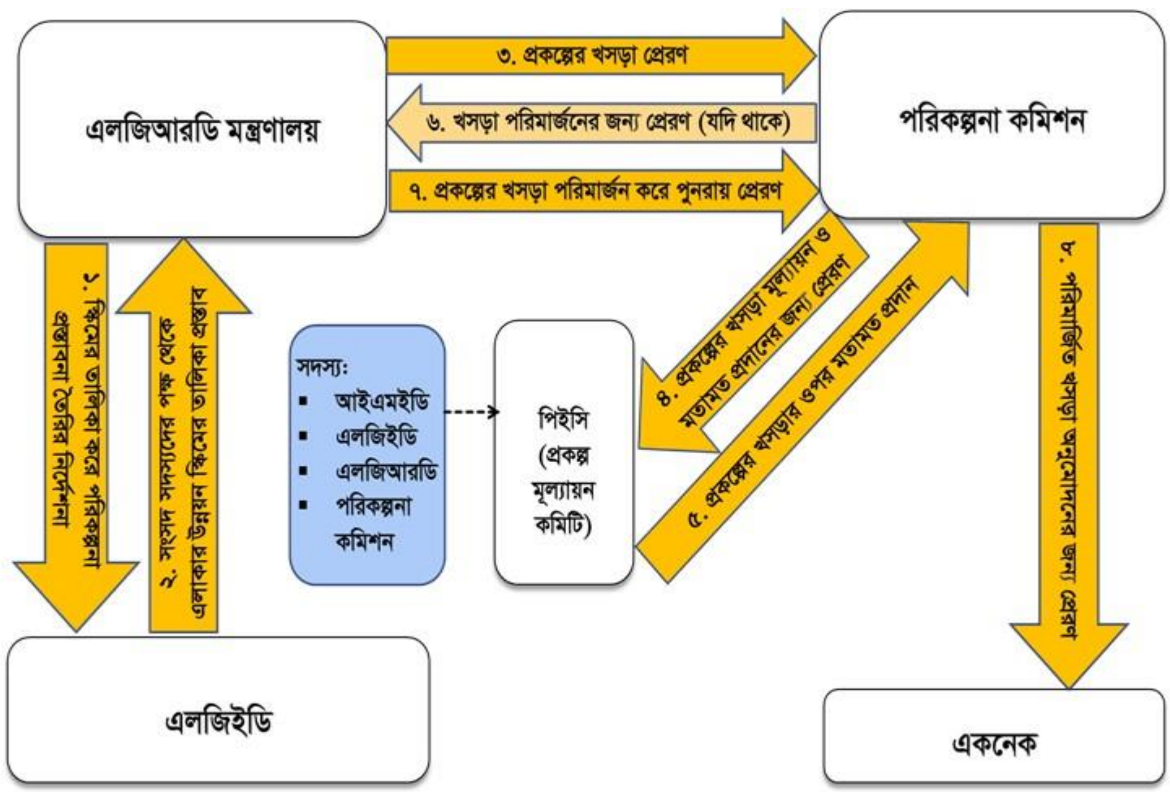

একনেকে প্রকল্প অনুমোদন হওয়ার পর অর্থ মন্ত্রণালয়কে তা বাস্তবায়নের জন্য এলজিআরডি মন্ত্রণালয় বরাবর বরাদ্দ প্রদানের নির্দেশনা দেয়। অন্যদিকে, পরিকল্পনা কমিশন একনেকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরীর নির্দেশনা দেয় এলজিআরডি মন্ত্রণালয়কে। এলজিইডি'র মাধ্যমে মন্ত্রণালয় প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে পরিকল্পনা কমিশন থেকে অনুমোদন নিয়ে মাঠ পর্যায়ে তা বাস্তবায়ন করে থাকে। (বিস্তারিত চিত্র ১.২)

চিত্র ১.২: অনুমোদিত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া

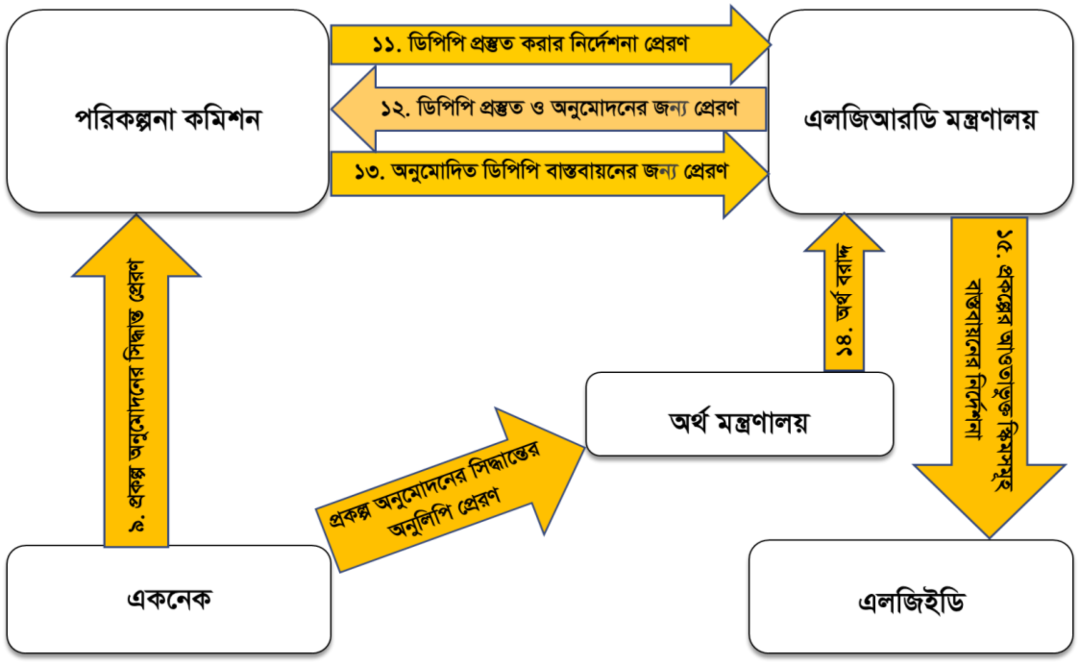

একটি প্রকল্প ধারণা থেকে শুরু করে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির পর্যায় পর্যন্ত যেতে কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়: ধারণার মূল্যায়ন, প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই, এবং পরবর্তী প্রকল্প পরিকল্পনার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই। মূল্যায়ন করার সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করতে হয়। এছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের মূল্যায়ন ও নিরীক্ষণ বিভাগ কর্তৃক যেকোনো প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন ও নিরীক্ষণের কাঠামো আছে। তবে বাস্তবে সংসদ সদস্যের জন্য পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের থোক বরাদ্দ প্রকল্পে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই, আইএমইডি কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন[৩৪] ধাপগুলোর অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। এই প্রকল্পের স্কিম নির্বাচন বা পরিকল্পনার সময় দেখা যায়, নির্দিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য রাজনৈতিক বিবেচনায় নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট ব্যাংক হিসেবে পরিকল্পনা করে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন স্কিমের প্রস্তাবনা তালিকা তৈরী করেন[৩৫]।

অন্যান্য দেশে সংসদ সদস্যের জন্য থোক বরাদ্দের অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশে (প্রাপ্ত তথ্যমতে ২৩টি[৩৬]) সংসদীয় আসনের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্য প্রতি থোক বরাদ্দ প্রকল্পের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এদের মধ্যে দুইটি দেশ ব্যতিত বাকি দেশগুলো কমনওয়েলথভুক্ত। বিভিন্ন দেশে প্রকল্পের কাঠামোসহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখনো বিবর্তনশীল। উল্লেখ্য, এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের পর্যবেক্ষণ রয়েছে। ভারত ও কেনিয়ার এ ধরনের প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য পৃথক ওয়েবসাইটে প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল।

ভারতের সংসদ সদস্যের নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন স্কিম MPLADS (Members of Parliament Local Area Development Scheme)

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, স্থানীয় এলাকার চাহিদার ভিত্তিতে টেকসই জনসম্পদ তৈরির ওপর জোর দিয়ে সামাজিক অবকাঠামোসহ জনজীবন (যেমন; পানীয় জল, প্রাথমিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন এবং রাস্তা ইত্যাদি) উন্নয়নের কাজের সুপারিশ করার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের সক্ষমতা তৈরী করা। প্রকল্পটি চালু হয়েছিল ১৯৯৩-৯৪ সালে। তখন সংসদীয় আসন প্রতি পাঁচ লাখ রুপি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত সংসদীয় আসন প্রতি বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি বছরে এক কোটি রুপি করা হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে

[৩৪] দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

[৩৫] প্রাগুক্ত।

[৩৬] https://www.internationalbudget.org/publications/brief10/ (Accessed on June 2020)

দুই কোটি রুপি এবং ২০১১-১২ সাল থেকে এই বরাদ্দ পাঁচ কোটি রুপি করা হয়। সংসদীয় অঞ্চল উন্নয়ন বিভাগ ভারত সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে পরিচালিত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে। পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয় থেকে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা ও নীতিমালা জারি করা হয়েছে যেখানে প্রকল্পের স্কিম তালিকা পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাসহ বাস্তবায়নের বিধিসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে; এটি জনগণের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। এই নীতিমালা ও নির্দেশনা প্রকল্প চালু হওয়ার পর ১৯৯৪ সালে প্রবর্তিত হলেও ইতোমধ্যে সাতবার প্রয়োজন অনুযায়ী রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্য, NABARD consultancy services (NABCONS) এবং সিএজি'র সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সংশোধন করা হয়। রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্যগণ তাদের রাজ্য এলাকার আওতাধীন এক বা একাধিক জেলার উন্নয়নের জন্য স্কিমের সুপারিশ করে থাকেন। এছাড়া, লোকসভা ও রাজ্যসভার মনোনয়নপ্রাপ্ত সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট রাজ্যের এক বা একাধিক জেলার জন্য উন্নয়ন স্কিমের প্রস্তাব দিতে পারেন।

প্রকল্পের নীতি নির্ধারণ, তহবিল প্রকাশ এবং বাস্তবায়নের এবং তদারকি ব্যবস্থার জন্য পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয় কাজ করে থাকে। প্রতিটি রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নোডাল বিভাগ হিসাবে মনোনীত করা হয়। এই বিভাগ একটি জেলা এবং অন্যান্য বিভাগের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের তদারকি, পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয়ের সামগ্রিক দায়িত্ব পালনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ভারত সরকার রাজ্য নোডাল বিভাগকে এই তহবিল জেলা কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রদানের জন্য অবহিত করে। জেলা কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের অগ্রগতি সরকার ও এই রাজ্য নোডাল বিভাগকে অবহিত করে থাকে। রাজ্য সরকারের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী (কারিগরি অনুমোদন, দরপত্রের তফসিল ও দরের পরিমাণ, দরপত্র প্রক্রিয়া ইত্যাদি) জেলা কর্তৃপক্ষ কাজের অনুমোদন পেয়ে থাকে। কিন্তু বরাদ্দ/তহবিল অনুমোদনের প্রশাসনিক ক্ষমতা জেলা কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারভুক্ত। প্রত্যেক সংসদ সদস্য প্রতি অর্থ বছরে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট ফরমেট অনুযায়ী উন্নয়ন স্কিমের সুপারিশ করেন। লোকসভার প্রতি সদস্য প্রকল্পে প্রতি সংসদীয় এলাকার জন্য বরাদ্দ পাঁচ কোটি রুপির মধ্যে ৭৫ লাখ রুপি সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বসবাসকারি এলাকার জন্য এবং ৩৭.৫ লাখ রুপি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাসকারি এলাকার জন্য সুপারিশ করবেন। যদি এদের মধ্যে কোনো এক ধরণের জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট এলাকায় না থাকে তাহলে অন্য জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যায়ের সুপারিশ করতে পারবেন। উন্নয়ন কাজ ছাড়া দেশের যে কোনো অঞ্চলে "ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়" ঘটলে একজন সংসদ সদস্য ক্ষতিগ্রস্থ জেলার জন্য সর্বোচ্চ এক কোটি রুপি পর্যন্ত কাজ করার অনুমোদন দিতে পারেন। এ সম্পর্কিত কাজগুলির তহবিল নির্বাচিত জেলার সংসদ সদস্যের ও জেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ জেলার জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি নিয়ে অনুমোদিত হয়। এছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য তার রাজ্যের বা কেন্দ্রশাসিত এলাকার বাইরেও এই তহবিল থেকে এক অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২৫ লাখ রুপি ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করতে পারেন। এক্ষেত্রে জেলা নোডাল কর্তৃপক্ষ সে সকল স্কিম বাস্তবায়নের সকল সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবেন। রাজ্য সরকারের নিয়মানুযায়ী জেলা কর্তৃপক্ষ কাজের ধরনের ভিত্তিতে বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠান বাছাই করেন। জেলা কর্তৃপক্ষ কাজের গুণগত মান, সময়োপযোগীতা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা সন্তোষজনকভাবে কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছে কিনা তা তদন্ত করে দেখেন। এই থোক বরাদ্দ প্রকল্পের অর্থ দুই ভাগে অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রথম ভাগে ২.৫ কোটি রুপি বরাদ্দ লোকসভা গঠন বা রাজ্যসভার নির্বাচন পরবর্তী আর্থিক বছরের শুরুতে অনুমোদন করা হয়। দ্বিতীয় ভাগের ২.৫ কোটি রুপি প্রথম বরাদ্দের ৮০ শতাংশ ব্যয়িত বরাদ্দের কাজের সমাপ্তি ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং তহবিলে বরাদ্দের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রাপ্যতার প্রাক্কলন করে বিবেচনা সাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়। জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত প্রতি আসনের প্রাক্কন এবং তৎকালীন সংসদ সদস্যের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই প্রাক্কলন করা হয়।

সংসদ সদস্যের কাছ থেকে কাজের সুপারিশ প্রাপ্তি এবং জেলা কর্তৃপক্ষের দ্বারা কাজের অনুমোদনের আদেশ জারি করার পরে, জেলা কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত কাজটির বিস্তারিত তথ্য (রাজ্য, জেলা ও উন্নয়ন খাত এবং লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যের নাম অনুযায়ী স্কিমের নাম, বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ, বরাদ্দ ছাড়ের অগ্রগতি, বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা, কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, রাজ্য ও জেলা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর ইত্যাদি) এই প্রকল্পের ওয়েবসাইটে (https://www.mplads.gov.in/mplads/Default.aspx) আপলোড করে থাকে। এ সকল তথ্য ওয়েবসাইটে সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। ফলে জনগণ পক্ষে তাদের এলাকার উন্নয়ন কাজের সামগ্রীক অবস্থা দেখে তাদের পর্যবেক্ষণ ও মতামত সরাসরি ওয়েবসাইটে/ই-মেইলের মাধ্যমে জানাতে পারেন।

কেনিয়ার নির্বাচনী আসনের উন্নয়ন তহবিল NG-CDF (The National Government Constituencies Development Fund)

কেনিয়ায় নবম সংসদে ২০০৩ সালে সিডিএফ আইন ২০০৩ এর আওতায় তৎকালীন সরকার কেনিয়ার দারিদ্য এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য নির্বাচনী আসনের এই উন্নয়ন তহবিল গঠন করে। কেনিয়ার ২১০টি নির্বাচনী আসনে তিনটি ধাপে এই বরাদ্দ বন্টনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ১.৩ বিলিয়ন কেনিয়ান শিলিং যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৪.৩ বিলিয়ন কেনিয়ান শিলিং উন্নীত হয়[৩৭]। ২০০৩-০৪ সাল থেকে এই তহবিল থেকে মূলত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, রাস্তাঘাট, সুরক্ষা, পরিবেশ এবং ক্রীড়া খাতের প্রকল্পগুলিকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে এনজি-সিডিএফ (সংশোধন) আইন, ২০১১ এর মাধ্যমে প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে কেনিয়ার সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় সরকারের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলি অর্থায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ফলে তহবিলটি প্রাথমিকভাবে শিক্ষা, সুরক্ষা, ক্রীড়া, পরিবেশ খাতের সাথে জাতীয় সরকারের অন্যান্য খাতগুলোও যুক্ত হয়।

সিডিএফ (সংশোধনী) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী এই বরাদ্দ সম্পর্কে প্রতি আসনের নির্বাচিত সদস্য তার শপথ গ্রহণের প্রথম ৪০ দিনের মধ্যে তার এলাকার ভোটারদেরকে উন্মুক্ত সভার মাধ্যমে অবগত করবেন[৩৮]।

তহবিলটি জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় সরকার সিডিএফ বোর্ড, নির্বাচনী এলাকার এনজি-সিডিএফ কমিটি এবং কমিউনিটি স্তরে প্রকল্প পরিচালনা কমিটি (পিএমসি) দ্বারা পরিচালিত হয়। জাতীয় ট্রেজারি এনজি-সিডিএফ বাজেটের অর্থায়ন করে এবং তহবিলের কার্যকর ও দক্ষ পরিচালনার জন্য আর্থিক নির্দেশিকা সরবরাহ করে। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকরা তহবিলের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করে নিয়মিতভাবে জাতীয় ট্রেজারিতে প্রতিবেদন দেন এবং একটি অনুলিপি এনজি-সিডিএফ বোর্ডকে দেন। জাতীয় সরকার সিডিএফ কমিটিগুলি পর্যায়ক্রমিক ওয়ার্ড স্তরের উন্মুক্ত ফোরামগুলির মাধ্যমে পরামর্শক্রমে প্রকল্পের প্রস্তাবগুলি তৈরী করে অনুমোদনের জন্য এনজি-সিডিএফ বোর্ডের কাছে জমা দেয় এবং প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণে প্রকল্প পরিচালনা কমিটিগুলোকে সহায়তা করে। প্রকল্প পরিচালনা কমিটি এবং এনজি-সিডিএফ কমিটিগুলি কার্যকর প্রকল্প পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগগুলোকে প্রযুক্তিগত সহায়তার দিয়ে থাকে। এনজি-সিডিএফ (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ এর ১১ ধারা অনুসারে তহবিলটি অডিটর জেনারেল দ্বারা নিরীক্ষণ করা হয় যার বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদে জমা দেওয়া হয়। এছাড়া, এনজি-সিডিএফ সম্পর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে তহবিলের দক্ষ পরিচালনার জন্য নীতি কাঠামো পর্যবেক্ষণ করে।

প্রতিটি আসনের সংসদ সদস্য স্থানীয় প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার বিবেচনা করে দারিদ্র্য মোকাবেলায় এই তহবিল ব্যবহারের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে বাস্তবে, দেখা গিয়েছে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাসিন্দাদের অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ ছিল এবং তহবিলের বিধায়ক, বাস্তবায়নকারী এবং নিরীক্ষক হিসাবে এমপিদের ভূমিকা তহবিলের স্বচ্ছতা এবং সুব্যবস্থাপনার জন্য প্রশ্নবিদ্ধ করে। সিডিএফ তহবিলটি প্রথম ২১০ টি আসনের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করা হয়েছিল। তবে ২০০৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ বিতরণ করার জন্য একটি বরাদ্দ উৎস ব্যবহার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এই একটি উৎস প্রতিটি আসনে মোটামুটি অভিন্ন তহবিল সরবরাহ করে। তবে দারিদ্র্য স্তরের জন্য কিছু ভাতা দেওয়া হয় যেমন দরিদ্রতম আসনগুলি কিছুটা বেশি বরাদ্দ সংস্থান পায়।

২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যে সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয় এবং চারটি সংরক্ষিত আসন (একজন মহিলা, একজন ধর্মীয় নেতা, কোনও এনজিওর প্রতিনিধি এবং একজন যুবকের জন্য) কমপক্ষে ১৫ জন অবৈতনিকভাবে স্থানীয় লোকের সমন্বয়ে গঠন করার পরিকল্পনা করা হয়। স্থানীয় কমিটিগুলির বাসিন্দাদের প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং নির্বাচনী এলাকার দারিদ্র্য মোকাবেলা করতে পারে এমন প্রকল্পগুলির প্রস্তাব দেয়। এরপরে শীর্ষস্থানীয় প্রকল্পগুলির একটি তালিকা একটি জেলা সিডিএফ কমিটিতে প্রেরণ করা হয় যা পর্যালোচনা করার জন্য এবং সিডিএফের নিয়মগুলির সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়। স্থানীয় কমিটিগুলি যদি রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় সংস্থা সমর্থন না করে তবে তারা যেকোনো ধরণের উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিচালনা করতে পারবে এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়।

---

[৩৭] https://en.wikipedia.org/wiki/Constituency_Development_Fund. (Accessed on January 2020)

[৩৮] https://allafrica.com/stories/201304081752.html (Accessed on January 2020)

বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে সংসদ নির্বাচনে যারা জিতেছেন বা নির্বাচনে অংশ নেন নি তাদের তুলনায় যারা হেরেছেন তারা তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য বেশি বরাদ্দ ব্যবহার করেছেন। বেশিরভাগ উত্তরদাতারা মনে করেন যে সিডিএফ দারিদ্র্য হ্রাস করতে সাহায্য করেছে, তবুও অনেক ভোটার মনে করেন যে সিডিএফ মূলত সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের লোকদের উপকৃত করেছে এবং তাদের সংসদ সদস্য তার রাজনৈতিক প্রচার বা ভোট কিনতে সিডিএফ তহবিল ব্যবহার করেছেন।[৩৯]

The Institute for Social Accountability (TISA) নামে একটি 'সামাজিক উদ্যোগ কমিটি' ২০০৮ সাল থেকে একটি ট্রাস্ট হিসেবে এই তহবিলের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই প্রকল্পের কার্যকরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ করছে।[৪০] The National Government Constituencies Development Fund (NG-CDF) Portal নামে একটি ওয়েবসাইটের (https://www.ngcdf.go.ke/index.php) মাধ্যমে এই তহবিল সম্পর্কিত আইনি কাঠামো, পরিচালনা পদ্ধতি, আসন অনুযায়ী বরাদ্দ, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি জনগণের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।[৪১]

ভারত এবং কেনিয়া ছাড়া অন্যান্য ছয়টি দেশের (ভুটান, ঘানা, উগান্ডা, জ্যামাইকা, পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন আইল্যান্ড) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংসদীয় আসনে থোক বরাদ্দ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আইনি/নীতি কাঠামো, বরাদ্দ হার/পরিমাণ, বরাদ্দের প্রক্রিয়া, পরিচালনা কাঠামো, তদারকি কাঠামো, তথ্যের উন্মুক্ততা ইত্যাদি নির্দেশকের আলোকে বিভিন্ন ধরনের চর্চা বিশ্লেষণ করে নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হল।

সারণি ২.১: বিভিন্ন দেশের সংসদীয় আসনের জন্য থোক বরাদ্দ প্রকল্পের দৃষ্টান্ত[৪২]

নির্দেশক / দেশের নাম	আইনি কাঠামো	বরাদ্দ	বরাদ্দ ব্যয় প্রক্রিয়া	পরিচালনা কাঠামো	তদারকি কাঠামো	তথ্যের উন্মুক্ততা
ভারত	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের অধীনে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা	সংসদীয় আসন প্রতি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়	বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের তহবিলে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সংসদ সদস্যদের সরাসরি এই অর্থ ব্যয় করার সুযোগ থাকে না	সুনির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ কমিটি কর্তৃক এই বরাদ্দের আওতায় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে	নির্দিষ্ট বিভাগ/কমিটি সরাসরি প্রকল্পের সার্বিক তদারকি করে থাকে	পৃথক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়
কেনিয়া	পৃথক আইন দ্বারা পরিচালিত	বার্ষিক বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়. এই বরাদ্দ থেকে আসন প্রতি একটি অংশ ও কিছু নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে অন্য অংশ বন্টন করা হয়	বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের তহবিলে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সংসদ সদস্যদের সরাসরি এই অর্থ ব্যয় করার সুযোগ থাকে না	সুনির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ কমিটি কর্তৃক এই বরাদ্দের আওতায় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে	নির্দিষ্ট বিভাগ/কমিটি সরাসরি প্রকল্পের সার্বিক তদারকি করে থাকে	পৃথক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়

[৩৯] *Decentralization, Accountability and the MPs Elections: The Case of the Constituency Development Fund in Kenya*, Roxana Gutiérrez Romero (University of Oxford), iiG Briefing Paper 02, May 2009.
[৪০] https://www.tisa.or.ke/index.php/about (Accessed on January 2020)
[৪১] https://www.ngcdf.go.ke/index.php/about-ng-cdf (Accessed on January 2020)
[৪২] http://www.cid.suny.edu/publications1/CDF%20Albany%20Workshop%20Report.pdf (Accessed on June 2020)

ভুটান	নির্বাহী আদেশ দ্বারা পরিচালিত	সংসদীয় আসন প্রতি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়	বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের তহবিলে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সংসদ সদস্যদের সরাসরি এই অর্থ ব্যয় করার সুযোগ থাকে না	সুনির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কমিটি কর্তৃক এই বরাদ্দের আওতায় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে	নির্দিষ্ট বিভাগ/কমিটি সরাসরি প্রকল্পের সার্বিক তদারকি করে থাকে	সংসদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়
ঘানা	পৃথক আইন দ্বারা পরিচালিত	বার্ষিক বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়	বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের তহবিলে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সংসদ সদস্যদের সরাসরি এই অর্থ ব্যয় করার সুযোগ থাকে না	সুনির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কমিটি কর্তৃক এই বরাদ্দের আওতায় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে	নির্দিষ্ট বিভাগ/কমিটি সরাসরি প্রকল্পের সার্বিক তদারকি করে থাকে	পৃথক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়
জ্যামাইকা	নির্বাহী আদেশ দ্বারা পরিচালিত	বার্ষিক বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়	বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের তহবিলে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সংসদ সদস্যদের সরাসরি এই অর্থ ব্যয় করার সুযোগ থাকে না	সুনির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কমিটি কর্তৃক এই বরাদ্দের আওতায় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে	নির্দিষ্ট বিভাগ/কমিটি এবং বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি প্রকল্পের সার্বিক তদারকি করে থাকে	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়
উগান্ডা	নির্বাহী আদেশ দ্বারা পরিচালিত	বার্ষিক বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়	সংসদীয় আসনের সদস্যদের তহবিলে সরাসরি বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এর থেকে ব্যয় করা হয়	সংসদ সদস্যের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ব্যয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/বিভাগ সংসদ সদস্যদের জবাবদিহি করে	প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার কোনো প্ল্যাটফরম পাওয়া যায় নি
পাপুয়া নিউগিনি	নির্বাহী আদেশ দ্বারা পরিচালিত	সংসদীয় আসন প্রতি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়	৫০% বরাদ্দ সংসদীয় আসনের সদস্যদের তহবিলে সরাসরি এবং বাকি ৫০% বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের তহবিলে বরাদ্দ দেওয়া হয়	বরাদ্দের একটি অংশ সংসদ সদস্যের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে এবং বাকি অংশ সুনির্দিষ্ট বিভাগ/কমিটির অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ব্যয় হয়	নির্দিষ্ট বিভাগ/কমিটি এবং বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি প্রকল্পের সার্বিক তদারকি করে থাকে	প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার কোনো প্ল্যাটফরম পাওয়া যায় নি
সলোমন আইল্যান্ড	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা	সংসদীয় আসন প্রতি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়	সংসদীয় আসনের সদস্যদের তহবিলে সরাসরি বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এর থেকে ব্যয় করা হয়	সংসদ সদস্যের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ব্যয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/বিভাগ এবং সংসদ সদস্যরা তদারকি করে	প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার কোনো প্ল্যাটফরম পাওয়া যায় নি

অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্তের আলোকে বাংলাদেশে কিছু ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য দেখা যায় --

- সংসদীয় আসন প্রতি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়
- বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের তহবিলে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সংসদ সদস্যদের সরাসরি এই অর্থ ব্যয় করার সুযোগ থাকে না
- প্রকল্পের স্কিম বাস্তবায়ন ও মাঠ পর্যায়ে তদারকি করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি চর্চায় এই দেশগুলোর দৃষ্টান্ত বিবেচনায় বাংলাদেশে এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতিগত ঘাটতি দেখা যায়-

- সুনির্দিষ্ট আইনি/নীতি কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা ও নির্দেশনা নেই
- কমিউনিটি স্তরে কোনো পরিচালনা/পরিবীক্ষণ কমিটি এবং নীতি কাঠামো পর্যবেক্ষণ ও সার্বিক মূল্যায়ন নিরীক্ষণের জন্য পৃথক কোনো সংসদীয় কমিটি নেই
- জনগণের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয় না; এই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পৃথক কোনো ওয়েবসাইট নেই বা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটেও বিস্তারিত তথ্য উন্মুক্ত নয়
- আইএমইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত যেকোনো প্রকল্প মূল্যায়নের কাঠামো থাকলেও এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের ঘাটতি

উপসংহার

সার্বিকভাবে, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্যের আসন প্রতি থোক বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা ও নির্দেশিকা না থাকলেও বিগত দুইটি সংসদ ধরে এই বরাদ্দ সরাসরি অনুমোদনের মাধ্যমে এটি একটি চর্চায় পরিণত হয়েছে। ইতোমধ্যে এই থোক বরাদ্দের অধীনে দুইটি প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন হয়েছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবে এই প্রকল্প হওয়ার কারণে প্রকল্প পরিকল্পনা ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা যাচাই , বাস্তবায়িত প্রকল্পের মূল্যায়ন ও নিরীক্ষণ এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তী প্রকল্পের পরিকল্পনার পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া ও চর্চা অনুপস্থিত। সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা ও নির্দেশিকার ঘাটতির কারণে স্কিম নির্বাচন প্রক্রিয়া; এলাকার চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ বন্টনের পূর্বশর্ত নির্ধারণ; বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় কার্যকরতার ঘাটতি লক্ষণীয়। সর্বোপরি, সংসদ সদস্যের জন্য আচরণ বিধি ও সদস্য থাকাকালীন তাদের সম্পদসহ কর্মকান্ডের বিবরণ প্রকাশের আইনি বা পদ্ধতিগত ব্যবস্থা না থাকায় জনগণের কাছে তাদেরকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। অন্যান্য দেশের সংসদীয় কাঠামোতে এই ধরনের থোক বরাদ্দ উন্নয়ন প্রকল্পের দৃষ্টান্তে এমন ধরনের নীতি ও চর্চা রয়েছে যা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা গেলে এই প্রকল্পের কার্যকরতা বৃদ্ধিসহ প্রতিটি পর্যায়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার চর্চাকে আরও বেগবান করতে পারে। কিন্তু নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সেই দৃষ্টান্তগুলো যথাযথভাবে অনুসন্ধান, বিবেচনা ও প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে এখনও এমন কোনো উদ্যোগের বিষয়ে জানা যায় নি। পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংসদ সদস্যের জন্য বরাদ্দের আওতায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্পের স্কিমসমূহ নির্বাচনের পূর্বশর্ত

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পল্লী উন্নয়ন অবকাঠামো এক ও দুই প্রকল্পের স্কিমসমূহ তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়। সাধারণত তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে কোনো স্কিমের আওতায় একটি রাস্তার দৈর্ঘ্য ১.৫/২ কিমি এর মধ্যে এবং একটি ব্রিজ/কালভার্টের দৈর্ঘ্য ৫০ মিটারের মধ্যে রাখা হয়। এই প্রকল্পে মূলত চার ধরনের রাস্তার স্কিম তালিকাভুক্ত করা হয়[৪৩] - ১) উপজেলা সড়ক - উপজেলার সাথে বাজারের সংযোগ, উপজেলার সাথে হাইওয়ের সংযোগ; ২) ইউনিয়ন সড়ক - ইউনিয়নের সাথে বাজারের / উপজেলার সংযোগ, ইউনিয়নের সাথে হাইওয়ের সংযোগ; ৩) গ্রাম এ টাইপ- গ্রামের সাথে বাজারের সংযোগ; এবং ৪) গ্রাম বি টাইপ - গ্রামের সাথে গ্রামের সংযোগ। স্কিমগুলোতে রাস্তার পাইলিং বা Protection work এর জন্য বরাদ্দ কম থাকে, কোনো কোনো স্কিমে এ কাজের জন্য বাজেট রাখাও হয় না কারণ এ কাজে খরচ বেশী হয়। এক্ষেত্রে কয়েকটি রাস্তার বরাদ্দ দিয়ে পাইলিংসহ একটি রাস্তা করা যায় ফলে একটি এলাকায় কয়েকটি রাস্তা একবারে তালিকাভুক্ত করার সুযোগ থাকে না। এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্কিমের তালিকা করার সময় আগের প্রকল্পের বা অন্য কোনো স্কিম সংস্কার বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পল্লী অবকাঠামো সংস্কারের কাজ এই থোক বরাদ্দ প্রকল্পের বাইরে রাজস্ব খাত থেকেও করা হয়।

"অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (এক)" (মার্চ ২০১০ - ডিসেম্বর ২০১৪) শীর্ষক প্রকল্পে ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার প্রতিটির জন্য ৩ কোটি টাকা করে পাঁচ বছর মেয়াদে ১৫ কোটি টাকা "অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (দুই)" (জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯) শীর্ষক প্রকল্পে ২৮৪টি নির্বাচনী এলাকার প্রতিটির জন্য ৫ কোটি টাকা করে চার বছরে ২০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়। উল্লেখ্য, 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (দুই)' - এ সিটি কর্পোরেশন এলাকা সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আসনের ১৬ জন সদস্য এর আওতাভুক্ত ছিলেন না। এই অধ্যায়ে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত স্কিমসমূহের পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নমুনায়িত স্কিমসমূহের পরিচিতি

গবেষণায় "অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (আইআরআইডিপি - এক)" শীর্ষক প্রকল্প (মার্চ ২০১০ - ডিসেম্বর ২০১৪) থেকে ৪৬৪টি স্কিম এবং "গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (আইআরআইডিপি - দুই)" শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯) থেকে ১৬৪টি স্কিম নমুনা হিসেবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। স্কিমগুলোর মধ্যে রাস্তা, ব্রিজ/সেতু, কালভার্ট, হাটবাজার/গ্রোথ সেন্টার, ড্রেন ইত্যাদি ধরনের স্কিম রয়েছে। আইআরআইডিপি ২ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন থাকায় কাজ সম্পন্ন হওয়া স্কিমের মধ্য থেকে নমুনা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে; ফলে ধরন অনুযায়ী স্কিমের হারের ক্ষেত্রে আইআরআইডিপি ১ প্রকল্পের সাথে কিছুটা তারতম্য রয়েছে।

[৪৩] "অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প" প্রস্তাবনা (২০১০-১৫) (২০১৫-১৮)

চিত্র ৩.১: আইআরআইডিপি ১-এর নমুনা স্কিমসমূহের ধরন (%)

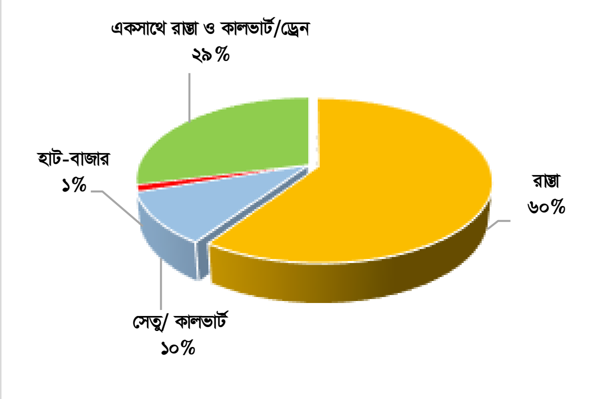

চিত্র ৩.২: আইআরআইডিপি ২-এর নমুনা স্কিমসমূহের ধরন (%)

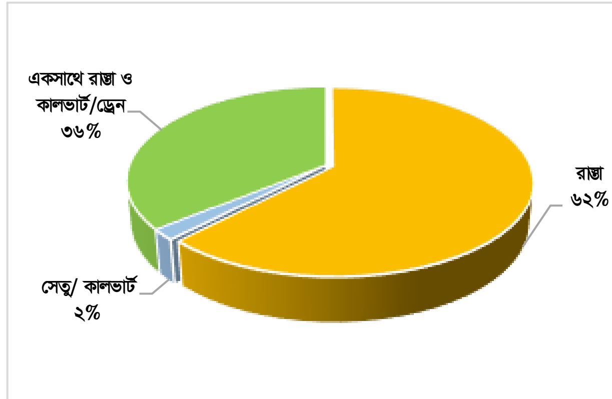

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আইআরআইডিপি ১ ও ২ উভয়ে প্রকল্পের নমুনায়িত স্কিমসমূহের মধ্যে রাস্তার স্কিম সর্বোচ্চ যথাক্রমে ৬০ শতাংশ ও ৬২ শতাংশ। এছাড়া সেতু/কালভার্ট এবং একসাথে রাস্তা ও কালভার্ট/ড্রেনের স্কিম উল্লেখযোগ্য (বিস্তারিত চিত্র ৩.১ ও ৩.২)।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আইআরআইডিপি ১ - এ ৭১% এবং আইআরআইডিপি ২ - এ ৫৯% স্কিমের কাজ শিডিউলে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, যার সার্বিক হার ৬৮ শতাংশ। এর মধ্যে প্রকল্প এক-এ প্রায় ৬৯% এবং প্রকল্প দুই-এ প্রায় ৬০% স্কিমের কাজ শুরু হওয়ার এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে, আইআরআইডিপি ১ - এ ২৯% এবং আইআরআইডিপি ২ - এ ৪১% স্কিমের কাজ সম্পন্ন করতে শিডিউলের নির্ধারিত সময়ের তুলনায় অতিরিক্ত সময় লেগেছে। এ সকল স্কিমের মধ্যে উভয় প্রকল্পের অধিকাংশ স্কিমের কাজ (আইআরআইডিপি ১ - এ ৭২.৩% এবং আইআরআইডিপি ২- এ ৮৫.২%) নির্ধারিত সময়ের তুলনায় অতিরিক্ত সর্বোচ্চ এক বছর সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্কিমের কাজ দেরিতে সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু পারিপার্শ্বিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দরপত্রে কাজ পাওয়ার পর এলজিইডি এবং ঠিকাদারের মধ্যে চুক্তি হয়, উপজেলা এলজিইডি ঠিকাদারকে দরপত্রের প্রস্তাবনা অনুযায়ী মাঠের কাজ বুঝিয়ে দেয়। পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে ঠিকাদার কাজ শুরু করেন। তবে অনেক সময় এলাকায় কোনো ব্যক্তির জমির ওপর দিয়ে রাস্তা হওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও জমি না ছাড়লে ও কাজে বাধা দিলে, প্রতিকূল আবহাওয়া থাকলে বা কোথাও কোথাও দুর্গম এলাকায় নির্ধারিত সময়ে এলজিইডি প্রতিনিধি কাজ বুঝিয়ে না দিতে পারলে নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু করতে করতে পারেন না। অনেক সময়ে কোন রাস্তা কোন প্রান্ত থেকে শুরু হবে তা নিয়ে এলাকাবাসী ঝামেলা করেন, কোনো ব্যক্তির জমির ওপর দিয়ে রাস্তা হওয়ার পরিকল্পনা থাকলে জমি ছাড়তে চান না, কাজে বাধা দেন। জমি অধিগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল এলজিইডির নেই। ফলে এ ধরনের কোনো সমস্যা দেখা দিলে এমপি এবং ইউপি চেয়ারম্যন/মেম্বার সমাধান করতে চেষ্টা করেন। যেখানে সমাধান করা যায় না সেখানে আর কাজ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া, স্থানীয় জনগণ অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের অভাবে এবং প্রযুক্তিগত কারণ না বুঝে অভিযোগ করেন যা সংশ্লিষ্ট তদারকি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সমাধানের চেষ্টা করে থাকেন।

স্কিম বাস্তবায়নে ঠিকাদারদের অন্যান্য চ্যালেঞ্জ যেমন, নির্মাণ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি, সাইট থেকে পণ্য চুরি, পণ্য সংকট, সঠিক সময়ে বিল না পাওয়া, দূর্গম এলাকায় পণ্য পরিবহনে অতিরিক্ত ব্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয়। সামগ্রী ও যন্ত্রের অপ্রতুলতা যেমন পাথর বা রোলার পেতে মাঝে মাঝে দেরি হলে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন খুব বৃষ্টি হলে বা দূর্গম এলাকায় পণ্য পরিবহনে সময় বেশি লাগলে কাজ বন্ধ রাখতে হয়। এ সকল কারণে কাজ শেষ হতে দেরি হয়, ঠিকাদার অনেক সময় এসব কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কখনও কখনও ১০% জামানতের টাকা দিয়ে আরও বেশীও ক্ষতি হয়। স্কিম বাস্তবায়নের জন্য স্কিমের বাজেট খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে ঠিকাদারের কোনো লাভ থাকে না, কখনও কখনও ভর্তুকি দিয়েও কাজ শেষ করতে হয়। অনেক এলাকায় আগে যারা ঠিকাদারি করতেন এখন তাদের অনেকেই এই কাজ করেন না, কারণ এই ছোট ছোট বাজেটের কাজে সব ধাপে টাকা দিয়ে কাজ সম্পন্ন করার পর তাদের লভ্যাংশ প্রায় থাকে না বললেই চলে।

সারণি ৩.১: স্কিমের ধরন অনুযায়ী স্কিম প্রতি প্রকৃত গড় ব্যয়**

প্রকল্পের নাম	রাস্তা	ব্রিজ/কালভার্ট	একসাথে রাস্তা ও কালভার্ট/ড্রেন	হাট-বাজার
আইআরআইডিপি - ১ ($n_1 = $ ৪৩২)	৪৫,০৮,২৫৩	৭৬,৬১,০৬৭	৬৩,৬০,২১০	২৩,৪০,৭৯৮
আইআরআইডিপি - ২ ($n_2 = $ ১১৯)	৫১,০৮,৭৫৫	১০,৬৮,৬৭৯	৭৪,৬৬,৪৮১	-

** ৭৭টি স্কিমের সংশ্লিষ্ট নথি না পাওয়ায় সকল নমুনা স্কিমের প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি

স্কিমসমূহ তালিকাভুক্তিকরণ ও উপযোগিতা যাচাই

সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের চাহিদা ও মতামত গ্রহণ

ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মেম্বার, দলীয় নেতাদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্য স্কিম তালিকার খসড়া সংগ্রহ করে উপজেলা এলজিইডি কার্যালয়ে দেন। এখানের প্রকৌশলীরা প্রতিটি স্কিমের বাজেট হিসাব করে, এলজিইডির কাজের আওতাভুক্তি যাচাই করে, এই প্রকল্পের নির্ধারিত নির্দেশনা ও নির্ধারিত বরাদ্দ বাজেট অনুযায়ী খসড়া তালিকা থেকে আরেকটি তালিকা প্রস্তুত করে সংসদ সদস্যের অনুমোদনের জন্য দেন। সংসদ সদস্য তখন সেই তালিকা থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সমন্বয় কমিটিতে এলাকার সাধারণ জনগণের তুলনামূলক কম প্রতিনিধিত্ব এবং কমিটিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চা কারণে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণসহ তাদের সরাসরি মতামত দেওয়ার সুযোগের ঘাটতি লক্ষণীয়। তবে এলাকার জনগণ তাদের এলাকার চাহিদা ও সমস্যা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যদেরকে বিভিন্ন সময়ে অবহিত করে থাকেন। অন্যদিকে, কখন কোন স্কিমের কাজ চলবে তা এলাকার মানুষ আগে জানতে পারেন না বা জানানো হয় না। ফলে এলাকার জনগণের মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকে না।

সারণি ৩.২ : এলাকার জনগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে চাহিদা/ মতামত গ্রহণ (স্কিমের শতকরা হার)

চাহিদা/ মতামত গ্রহণ	আইআরআইডিপি ১ ($n_1 = $ ৪৬৪)	আইআরআইডিপি ২ ($n_2 = $ ১৬৪)	সার্বিক ($n = $ ৬২৮)
আলোচনার মাধ্যমে চাহিদা/মতামত গ্রহণ করা হয়েছে	৩২.৭	৩৭.২	৩৪
আলোচনার মাধ্যমে চাহিদা/মতামত গ্রহণ করা হয় নি	৬৪.৭	৬১.৬	৬৪.১
এলাকাবাসীরা এ বিষয়ে জানেন না	২.৬	১.২	১.৯

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত স্কিমসমূহের তালিকা করার আগে সার্বিকভাবে ৬০ শতাংশের বেশি স্কিমের ক্ষেত্রে এলাকায় জনগণের সাথে কোনো আলোচনার মাধ্যমে চাহিদা/মতামত নেওয়ার চর্চা দেখা যায় নি (বিস্তারিত সারণি ৩.২)। যে সকল স্কিমসমূহে জনগণের সাথে আলোচনা বা মতামত নিয়ে তালিকা করা হয়েছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ প্রায় ৫৫ শতাংশের বেশি স্কিমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান/ মেম্বার, ওয়ার্ড কমিশনাররা এলাকাবাসীর মতামত নিয়েছেন। এছাড়াও সংসদ সদস্যরা এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এলাকায় আয়োজিত বিভিন্ন সভায় এলাকাবাসীর মতামত নিয়েছেন (বিস্তারিত সারণি ৩.৩)। উল্লেখ্য গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২৯টি নির্বাচনী এলাকার মোট স্কিমের ২৮.৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ এলাকা পরিদর্শনের সময়ে সরাসরি এলাকাবাসীর চাহিদা/মতামত নিয়ে স্কিমের তালিকা করার চেষ্টা করেছেন।

সারণি ৩.৩: স্কিমের তালিকা করার পুর্বে এলাকাবাসীর মতামত গ্রহণকারিদের ধরন (স্কিমের শতকরা হার) * একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

মতামত গ্রহণকারিদের ধরন	আইআরআইডিপি ১	আইআরআইডিপি ২	সার্বিক
স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (ইউপি চেয়ারম্যান/ মেম্বার, ওয়ার্ড কমিশনার)	৫৬.৬	৫৬.৫	৫৬.৫
সংসদ সদস্য	২৬.৩	৩৩.৯	২৮.৫
অন্যান্য (স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ইত্যাদি)	৩৭.৫	৩০.৬	৩৫.৫

সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্কিমসমূহের উপযোগিতা যাচাই

এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত স্কিমগুলোর উদ্দেশ্য মূলত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী এলাকার জনজীবনকে সহজতর করা, নগরের সাথে যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। স্কিমেগুলোর মান এবং স্থায়িত্বের ওপর এগুলোর উপযোগিতা নির্ভর করে। কোনো কোনো স্কিম সাধারণ এলাকাবাসীর যোগাযোগ সুবিধার থেকে এলাকার কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা দলের সুবিধা বিবেচনা করেও তালিকাভুক্ত করা হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত স্কিমসমূহের মধ্যে উভয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রায় এক শতাংশ স্কিম এলাকার কোনো প্রভাবশালীর ব্যক্তিগত প্রয়োজন বিবেচনায় তৈরী হয়েছে (বিস্তারিত সারণি ৩.৪)।

সারণি ৩.৪: প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের তথ্যমতে এলাকায় স্কিমসমূহের উপযোগিতা (স্কিমের শতকরা হার)

উপযোগিতা	আইআরআইডিপি ১ (n_1 = ৪৬৪)	আইআরআইডিপি ২ (n_2 = ১৬৪)	সার্বিক (n = ৬২৮)
জনগণের সকলের জন্য খুব উপযোগী	৯১.৭	৯৫.১	৯১.০
জনগণের সকলের জন্য মোটামুটি উপযোগী	৭.১	৪.৩	৮.০
কারও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তৈরী হয়েছে	**১.১**	০.৬	**১.০**

মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় এলাকার সংসদ সদস্যের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে তালিকায় স্থানীয় নেতা-কর্মী, প্রভাবশালী বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিরা বাড়ির নিজস্ব রাস্তা বা বাড়ি সংলগ্ন রাস্তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়[৪৪]। কিছু ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের বাড়ি পাশের উপজেলা হওয়ায় তিনি তার এলাকার গুরুত্ব বেশি বিবেচনা করেছেন। ফলে দেখা যায় তালিকাভুক্ত স্কিসমূহের একটি অংশ সংসদ সদস্যের পছন্দের লোকদের, বিশেষ করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, দলীয় নেতা-কর্মীদের অনুরোধ থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকার মধ্যে ৩টি নির্বাচনী এলাকায় (৫টি স্কিম) এই ধরনের চর্চার মাধ্যমে তালিকাভুক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

অন্যদিকে, গ্রামীণ সড়কগুলোতে সেতু নির্মাণের সময় সংযোগকারী সড়ক নির্মাণ করার প্রয়োজন আছে কিনা তা সম্ভাব্যতা যাচাই না করার ফলে দেখা যায় সেতুটি কোনো কাজে আসছে না।[৪৫] মাঠ পর্যায়ে সংযোগ সড়কহীন সেতু[৪৬] বা ব্রিজ দেখা যায়, সেতু বা ব্রিজের বরাদ্দ থাকলেও সংযোগ সড়কের বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা না থাকায় নির্মিত ব্রিজ বা সেতুর উপযোগিতা পাচ্ছে না[৪৭]। উল্লেখ্য, এলজিইডি'র হিসাব অনুযায়ী ২০০৮ সালে ৬২টি জেলায় সড়কের সঙ্গে সংযোগ নেই এমন সেতুর সংখ্যা ছিল ২,৭২৮টি। এর মধ্যে এলজিইডি'র নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ৫৮ জেলায় নির্মিত সেতুর সংখ্যা ছিল ২,২৯৯টি, যা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে নির্মাণ করা হয়। কাঁচাবাজার সংলগ্ন[৪৮], জলাবদ্ধ বা বন্যাপ্রবণ এলাকায়[৪৯] পিচ ঢালাই বা ইটের সোলিং-এর রাস্তার তুলনায় কংক্রিট ঢালাইয়ের রাস্তার উপযোগিতা বেশী। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের রাস্তা এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ও বরাদ্দের অনুপস্থিতি দেখা যায়।

আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এক - এর আওতায় একটি এলাকার কয়েকটি স্কিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে, সম্ভাব্যতা যাচাই না করে স্কিম পরিকল্পনা অন্যতম একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৫০] কিন্তু এ বিষয়ে পরবর্তী প্রকল্প পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের প্রতিফলন দেখা যায় নি। ফলে, স্কিমের তালিকা করার সময় রাস্তা টেকসই করার জন্য রাস্তার পাশে মাটি ভরাট করা, গ্রামীণ সড়কগুলোতে সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে সংযোগকারী সড়ক নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তার মত বিষয়গুলো আগের মতোই উপেক্ষিত হয়েছে।[৫১]

---

[৪৪] পরিশিষ্ট ১: জনপ্রতিনিধি/রাজনৈতিক নেতার বাড়ি সংলগ্ন রাস্তার ছবি।

[৪৫] উদাহরণ হিসেবে দেখুন 'সংযোগ সড়ক না থাকায় কাজে আসছে না সেতুটি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ জানুয়ারি ২০১৩; 'দরকার সড়ক, হচ্ছে একের পর এক সেতু', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ ডিসেম্বর ২০১১।

[৪৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শরীফুল ইসলাম হাসান, 'পৌনে তিন হাজার সেতু কোনো কাজে আসছে না', *দৈনিক প্রথম আলো*, বিশেষ সংখ্যা, ১৮ মে ২০০৮।

[৪৭] পরিশিষ্ট ২: সংযোগ রাস্তা ছাড়া ব্রিজের স্কিমের ছবি।

[৪৮] পরিশিষ্ট ৩: বাজার এলাকায় রাস্তার স্কিমের ছবি।

[৪৯] পরিশিষ্ট ৪: জলাবদ্ধ এলাকায় রাস্তার স্কিমের ছবি।

[৫০] অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (IRIDP) (১ম সংশোধিত) -এর সমাপ্তি প্রতিবেদন মূল্যায়ন।

[৫১] মুখ্য তথ্যদাতার (জেলা ও উপজেলা এলজিইডি'র প্রকৌশলী) সাক্ষাৎকার।

মাঠ পর্যায়ে স্কিম বাস্তবায়ন

টেন্ডার/দরপত্র ও বিল উত্তোলন প্রক্রিয়া

ই-টেন্ডার প্রক্রিয়ায় এলজিইডি, ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যালয়ে অনলাইনে নথি (ডকুমেন্ট) যাচাই (চেক) করা হয়। দরপত্র বাছাই (টেন্ডার ওপেনিং) কমিটিতে জেলা জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী, সহকারি প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলী থাকেন। পল্লী উন্নয়ন অবকাঠামো প্রকল্পে দুই ধরনের পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়। এলটিএম (LTM - Limited Tender Method) পদ্ধতিতে এলজিইডি'র যেকোনো নিবন্ধিত ঠিকাদার অংশগ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে ঠিকাদারের জাতীয় পরিচয় পত্র, টিআইএন আইডি, ব্যাংক সলভেন্সি, তরল সম্পদের পরিমাণ, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ এবং হালনাগাদ লাইসেন্সসহ তার একাউন্টে স্কিমের বাজেটের ৩০% পর্যন্ত অর্থ থাকতে হয়। ওটিএম (OTM - Open Tender Method) পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদাররা অংশ-গ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে ঠিকাদারের জাতীয় পরিচয় পত্র, ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন আইডি, ব্যাংক সলভেন্সি, তরল সম্পদের পরিমাণ, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণের পাশাপাশি কমপক্ষে ৫ বছরের সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা, পর্যাপ্ত জনশক্তি এবং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকতে হয়। দরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হয়। এলটিএম পদ্ধতিতে ঠিকাদার ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান টেন্ডারে উল্লেখিত মোট বাজেটের ৫% কম (লেস) দিয়ে দরপত্র জমা দেন, ওটিএম পদ্ধতিতে এ হার ১০%। এই প্রকল্পের তুলনামূলক কম বাজেটের স্কিমের ক্ষেত্রে এলটিএম পদ্ধতিতে টেন্ডার হয় এবং ঠিকাদারদের জন্য অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য শর্তাবলীসমূহ সহজতর হওয়ায় নতুন এবং তুলনামূলক কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের কাজ পাওয়ার সুযোগ থাকে। অনেকগুলো স্কিম একসাথে প্যাকেজ করে দুই কোটি টাকার উপরে হলে ওটিএম পদ্ধতিতে টেন্ডার দেওয়া হয়।

ইজিপিতে পাঁচ হাজার টাকা ফি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এবং ঠিকাদারকে তখন তার ই-মেইল আইডি দিতে হয়। কোনো টেন্ডার ওপেন হলে, ঠিকাদার ইমেইল নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তা জেনে যান। এলটিএম পদ্ধতিতে লটারির জন্য শর্তসমূহ কম্পিউটারে কম্পোজিশন করে দেওয়া থাকে, কম্পিউটার তার সিস্টেম অনুযায়ী লটারি করে ঠিকাদার নির্বাচন করে। পিপিআর এর নির্দেশনা অনুযায়ী[৫২] ঠিকাদারকে ২.৫% থেকে ৩% টেন্ডার সিকিউরিটি অর্থ দরপত্রে অংশগ্রহণ করার সময় পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হয়। যে ঠিকাদার কাজের জন্য নির্বাচিত হয় তার প্রতিষ্ঠানের নামে এলজিইডি থেকে এনওএ (NOA - Notification of Award) ইস্যু করা হয়। এক্ষেত্রে ঠিকাদারকে ১০% পারফরমেন্স সিকিউরিটি হিসেবে জমা করতে হয়[৫৩]। এই অর্থ জমা হওয়ার পর ঠিকাদার টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার সময় পে-অর্ডারের মাধ্যমে যে ২.৫% বা ৩% টেন্ডার সিকিউরিটি মানি জমা করেন, সেই অর্থ ফেরত পান। যারা কাজ পান না, পিপিআর এর নির্দেশনা অনুযায়ী[৫৪] তারা পে-অর্ডারের অর্থ ২৫ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে পান। এনওএ হয়ে যাওয়ার পর ইজিপিতে কাজ পাওয়া ঠিকাদারকে সিস্টেমে ঢুকে একসেপ্ট বাটনে ক্লিক করে কাজটি গ্রহণ করতে হয়, এর জন্য সময় বেধে দেওয়া থাকে ১৪ দিন। এর মধ্যে যদি কোনো ঠিকাদার গ্রহণ না করেন তাহলে বাকিদের নিয়ে নতুন করে লটারি করা হয়। এজন্য অন্যান্য ঠিকাদারদের পে-অর্ডারের অর্থ ২৮ দিন পর্যন্ত আটকে রাখা হয়। ঠিকাদারকে দরপত্র পাওয়ার পরবর্তী সাত কার্যদিবসের মধ্যে পারফরমেন্স ও অ্যাকসেপ্টেন্স দাখিল করতে হয়। এলজিইডি এবং ঠিকাদারদের মধ্যে চুক্তি হওয়ার পর ঠিকাদারের সাথে উপজেলা এলজিইডি সভা করে, মাঠ পর্যায়ে স্কিম লোকেশন ও কাজের বিস্তারিত বিবরণ বুঝিয়ে দেয়। পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে কাজ শুরু করতে হয়। 'আইআরডিপি - এক' এ ঠিকাদারদের স্কিম প্রতি ৫% এবং 'আইআরডিপি - দুই' এ ৫ - ৭% ভ্যাট দিতে হয়েছে। উল্লেখ্য, পার্বত্য এলাকায় আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত ঠিকাদারদের এই ভ্যাট দিতে হয় না। কোনো স্কিমের ৭০%-৮০% কাজ করার পর ঠিকাদারকে ৫০% বিল দেওয়া হয়। তবে ঠিকাদাররা ৩০% কাজ করার পরেও বিলের জন্য আবেদন করতে পারেন।

নিয়ম অনুযায়ী কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কাজে কোনো ত্রুটি না থাকলে ঠিকাদার পারফরম্যান্স সিকিউরিটি হিসেবে জমাকৃত ১০% অর্থ পেয়ে যান। এর মধ্যে ৫% ফাইনাল বিল হয়ে গেলে ফেরত পেয়ে যান। আর বাকি ৫% টাকা এক বছরের জন্য জামানত হিসেবে জমা রাখতে হয়। কাজের এক বছর পর তাদেরকে জামানত প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হয়। এর জন্য একটি নির্দিষ্ট ফরম আছে। সেখানে উপ-সহকারি প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলী স্বাক্ষর করে দেন। এরপর ফাইল চলে আসে নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে, যেখানে তিনি প্রথমে ফাইলটি মার্ক করে দেন, পরে ফাইলটি যায় হিসাব শাখায়। সেখানে হিসাবরক্ষক ফাইলটি প্রস্তুত করে সহকারি

---

[৫২] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ২২ উপবিধি (১), (২) ও (৩)
[৫৩] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ২৭ উপবিধি (১), (২) ও (৩)
[৫৪] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ২২ উপবিধি (৭)

প্রকৌশলীকে মার্ক করে দেন । পরবর্তীতে ফাইলটি জ্যেষ্ঠ সহকারি প্রকৌশলীর কাছ থেকে নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে যায়। এই প্রক্রিয়ায় জ্যেষ্ঠ সহকারি প্রকৌশলী কাজটি ঠিক আছে কিনা সেটি যাচাই করার জন্য সরাসরি নিজে কাজের সাইটে পর্যবেক্ষণ করতে যান। বাস্তবায়িত স্কিমে কোনো ত্রুটি না থাকলে জামানত প্রাপ্তির আবেদন অনুমোদন করে দেওয়া হয়। তবে কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে সেগুলো মেরামত করার জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী জামানতের অর্থ থেকে সমন্বয় করা হয়।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত স্কিমসমূহের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির প্রাপ্ত তথ্য (২৬৩টি স্কিমের প্রাপ্ত নথির ভিত্তিতে) বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সার্বিকভাবে ৭৬ শতাংশ স্কিমে এলটিএম এবং ২৪ শতাংশ স্কিমে ওটিএম পদ্ধতিতে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের প্রতিটি স্কিমের বাজেট কম হওয়াতে এলটিএম টেন্ডার পদ্ধতি বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। তবে একই এলাকায় অনেকগুলো ছোট ছোট বাজেটের স্কিম থাকলে একসাথে করে ওটিএম পদ্ধতিতে টেন্ডার আহ্বান করা হয়। ব্রিজ বা কালভার্টের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত নকশা অনুযায়ী আরসিসি ঢালাই এবং শুধু ইটের গাথুনি দিয়ে উভয়ভাবে কাজ করা হয়।

স্কিমের প্রস্তাবিত নকশা এবং কাজের প্রক্রিয়া ও সময়

এই প্রকল্পের স্কিমসমূহের প্রস্তাবিত নকশায় রাস্তা সর্বোচ্চ ১ -২ কিমি এবং ব্রিজ/কালভার্ট সর্বোচ্চ ৫০০ মিটার । পীচের রাস্তার লেয়ারের ক্ষেত্রে বালু ৬-৮ ইঞ্চি, খোয়া-বালু ৬ ইঞ্চি; খোয়া-কমপ্যাক্ট ৬ ইঞ্চি এবং পীচ/কার্পেটিং ১-১.৫ ইঞ্চি করার উল্লেখ থাকে। ইটের রাস্তার কাজের ডিজাইনে মাটি ড্রেজিং করে ৪-৬ ইঞ্চি বালি দিয়ে পরে ফ্ল্যাট সলিং দেওয়া হয় ১ - ১.৫ ইঞ্চি; ইট বিছানো হয় ৬ ইঞ্চি তারপর আবার হালকা বালি দেওয়ার বিষয়গুলো উল্লেখ করা থাকে। ব্রিজ বা কালভার্টের ক্ষেত্রে আরসিসি ঢালাই এবং ইটের গাথুনি দিয়ে কাজ করা হয়।

রাস্তার কাজ শুরুর প্রথমে বক্স কাটার আগে ওয়ার্ক এ্যাসিসট্যান্ট/কার্য-সহকারি ও সাইট ইঞ্জিনিয়ার/প্রকৌশলী গিয়ে লেভেল ঠিক করে দিয়ে আসে। এরপর রাস্তার বক্স কাটিং হয়ে গেলে ঠিকাদার তা এলজিইডিকে জানানোর ২/৩ দিনের মধ্যে এলজিইডি'র তদারকি দল এসে দেখে যান। এক কিমি রাস্তার ক্ষেত্রে ২/৩ দিনে বক্স কাটিং এর কাজ হয়ে যায়। বালি ভরাট করতে ৭/৮ দিনের মত লাগে, এরপর রোলার দেওয়া হয়। সাব বেইজের (৫০% বালু, ৫০% খোয়া) কাজ প্রকৌশলী দেখে যান। এ পর্যায়ে সব পণ্য সাপ্লাই ঠিক থাকলে আনুমানিক ১৫ দিনে লাগে। জেলা এলজিইডি থেকে ২/৩ দিনের মধ্যে এই লেয়ারের টেস্ট করা হয়। এরপর খোয়ার ৬ ইঞ্চি লেয়ার দেওয়া হয়, এ পর্যায়েও সব উপকরণের যোগান ঠিক থাকলে আনুমানিক ১৫ দিনে কাজ হয়ে যায়। এরপর প্রথমে ড্রাই রোল পরে পানি দিয়ে আবার রোলার দেওয়া হয়। এ সময়ও প্রকৌশলী এসে কাজ দেখে যান। এই ডব্লিউবিএম (Water Bound Macdam)-এর কাজ দেখে প্রকৌশলী অনুমোদন দিলে কার্পেটিং-এর কাজ শুরু হয় যা প্রায় ৩/৪ দিন লাগে। রাস্তার স্কিমে ৫-৬ বার টেস্ট করা হয় পণ্যের মান। প্রতি ধাপে টেস্টিং এ কমপক্ষে ২-৩ দিন সময় লাগে। তবে কোনো কোনো এলাকায় কাজের তুলনায় ল্যাবের ঘাটতির কারণে কখনও কখনও সময় বেশী লাগে। এলজিইডি'র নিয়মানুযায়ী, নির্মাণ সামগ্রী এলজিইডি'র জেলা কার্যালয়ের ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়, রড পরীক্ষার জন্য বুয়েটে/রুয়েটে পাঠানো হয়। প্রতিটি লেয়ার/ স্তরের কাজ সম্পন্ন হলে তারা তা পরীক্ষা করে যান এবং তারা কাজের মান নিয়ে সন্তুষ্ট হলে পরের লেয়ারের কাজ শুরু হয়, আর কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা ঠিকাদার যথাযথভাবে সম্পন্ন করে থাকেন। সকল অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে তদারকি প্রতিষ্ঠানের সাইট ভিজিট ও অনুমোদন দেওয়ার সময় ব্যতিত এক কি.মি. রাস্তার কাজ সম্পন্ন করতে প্রায় ৪০- ৫৩ দিন সময় লাগে (বিস্তারিতঃ সারণি ৩.৫)। এক কি.মি. ইট সোলিং-এর রাস্তার ক্ষেত্রে মাটি ড্রেসিং করতে ৫-৭ দিন; এরপর সোলিং দিয়ে ইটের লেয়ার দিয়ে ওপরে হালকা বালু ছড়িয়ে দিতে কমপক্ষে ১৮-২০ দিন লাগে। ব্রিজ বা কালভার্টের ক্ষেত্রে (৫০০ মিটার) আনুমানিক ৫০-৬০ দিন সময় লাগে। এক্ষেত্রেও পণ্য টেস্টিং একইভাবে করা হয়। ঢালাইসহ অন্যান্য ধাপের শুরুতে প্রকৌশলী মাঠ পর্যায়ে গিয়ে পণ্যের মানসহ কাজের তদারকি করে অনুমোদন দিয়ে থাকেন। যেকোনো ধরনের স্কিমের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের সাইট ভিজিট ও অনুমোদন দেওয়ার জন্য যে সময় লাগে তা মাঠে কাজ পরিদর্শনে আসার তাদের সুবিধাজনক সময়ের ওপর নির্ভর করে। একসাথে অনেকগুলো সাইটে কাজ চলার সময় তারা চলমান কাজের তালিকা অনুযায়ী সময়সূচি তৈরী করে স্কিম ভিজিট করে থাকেন।

সারণি ৩.৫: কাজের ধাপ অনুযায়ী রাস্তার স্কিম বাস্তবায়নের আনুমানিক সময় (সকল অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে)

ধাপ	রাস্তা (এক কি.মি.)
বক্স কাটিং	২-৩ দিন
বালি ভরাট	৭-৮ দিন
সাব বেইজ (৫০% বালু, ৫০% খোয়া)	১৫-১৬ দিন
রোলার দেওয়া (প্রথমে ড্রাই রোল পরে পানি দিয়ে)	৩-৪ দিন
কার্পেটিং	৩-৪ দিন
পণ্য টেস্টিং (৫-৬ বার)	২-৩ দিন (প্রতি বার) হিসাবে মোট ১০-১৮ দিন
মোট*	৪০- ৫৩ দিন

তথ্যসূত্র: মুখ্য তথ্যদাতাদের (ঠিকাদার) সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত। *তদারকি প্রতিষ্ঠানের সাইট ভিজিট ও অনুমোদনের সময় এখানে অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রস্তাবিত নকশা ও চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ বন্টনের সীমাবদ্ধতা: মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ বিবেচনায় ভৌগলিক অবস্থানভেদে সম্ভাব্যতা ও এলাকায় পরিকল্পিত নকশার উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে সংশোধন করার নির্দেশনা ও চর্চার ঘাটতি রয়েছে। পিচের বা ইট সোলিং এর রাস্তা বন্যাপ্রবণ, জলাবদ্ধ এলাকায় টেকসই হয় না। পুকুর/খাল পাড় বা জলাবদ্ধতা প্রবণ ফসলি জমির পাশের রাস্তা/ব্রিজের ক্ষেত্রে পাইলিং-এর জন্য অনেক সময় পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকে না, ফলে রাস্তা/ব্রিজ টেকসই হয় না। পার্বত্য এলাকাসহ নদীভাঙ্গনপ্রবণ অঞ্চলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বাস্তবায়িত রাস্তা, ব্রিজ/কালভার্ট প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ফলে এসকল এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশি প্রয়োজন থাকে। কিন্তু এই প্রকল্পে এসকল এলাকায় বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বিবেচিত হয় না।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত স্কিমের মান

গবেষণার এলাকায় নমুনা স্কিমসমূহের সম্পূর্ণ কাজের বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সার্বিকভাবে সম্পূর্ণ কাজ হয়েছে এমন স্কিমের হার ৭৭.৮ শতাংশ, কোনো কাজের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি ৪.৪ শতাংশ স্কিমের। প্রকল্প এক এ প্রকল্প দুইয়ের তুলনা বেশী স্কিমের কাজ বাস্তবায়নের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। (বিস্তারিত সারণি ৩.৬)। যে সকল স্কিমের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি তার মধ্যে সার্বিকভাবে রাস্তার স্কিম ১৮টি[৫৫], ব্রিজ/কালভার্ট স্কিম ১টি এবং একসাথে রাস্তা ও কালভার্ট/ড্রেন স্কিম ৭টি।

সারণি ৩.৬: মাঠ পর্যবেক্ষণে বাস্তবায়িত স্কিমের কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রকৃত অবস্থা (স্কিমের শতকরা হার)

কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রকৃত অবস্থা	আইআরআইডিপি ১ (n_1 = ৪৬৪)	আইআরআইডিপি ২ (n_2 = ১৬৪)	সার্বিক (n = ৬২৮)
সম্পূর্ণ কাজ হয়েছে	৭৬.৫	৮১.৭	৭৭.৮
আংশিক কাজ হয়েছে	১৮.৩	১৬.৫	১৭.৮
স্কিমের কোনো কাজ হয় নি	**৫.২**	**১.৮**	**৪.৪**

গবেষণার এলাকায় নমুনা স্কিমসমূহের কাজের মান নিয়ে মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ভাল কাজ হয় নি এমন স্কিমের হার আইআরডিপি ১ - এ ৩৪.৯ শতাংশ এবং আইআরডিপি ২ - এ ২৪.৭ শতাংশ[৫৬] যা সার্বিকভাবে ৩২.২ শতাংশ (বিস্তারিত সারণি ৩.৭)।

সারণি ৩.৭: মাঠ পর্যবেক্ষণে স্কিমসমূহের কাজের মান (স্কিমের শতকরা হার)

কাজের মান	আইআরআইডিপি ১ (n_1 = ৪৬৪)	আইআরআইডিপি ২ (n_2 = ১৬৪)	সার্বিক (n = ৬২৮)
ভাল	৩৪.৬	৪৩.৮	৩৭.০
মোটামুটি	২৯.৪	৩১.৫	৩০.০
ভাল নয়	**৩৫.৯**	**২৪.৭**	**৩৩.০**

[৫৫] পরিশিষ্ট ৫: নথিতে কাজ সম্পন্ন উল্লেখ থাকলেও কাজ হয়নি এমন স্কিমের ছবি।

[৫৬] পরিশিষ্ট ৬: অপেক্ষাকৃত নতুন রাস্তার স্কিমের মানের ছবি।

আইআরডিপি ১ - এর থেকে আইআরডিপি ২ - এ কাজের মান তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভাল হওয়ার ক্ষেত্রে এলাকার জনগণের সচেতনভাবে কাজ তদারকি, জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে পরবর্তী ভোটের জন্য কাজ দেখানোর প্রবণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রভাব ফেলেছে। উল্লেখ্য, মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের সময় নমুনায়িত স্কিমসমূহের মধ্যে আইআরআইডিপি এক - এর ২৪টি এবং আইআরআইডিপি দুই - এর ২টি স্কিমের অস্তিত্ব মাঠ পর্যায়ে পাওয়া যায় নি।

'আইআরডিপি - এক' এর অধিকাংশ কাজ এর সংস্কারের সময় হয়ে গেছে কারণ স্কিমগুলোর ডিজাইনে স্থায়িত্বকাল ধরা হয় সর্বোচ্চ ৪-৫ বছর। সাধারণত কাজ হওয়ার ৩/৪ বছর পর সংস্কারের প্রয়োজন কিন্তু বরাদ্দ না থাকলে সকল কাজের সংস্কার একবারে না হয়ে স্কিমের অবস্থা দেখে অগ্রাধিকার তালিকা করে করা হয়। 'আইআরডিপি - দুই' এর অধীনে কিছু কিছু এলাকায় এই অগ্রাধিকার তালিকার মাধ্যমে স্কিম সংস্কার করা হয়েছে। এলজিইডির আওতাধীন রাস্তা, কালভার্ট, ড্রেন - এর পরিমাণের তুলনায় বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়। ফলে অন্যান্য প্রকল্পের অধীনে সংস্কারযোগ্য স্কিমসমূহ তালিকাভুক্ত করে বরাদ্দের জন্য উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, কোনো কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাস্তা ভেঙ্গে গেলে সরকারি অন্য কোনো তহবিল থেকে সেটা সংস্কার করা হয়। পূর্বে বাস্তবায়িত স্কিমগুলো সংস্কারের প্রয়োজন থাকলেও পর্যাপ্ত তহবিল না থাকার কারণে সেগুলোর সংস্কার করা সম্ভব হয় না। কারণ স্কিমের সংস্কার কাজের থেকে নতুন স্কিম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ বেশি আসে।

সারণি ৩.৮: স্কিম সংস্কার (স্কিমের শতকরা হার)

স্কিম সংস্কার	আইআরআইডিপি ১ (n_1= ৪৬৪)	আইআরআইডিপি ২ (n_2= ১৬৪)	সার্বিক (n = ৬২৮)
সংস্কার করা হয়েছে	১৮.৩	৩.৭	১৪.৫
সংস্কার করা হয় নি	৮১.৭	৯৬.৩	৮৫.৫

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত স্কিমসমূহ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, আইআরআইডিপি ১ - এর ১৮.৩ শতাংশ এবং আইআরআইডিপি ২ - এর ৩.৭ শতাংশ স্কিম সংস্কার করা হয়েছে (বিস্তারিত সারণি ৩.৮)। যে সকল স্কিম এখনও সংস্কার হয় নি সেখানে আইআরআইডিপি ২ এর থেকে আইআরআইডিপি ১ এর বেশি সংখ্যক স্কিমের অবস্থা ভাল নয়, সংস্কার প্রয়োজন (বিস্তারিত সারণি ৩.৯) ।

সারণি ৩.৯: সংস্কার হয়নি এমন স্কিমের বর্তমান অবস্থা (স্কিমের শতকরা হার)

বর্তমান অবস্থা	আইআরডিপি ১ (n_1= ৩৭৯)	আইআরডিপি ২ (n_2= ১৫৮)	সার্বিক (n = ৫৩৭)
ভাল	৩৪.৪	৬৭.৭	৪৪.৬
মোটামুটি ব্যবহারযোগ্য	১২.৫	১৪.৮	১৩.২
ভাল নয়, সংস্কার প্রয়োজন	৫৩.১	১৭.৪	৪২.২

এলাকাবাসীর পর্যবেক্ষণে আইআরআইডিপি ২ প্রকল্পের কাজের মান প্রকল্প ১ এর থেকে কিছুটা ভাল ছিল। তারপরও আইআরআইডিপি ২ এর তুলনামূলকভাবে নতুন স্কিমগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (১৭.৪%) স্কিমের সংস্কার প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাব, মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার না করা, কর্তৃপক্ষের কার্যকর তদারকি ব্যবস্থার ঘাটতিসহ এলাকার উপযোগিতা অনুযায়ী রাস্তার নকশায় পরিবর্তন না করার ফলে অপেক্ষাকৃত এই নতুন স্কিমগুলোর অবস্থা ভাল নয়। এছাড়া, যে সকল স্কিম সংস্কার হয়েছে সেখানেও আইআরআইডিপি ১ এবং ২ উভয় প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্কিমের বর্তমান অবস্থা ভাল নয়, সংস্কার প্রয়োজন (বিস্তারিত সারণি ৩.১০)।

সারণি ৩.১০: সংস্কারকৃত স্কিমের বর্তমান অবস্থা (স্কিমের শতকরা হার)

বর্তমান অবস্থা	আইআরআইডিপি ১ (n_1 = ৮৫)	আইআরআইডিপি ২ (n_2 = ৬)	সার্বিক (n = ৯১)
ভাল	৬৮.৭	৫০	৬৭.৪
মোটামুটি ব্যবহারযোগ্য	১৮.১	৩৩.৩	১৯.১
ভাল নয়, সংস্কার প্রয়োজন	১৩.৩	১৬.৭	১৩.৫

একটি স্কিমের কাজে ট্যাক্স, কাজ শুরুর পর থেকে বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে বিভিন্ন ধাপে কমিশন, সাব কন্ট্রাক্টের কাজ নিয়ে মূল ঠিকাদারকে লভ্যাংশ দিয়ে ঠিকাদারকে কাজ শেষ করতে হয়। সবকিছুর পর ঠিকাদার মোটামুটি ১০% লাভ

রেখে কাজ বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেন। তখন ঠিকাদার নিজের লাভের নির্দিষ্ট হার বজায় রাখতে কাজের মান খারাপ করেন, পণ্যে ভেজাল দিয়ে বা পরিমাণে কম দিয়ে, মানসম্মত পণ্য ব্যবহার না করে কাজ শেষ করেন।

স্কিমের নকশায় পরিবর্তন করে অনেক ক্ষেত্রে কিছু এলাকায় প্রয়োজনীয় পাইলিং দিতে হয়, যা উল্লেখ করা হলেও বাজেট এবং ওয়ার্ক শিডিউল পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্কিম ডিজাইন পরিকল্পনার সময় এলজিইডি থেকে মাটির কাজের জন্য যে বাজেট ধরা হয় তা রাস্তার আয়তনের ক্ষেত্রে অপ্রতুল। ঠিকাদার এই বিষয়টি বুঝলেও বরাদ্দ বাজেটের বাইরে গিয়ে নিজের ব্যবসায়িক ক্ষতি করে মানসম্মত কাজ করতে চান না। এর ফলে রাস্তা যেখানে পুকুর/খাল পাড় বা জলাবদ্ধতা প্রবণ ফসলি জমির পাশ দিয়ে গেছে সেখান থেকে ভেঙে যায় এবং স্কিমের স্থায়িত্ব কমে যায়[৫৭]। আবার, রাস্তা নির্মাণের সময় মাটির গাথুনি ভাল না হলে বৃষ্টির পানিতে পিচ ধুয়ে নিয়ে যায়। তবে শিডিউলে মাটির জন্য আলাদা বরাদ্দ না থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিকাদার তার নিজের খরচেই সেটা করে দেন। আবার রাস্তার যখন বক্স কাটা হয় তখন যে মাটি উঠে সেটাও কাজে লাগিয়ে রাস্তা বাধাই করেন। ব্রিজ/কালভার্টের ক্ষেত্রে পাইলিং - এর জন্য অনেক ক্ষেত্রে বেশী খরচ হতে দেখলে ঠিকাদার বরাদ্দ বাজেটের অতিরিক্ত খরচ না করে মাটি/ বালির বস্তা দিয়ে কোনোরকম পাইলিং দিয়ে কাজ শেষ করেন। ফলে ব্রিজ/কালভার্টের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়। বন্যাপ্রবণ/ জলাবদ্ধ এলাকা, বাজার সংলগ্ন এলাকায় পিচ ঢালাইয়ের রাস্তা টেকসই হয় না। কিন্তু এলাকার ধরন ও স্কিমের অবস্থান অনুযায়ী সম্ভাব্যতা যাচাই না করার কারণে স্কিমের ভিন্নতা অনুযায়ী পৃথক নকশা করা হয় না এবং বরাদ্দও রাখা হয় না।[৫৮]

এছাড়াও রাস্তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার অন্যতম আরেকটি কারণ হল এসকল রাস্তায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে থ্রি-হুইলারসহ ভারী মালবাহী ট্রাক চলাচল[৫৯]। ফলে রাস্তার ধারণ ক্ষমতার বেশী ভারী যানবাহন চলায় রাস্তাগুলো টেকসই হয় না। প্রশাসন এক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রশাসন ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারী করলেও রাজনৈতিক প্রভাবের চাপে স্থায়ীভাবে সেই নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখতে পারেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয়রা সংসদ সদস্যের প্রভাব খাটিয়ে প্রশাসনের অনুমোদন নিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে এলাকাবাসীর সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এক - এর আওতায় একটি এলাকার কয়েকটি স্কিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়।

মাঠ পর্যায়ে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

প্রভাবশালী সিন্ডিকেট: ই-টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দরপত্র জমাদান পদ্ধতি সহজতর হয়েছে, বাক্স ছিনতাই বা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম না হলেও কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে সিন্ডিকেট এবং রাজনৈতিক প্রভাব এখনও বিদ্যমান। এলজিইডি'র প্রকৌশলী, অন্যান্য কর্মকর্তা, সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাদের পরিচিত ঠিকাদাররা দরপত্রের খবর পেয়ে যান। নিয়ম রক্ষা করার জন্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে ছাপা হওয়া এবং ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে রেজিস্টার্ড ঠিকাদারদের ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হয়। ঠিকাদাররা প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে দেশের যেকোনো এলাকা থেকে দরপত্র জমা দিতে পারেন, লটারিতে/ যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় অন্য এলাকার কোনো ঠিকাদার কাজ পেলেও অনেক ক্ষেত্রে কাজটা একটা লভ্যাংশের সমঝোতার ভিত্তিতে উক্ত এলাকার প্রভাবশালী ঠিকাদারদের কাছে বিক্রি করে দিতে হয়। একই এলাকার ঠিকাদারদের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো সময় এই ঘটনা ঘটে থাকে। অনেক ঠিকাদার রয়েছে যারা টেন্ডারে কাজ পাওয়ার পর ৫-১০% লাভে তুলনামূলকভাবে নতুন বা পরিচিত প্রভাবশালী ঠিকাদারদের কাছে বিক্রি করে দেন। এছাড়া টেন্ডারে অংশ নেওয়ার আগে থেকে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ঠিকাদাররা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগি করে নেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, কয়েকজন ঠিকাদার একত্র হয়ে একই মূল্যের দরপত্র অনলাইনের মাধ্যমে পূরণ করেন। অন্যান্য দরপত্রের মত এদের দরপত্রেও একই মূল্য উল্লেখ থাকায় দরপত্রসমূহ নির্বাহী প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে মূল্যায়ন কমিটি এলাকার সংসদ সদস্যের সুপারিশে তার পছন্দের ঠিকাদারদের দরপত্র বাছাই করেন।

রাজনৈতিক প্রভাব: সাধারণত এলজিইডি'র টেন্ডার প্রক্রিয়ায় এলটিএম পদ্ধতিতে তেমন কোনো চ্যালেঞ্জ দেখা না গেলেও ওটিএম পদ্ধতিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দেখা যায়। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রভাবশালীরা প্রভাব বিস্তার করেন। তবে এলটিএম পদ্ধতিতে তুলনামূলক নতুন ও কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদাররা অনেক সময় রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছাড়াও কাজ করার সুযোগ পান।

---

[৫৭] পরিশিষ্ট ৭: টেকসই পাইলিং ছাড়া রাস্তার স্কিমের ছবি।

[৫৮] মুখ্য তথ্যদাতার (জেলা ও উপজেলা এলজিইডি'র কর্মকর্তা, ঠিকাদার এবং এলাকাবাসী) সাক্ষাৎকার।

[৫৯] পরিশিষ্ট ৮: ভারী যানবাহন চলাচল করে এমন রাস্তার ছবি।

সেক্ষেত্রে এলাকার প্রভাবশালী ঠিকাদারদের সাথে তারা সুসম্পর্ক রেখে চলেন। সাধারণত রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা প্রায় সকল ঠিকাদারেরই থাকে, না হলে তারা এলাকায় ঠিকাদারি করতে পারবেন না। যে সকল ঠিকাদারেরা ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতির সাথে যুক্ত এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, টেন্ডারের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তাদের হাতের মুঠোয় থাকে। তাদের কাজ পেতে কোনো টাকা দেওয়া লাগে না। এলাকার ঠিকাদার বলে তারা একটা প্রভাব বজায় রাখতে চান। আবার, দরপত্র সঠিক নিয়মে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আহ্বান করা হলেও কোনো কোনো সংসদ সদস্য যাকে চান কাজটা সেই পেয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে যে সঠিক নিয়মে দরপত্র দিয়ে কাজটা পেয়েছিল তাকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে 'বিড মানি' দিয়ে কাজটা সেই পছন্দের ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়। কয়েকটি এলাকায় উপ-সহকারি প্রকৌশলীদের মন্তব্য, *'কিছু ক্ষেত্রে দরপত্র যেই পাক না কেন এমপি'র সুপারিশে কাজ অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে করাতে আমরা বাধ্য হই।'* সাধারণত ঠিকাদাররা কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন এলজিইডি প্রকৌশলী, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকে ও দলের তহবিলে দিয়ে থাকেন। এই সমঝোতা প্রক্রিয়ায় এলজিইডিও যুক্ত থাকে বলে কাজ তদারকি করে কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত হয়না; ঠিকাদার কাজ শেষ করে তবে অনেক ক্ষেত্রে কাজ মানসম্মত হয় না।

অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার ও কাজ বিক্রির চর্চা: অনেক ক্ষেত্রে এলাকার নতুন এবং কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদাররা তুলনামূলক বেশী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের লাইসেন্স ব্যবহার করে টেন্ডার জমা দেন। এক্ষেত্রে সম্পর্ক ও মৌখিক চুক্তির উপর নির্ভর করে পারস্পরিক লেনদেনের বিষয়টি নির্ধারিত হয়। কোনো কোনো ঠিকাদার তাদের লাইসেন্সের ভ্যাট ও লাইসেন্সের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য তাদের লাইসেন্স দিয়ে থাকেন নতুন ঠিকাদারকে কাজ পাওয়ার জন্য। কোনো কোনো এলাকায় বছরে ২০-২৫% কাজ বিক্রি (অবৈধভাবে সাব-কন্ট্রাক্ট) হয়ে থাকে। এ ধরনের বিক্রি হওয়া কাজে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন তারা নিজেদেরকে টেন্ডারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মী/ প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিয়ে কাজ সম্পন্ন করেন। তদারকি প্রতিষ্ঠান কাজ বিক্রির বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকেন। মাঠ পর্যায়ের যেকোনো পরামর্শ বা পর্যবেক্ষণ দরপত্রপ্রাপ্ত প্রকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হয়; তাদের নামেই বিল আসে, বিল উত্তোলন করা হয়। কিন্তু কাজ সম্পন্ন করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রভাবশালীর আত্মীয়, পরিচিত, দলীয় লোক। প্রাতিষ্ঠানিক নথিতে সাব-কন্ট্রাক্টের কোনো প্রমাণ রাখা হয় না।

ট্যাক্স ফাঁকি: পার্বত্য এলাকায় আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত ঠিকাদারদের ভ্যাট দিতে হয় না, ফলে ঐ এলাকার বাঙালি ঠিকাদারদের মধ্যে ভ্যাট ফাঁকি দেওয়ার জন্য তাদের লাইসেন্স ব্যবহার করে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যায়। উল্লেখ্য, খুব কম সংখ্যক (২০% - ৩০%) আদিবাসী ঠিকাদার নিজেরা সরাসরি কাজ করেন। এছাড়া আদিবাসী ঠিকাদাররা বাঙালি ঠিকাদারদের কাছে নির্দিষ্ট লভ্যাংশের বিনিময়ে কাজ বিক্রি করে দেন, ফলে এক্ষেত্রেও বাঙালি ঠিকাদার ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পান কারণ কাজের টেন্ডার, বিল সব নথি আদিবাসী ঠিকাদারের নামেই হয়।

ঠিকাদারের চ্যালেঞ্জ: টেন্ডারে যে ঠিকাদাররা কাজ পান না, তারা টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার সময় পে-অর্ডারের মাধ্যমে যে সিকিউরিটি মানি জমা রাখেন, সেই টাকা টেন্ডার সম্পন্ন হওয়ার প্রায় এক মাস পর (২৫-২৮ দিন) ফেরত পান। ফলে ঠিকাদারদের অনেক ভোগান্তি হয়। কারণ তারা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে কাজ করেন এবং তারা নিয়মিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন। ফলে এই টাকা আটকে থাকলে অর্থ সংকট তৈরি হয়।

মাঠ পর্যায়ে স্কিম বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

রাজনৈতিক প্রভাব: টেন্ডারে কাজ পাওয়ার পর বাস্তবায়ন করার জন্য কোন ঠিকাদার কাজটি করবে তা কোনো কোনো এলাকায় রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে জোর খাটানো হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতাপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়, আবার এলাকায় রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের কেউ যদি চাঁদা চায় তা অল্প টাকার মধ্যে সমাধান করার ব্যবস্থা করা হয়। সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি হিসেবে এলাকায় যারা থাকেন এবং স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের একাংশ ঠিকাদার ব্যবসার সাথে জড়িত এবং এলাকার যেকোনো কাজ তারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তাদের না জানিয়ে বা তাদের সম্পৃক্ত না করে এলাকায় কাজ তোলা কঠিন। ঠিকাদারদের কোনো না কোনোভাবে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা না থাকলে এলাকায় কাজ করতে পারেন না। তাই ঠিকাদারদের ক্ষমতাসীন দলের প্রতিনিধিদের সাথে সমঝোতা করে কাজ করতে হয়। স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের একাংশ তাদের থেকে রাস্তা তৈরির সামগ্রী যেমন ইট, বালি, সিমেন্ট নেওয়ার জন্য ঠিকাদারদের বাধ্য করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যারা টেন্ডার পায়নি, বা এলাকায় যাদের নির্মাণ সামগ্রীর দোকান আছে, তাদের কাছ থেকে নির্মাণসামগ্রী ক্রয় করতে ঠিকাদারকে চাপ দেওয়া হয়। ক্রয় না করলে কাজে বাধা প্রয়োগসহ ভয়ভীতি

দেখানো হয়। এ সকল ক্ষেত্রে নিম্নমানের উপকরণ, পরিমাণে কম উপকরণ নিয়ে ঠিকাদারদের বাধ্য হয়ে সমঝোতা করতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিকাদাররা দলীয় নেতা-কর্মী হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যও তাদের কাজ নিয়ে কিছু বলতে পারেন না।

অনেক সময় পূর্ণাঙ্গ কাজ না করে, মানসম্মত কাজ না করে বিল উত্তোলনের জন্য ঠিকাদার এলাকার রাজনৈতিক প্রভাবশালী, জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে তদবির করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোতে থাকার কারণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (ইউপি চেয়ারম্যান/ মেম্বার, পৌর মেয়র/ কাউন্সিলার ইত্যাদি) ঠিকাদার হিসেবে কাজ করার সময় তাদের একাংশের মধ্যে মানসম্মত কাজ না করার প্রবণতা দেখা যায়। তাদেরকে জবাবদিহি করানো বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়। কারণ তারা রাজনৈতিক পরিচয় ও প্রভাব খাটিয়ে বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ সম্পন্ন হওয়ার অনুমোদনসহ বিলের অর্থ ছাড় করাতে বাধ্য করেন। কাজের মান খারাপ হলেও সেখানে কর্তৃপক্ষ কাজ বন্ধ করতে পারেন না।

আঞ্চলিক গোষ্ঠীর প্রভাব: পার্বত্য এলাকায় বিশেষ আঞ্চলিক ক্ষমতাশালী সিন্ডিকেট (জনসংহতি সমিতি- জেএসএস, ইউপিডিএফ, জেএসএস সংস্কার, ইউপিডিএফ সংস্কার ইত্যাদি) ক্ষমতাবলে সকল উন্নয়ন কাজের একটি অংশ (৫%-১০%) ঠিকাদারদের থেকে আদায় করে থাকে। এই কমিশন না দিয়ে কোনো ঠিকাদার কাজ করতে পারেন না।

মানসম্মত সামগ্রী ব্যবহারের ঘাটতি: ঠিকাদাররা তাদের লভ্যাংশ বেশী করতে অনেক ক্ষেত্রে মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করেন না, পরিমাণের থেকে কম সামগ্রী ব্যবহার করেন। এমনকি টেন্ডার প্রস্তাবনায় উল্লেখিত পরিমাপের থেকে কখনও কখনও কম কাজ করার দৃষ্টান্তও দেখা যায়। মাঠ পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাস্তা নির্মাণে যে মানের ইট দেওয়ার উল্লেখ শিডিউলে থাকে তার চেয়ে নিম্নমানের ইট দিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়, এক নম্বর ইট ব্যবহার করা হয় না। রাস্তার সংস্কার কাজের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ পুরানো ইট পুরানো রাস্তায় ফিল্ডে বাস্তবে থাকে তার থেকে বেশী এলজিইডি থেকে দেখানো হয়। এতে ঠিকাদারকে ঐ পরিমাণ ইটের টাকা কেটে রাখা হয়, আবার বাস্তবে ঐ ইট না থাকায় কাজের সময় ঠিকাদারকে সেই পরিমাণ নতুন ইট বাবদ খরচ করতে হয় যার দাম পুরানো ইটের থেকে বেশী। ফলে তিনি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। ক্ষতি কমাতে ইটের মান খারাপ দেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে। বালুও ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী দেওয়া হয় না। বালুর ক্ষেত্রেও মান খারাপ দিয়ে খরচ কমিয়ে ঠিকাদার লাভের পরিমাণ ঠিক রাখার চেষ্টা করেন। রাস্তায় পিচের লেয়ারের পরিমাণ যা হওয়ার কথা সেভাবে না দিয়ে কম পরিমাণ দেওয়া হয়, আবার কোথাও কোথাও রাস্তায় কার্পেটিং করার পূর্বে পিচের একটি প্রলেপ দেওয়া হয়। সেখানে পিচ না দিয়ে পিচের সাথে কেরোসিন দেওয়া হয়। যার কারণে রাস্তায় কার্পেটিং করার পরই সেটা নষ্ট হয়ে যায়। বিটুমিনের সাথে পোড়া মবিল মিশিয়ে ঢালাই দেওয়া হয় খরচ কমাতে যা খুব তাড়াতড়ি নষ্ট হয়ে যায়। বিটুমিনের ক্ষেত্রে 'বাংলা বিটুমিন' মানে সরকার যেটা আমদানি করে থাকে সেটা একটি সিন্ডিকেটের (স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালী. ডিলার, স্থানীয় বিক্রেতা ইত্যাদি) কাছে জিম্মি থাকে, তার জন্য বিটুমিনের নির্ধারিত দামের থেকে বেশি দরে ক্রয় করতে হয়। কিন্তু কাজে বাংলা বিটুমিন বেশির ভাগ সময়ই ব্যবহার করা হয় না। কারণ এটা যেমন দামি, তেমন সিন্ডিকেট ডিঙ্গিয়ে পাওয়াও ঝামেলার কাজ। কম বাজেটের কাজে লাভ কম, ঠিকাদার তাই ফাকি দেন, মানসম্মত উপকরণ ব্যবহার করেন না। কখনও কখনও (ছোট ব্রিজের ক্ষেত্রে) আরসিসি ঢালাই দিয়ে পুরো পিলার না করে একাংশ ইটের গাঁথুনি দিয়ে ওপরে সিমেন্ট দিয়ে প্লাস্টার করে পিলার করা হয় যা টেকসই হয় না। অনেক ক্ষেত্রে মানসম্মত রড ব্যবহার করা হয় না বা পরিমাণে কম রড ব্যবহার করেও কাজ করা হয়।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি পদ্ধতি

এ সকল স্কিমের কাজের মান নিয়ে এলজিইডির জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে এলাকার জনগণ, সাংবাদিক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে মৌখিক অভিযোগ আসে, লিখিত অভিযোগ করার প্রবণতা দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে এলাকার সংসদ সদস্যের কাছে সরাসরি অভিযোগ করা হয়, তখন সংসদ সদস্য জেলা/উপজেলা এলজিইডি'র প্রকৌশলীদের সাথে যোগাযোগ করেন, অভিযোগ তদন্ত করে নিস্পত্তি করতে বলেন। অভিযোগ পাওয়া গেলে স্থানীয় পর্যায়ে স্কিম বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে মূলত উপজেলা কার্যালয় থেকেই নিষ্পত্তি করা হয়। অভিযোগ পাওয়া গেলে তার বিস্তারিত জানার জন্য টিম গঠন করে ইঞ্জিনিয়ারসহ মাঠ সহকারিরা সেখানে পরিদর্শনে যান, ঠিকাদার কেন কাজ করছে না সেটা জানার জন্য ঠিকাদারের সাথেও যোগাযোগ করা হয়।

সারণি ৩.১২: স্কিম বাস্তবায়নকালীন কাজের মান সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন (স্কিমের শতকরা হার)

অভিযোগ উত্থাপন	আইআরআইডিপি ১ (n_1 = ৪৬৪)	আইআরআইডিপি ২ (n_1 = ১৬৪)	সার্বিক (n = ৬২৮)
অভিযোগ ছিল, জানানো হয়েছে	১৯	১৮.৩	১৮.৮
অভিযোগ ছিল, জানানো হয় নি	৭৬.৩	৮০.৫	৭৭.৬
অভিযোগ ছিল না	৪.৭	১.২	৩.৫

নমুনা স্কিমসমূহে কাজ চলাকালীন এলাকাবাসীর অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উভয় প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বেশিরভাগ স্কিমে (আইআরআইডিপি ১ - এ ৭৬.৩% এবং আইআরআইডিপি ২ - এ ৮০.৫%) সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পর্কে এলাকাবাসীর অভিযোগ থাকলেও তা তারা উত্থাপন করেন নি (বিস্তারিত সারণি ৩.১২)। অভিযোগ না জানানোর কারণ হিসেবে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অভিযোগ দিলে তা নিষ্পত্তি হয় না, বরং তাদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়, ফলে তারা অভিযোগ নিয়ে যান না। যে সকল ঠিকাদার কাজ করেন তারা সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের আত্মীয়/পরিচিত/দলের লোক। তাই সাধারণ মানুষ ভয়ে কোনো অভিযোগ করে না বা আগ্রহী হয় না। কোথাও কোথাও এলাকাবাসীরা কোনো প্রতিবাদ বা সরাসরি অভিযোগ করলে তাদেরকে হুমকি দেওয়া হয়। ফলে তারাও চুপ হয়ে যায়।[৬৩] কিছু কিছু এলাকায় কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুললে এলজিইডি'র প্রকৌশলীরা/ মাঠ সহকারিরা 'কারিগরি বিষয় সাধারণ লোকেরা বুঝবেন না' - এমন বলে সবাইকে চুপ করিয়ে দেন।

সারণি ৩.১৩: স্কিম বাস্তবায়নকালীন কাজের মান সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণকারির ধরন (স্কিমের শতকরা হার) * একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

অভিযোগ গ্রহণকারির ধরন	আইআরআইডিপি ১	আইআরআইডিপি ২	সার্বিক
এলজিইডি প্রকৌশলী/ কার্য-সহকারী	৪২.৪	৩৩.৩	৪০
ঠিকাদার	৩২.৯	৩৬.৭	৩৩.৯
ইউপি/উপজেলা/পৌর চেয়ারম্যান, ইউপি মেম্বার, ওয়ার্ড কমিশনার	৩০.৬	২৬.৭	২৯.৬
সংসদ সদস্য	৩.৫	৩.৩	৩.৫
অন্যান্য (এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি/ এলাকার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী)	১৬.৫	১৩.৩	১৫.৭

যে সকল স্কিম সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী স্কিম বাস্তবায়নকালীন কাজের মান নিয়ে অভিযোগ করেছেন তাদের মধ্যে সার্বিকভাবে ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে তারা এলজিইডি প্রকৌশলী/ কার্য-সহকারীর কাছে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। কোনো কোনো এলাকায় সংসদ সদস্যদের কাছে জনগণের সরাসরি অভিযোগ দেওয়ার সুযোগ থাকে না। তারপরও কোনো কোনো (সার্বিকভাবে ৩.৫%) ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে সুযোগ পেলে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যকে অভিযোগ জানিয়েছেন। এছাড়াও ঠিকাদার, ইউপি/উপজেলা/পৌর চেয়ারম্যান, ইউপি মেম্বার, ওয়ার্ড কমিশনার এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি/ এলাকার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদেরকে এলাকাবাসী অভিযোগ জানিয়েছেন। (বিস্তারিত সারণি ৩.১৩)

সারণি ৩.১৪: কাজ চলাকালীন কাজের মান সম্পর্কে অভিযোগের ভিত্তিতে দৃশ্যমান পরিবর্তন (স্কিমের শতকরা হার)

অভিযোগের ভিত্তিতে পরিবর্তন	আইআরআইডিপি ১ (n_1 = ৮৭)	আইআরআইডিপি ২ (n_2 = ৩০)	সার্বিক (n = ১১৭)
কাজের মানের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে	১৭.২	৪৩.৩	২৩.৯
কাজের মানের ইতিবাচক পরিবর্তন হয় নি	৮২.৮	৫৬.৭	৭৬.১

যে সকল স্কিমের কাজ সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, তার মধ্যে আইআরআইডিপি ১ - এর ১৭.২ শতাংশ এবং আইআরআইডিপি ২ - এর ৪৩.৩ শতাংশ স্কিমের কাজের মান সংশোধন করে ভাল করা হলেও উভয় প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য হারের স্কিমের কাজের মানের কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায় নি (বিস্তারিত সারণি ৩.১৪)। কারণ দরপত্র প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই ঠিকাদারের সাথে এলজিইডি, জনপ্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের মধ্যে আর্থিক যোগসূত্র তৈরি না হলে ঠিকাদারকে কাজ চলাকালীন বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। ফলে এলাকাবাসী এলজিইডি, জনপ্রতিনিধি বা রাজনৈতিক প্রভাবশালী যাকেই

[৬৩] এলাকাবাসীর সাথে দলীয় আলোচনা ও সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাতকার।

অভিযোগ দেন তা তাঁরা আমলে নেন না। এই সুযোগ নিয়ে ঠিকাদার প্রকৌশলীকে খুশি রেখে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে খুব সহজেই কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এখানে কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তারাও জড়িত থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিকাদাররা জনপ্রতিনিধিদের পরিচিত, আত্মীয়, দলের লোক বলে এবং কোথাও কোথাও জনপ্রতিনিধি আর্থিকভাবে একটা অংশ কমিশন হিসেবে পান বলে ঠিকাদারকে জবাবদিহির আওতায় আনেন না।[৬১] উল্লেখ্য, কোনো কোনো এলাকায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদেরও অভিমত, "এলাকায় উন্নয়ন কাজ হচ্ছে, কারা করছে তা সকলেই জানে। কমিশন দিয়ে কাজ করে। কেউ অভিযোগ দিয়ে কোন লাভ হবে না, তাই কেউ কথাও বলে না।"

তথ্যের উন্মুক্ততা

এই পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে স্কিম বাস্তবায়ন এলাকায় স্কিম সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের বোর্ডের জন্য কোনো পৃথক বরাদ্দ থাকে না এবং প্রতিটি স্কিমের বাজেটও কম থাকে। এই অজুহাতে ঠিকাদাররা কাজ চলাকালীন কোনো স্কিমের ক্ষেত্রে তথ্য বোর্ড টানান না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকার প্রাপ্ত তথ্যেও স্কিমসমূহের কাজ চলাকালীন কোনো তথ্য বোর্ডের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। কোন কাজের বাজেটে কোন খাতে কত বরাদ্দ ধরা হয়েছে, কোন ধরণের ও কি পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করা হবে তার কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। কারণ এলজিইডি কার্যালয় থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করা জনগণ, সাংবাদিকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার কোনো কোনো এলাকায় রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ভয়ে তারা কিছু জানতেও আগ্রহী হন না। অধিকাংশ এলাকায় এলজিইডি'র কার্যালয় থেকে বা সংসদ সদস্য বা সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরাও অধিবাসীদের স্কিমের কাজের বিবরণ (পরিমাপ, উপকরণের মান, কাজ সম্পন্ন হওয়ার সময়, ঠিকাদারের তথ্য ইত্যাদি) সম্পর্কে জানান না। কাজ শুরু হওয়ার পর এলাকার জনগণ জানেন যে কাজ হচ্ছে।

গবেষণা দল তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করে কেন্দ্রীয় এলজিইডি থেকে গবেষণার আওতাভুক্ত এলাকাসমূহের নমুনা স্কিমের বাস্তবায়ন অবস্থা লিখিতভাবে পেলেও এই প্রকল্প দুইটির প্রস্তাবনার অনুলিপি পায় নি। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালীন এলজিইডি'র স্থানীয় কার্যালয় থেকে স্কিমের বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার জন্য গবেষণা দল তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করলেও অনেক ক্ষেত্রে তা এলজিইডি থেকে তা পাওয়া যায় নি (বিস্তারিত সারণি ৩.১১)। এক্ষেত্রে, স্কিম সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ অনেক পুরনো হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে সংরক্ষিত পাওয়া যায় নি এবং সময়সাপেক্ষ হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নথি খুঁজে বের করা সম্ভব হয় নি; প্রকল্প দুই এর কিছু স্কিমের বাস্তবায়ন পরবর্তী এক বছর অতিবাহিত না হওয়ায় জামানত প্রাপ্তির অনুমোদনের অনুলিপি পাওয়া যায় নি।

সারণি ৩.১১: তথ্য অধিকার আইনে আবেদনকৃত গবেষণার নমুনা স্কিম সম্পর্কিত নথি প্রাপ্তি (স্কিমের শতকরা হার)

স্কিম সম্পর্কিত নথি	আইআরআইডিপি ১ (n_1 = ৪৬৪)	আইআরআইডিপি ২ (n_2 = ১৬৪)
কাজ সমাপ্তি প্রতিবেদনের অনুলিপি	৬৮.৫	৭৯.৩
জামানত প্রাপ্তির অনুমোদন পত্রের অনুলিপি	৭০.৫	৫৬.৭
দরপত্র আহ্বানের অনুলিপি	৫১.৫	৭০.১

স্কিম সংশ্লিষ্ট এলাকায় কাজ চলাকালীন কোনো তথ্যবোর্ড না থাকায় মানুষের পক্ষে অনিয়ম ধরা সহজ হয় না। রাস্তায় নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে নাকি যতটুকু দরকার তার থেকে কম ব্যবহৃত হচ্ছে সে সম্পর্কে তদারকি করার সুযোগ থাকে না। এই প্রকল্পের আওতায় অনেক স্কিম এতটা প্রান্তিক এবং দূর্গম এলাকায় যে সেখানের অধিবাসীরা স্কিম সম্পর্কিত তথ্য জানা যে তাদের অধিকার এই বিষয়টি সম্পর্কেও জানেন না। ফলে তথ্য বোর্ড না থাকলেও তারা বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের কাছে কিছু জানতেও চান না। 'মাটির রাস্তা পাকা হচ্ছে', 'কালভার্ট হচ্ছে - যাতায়াতে নৌকা ব্যবহার করতে হবে না' - এতেই তারা সন্তুষ্ট। কিন্তু কাজের মান খারাপ হলে এই স্থাপনাগুলো টেকসই হবে না, পুনরায় তাদের যাতায়াতের সমস্যা হবে - এ বিষয়গুলো বিবেচনা করেন না।

এই প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা ও নির্দেশিকাসহ স্কিম নির্বাচন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যায়ে পদ্ধতিগত কাঠামো এবং এলাকার চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ বন্টনের পূর্বশর্তসহ কাজের অগ্রগতি, বরাদ্দ, সময়সীমা ও সার্বিক প্রতিবেদন জনগণের কাছে উন্মুক্ত করার জন্য কোনো ওয়েবসাইট বা প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফরম নেই। ফলে জনগণের পক্ষে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিস্তারিত তথ্য জানা এবং সে অনুযায়ী জনপ্রতিনিধিসহ কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করা সম্ভব হয় না।

[৬১] এলাকাবাসীর সাথে দলীয় আলোচনা ও সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাতকার।

উপসংহার

সার্বিকভাবে, এই পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। সীমাবদ্ধতাগুলোকে উত্তরণের জন্য এই অনিয়ম-দুর্নীতি একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দৃশ্যমান। ডিজিটাইজেশন পদ্ধতিও অনিয়ম-দুর্নীতিকে প্রতিরোধ বা হ্রাস করতে পারেনি। শুধু ধরন পরিবর্তিত হয়েছে। তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার প্রভাব, অভিযোগ ব্যবস্থার কার্যকরতার ঘাটতি ইত্যাদি কারণে উন্নয়ন কাজের ফলে জনগণের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তনের টেকসইকরণ ব্যহত হচ্ছে। পরবর্তী অধ্যায়ে টেকসই উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে প্রকল্প মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাসহ অনিয়মের সার্বিক চিত্র ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের বাস্তবতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় চারঃ পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ

অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের স্কিমসমূহের বাস্তবায়নকালীন পরিবীক্ষণ এবং সামগ্রীক মূল্যায়নে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে চলমান প্রকল্পের টেকসইকরণ এবং ভবিষ্যত প্রকল্পের কার্যকর পরিকল্পনা। এই অধ্যায়ে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের স্কিম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এবং সার্বিক প্রক্রিয়ায় শুদ্ধাচার চর্চার বাস্তবতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

কাজ চলাকালীন স্কিম তদারকি ও পরিবীক্ষণ

উপজেলা এলজিইডি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্য-সহকারীরা স্কিমের কাজ চলাকালীন মাঠ পর্যায়ে তদারকি করে থাকেন। মাঝে মাঝে উপজেলা/ জেলা থেকে অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও যান। এলজিইডি'র প্রকৌশলী, মাঠ সহকারী নিয়মিত আসার নিয়ম থাকলেও অনেক এলাকায় দেখা যায়, তদারকি করতে তারা নিয়মিত আসেন না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত স্কিমমূহের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আইআরআইডিপি এক প্রকল্পে প্রায় ৭৪ শতাংশ স্কিমে এবং আইআরআইডিপি দুই - এ প্রায় ৮২ শতাংশ স্কিমে কাজ চলাকালীন তদারকি করতে কেউ এসেছেন (বিস্তারিত সারণি ৪.১)।

সারণি ৪.১: কাজ চলাকালীন স্কিম তদারকি (স্কিমের শতকরা হার)

স্কিম তদারকি	আইআরআইডিপি ১ (n_1 = ৪৬৪)	আইআরআইডিপি ২ (n_2 = ১৬৪)	সার্বিক (n = ৬২৮)
তদারকি করেছে	৭৩.৬	৮২.৩	৭৬.২
তদারকি করে নাই	২৪	১৬.৫	২২.১
এলাকাবাসীর জানা নেই	২.৪	১.২	১.৮

কাজ চলাকালীন যে সকল স্কিমে তদারকি হয়েছে সেখানে উভয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি (আইআরআইডিপি ১ - এ ৭০.৮% এবং আইআরআইডিপি ২ - এ ৬৮.১%) এলজিইডি প্রকৌশলীরা কাজ তদারকিতে এসেছেন। এছাড়া, এলজিইডি'র পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরাও কাজ তদারকি করতে আসেন (বিস্তারিত সারণি ৪.২)। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত স্কিমসমূহের কাজের শুরুতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং কাজ শেষে উদ্বোধন করতে সংসদ সদস্য আসলেও কাজ চলাকালীন মাঠ পর্যায়ে গিয়ে তাদেরকে কাজ তদারকি করতে দেখা যায় নি।

সারণি ৪.২: কাজ চলাকালীন স্কিম তদারককারিদের ধরন (স্কিমের শতকরা হার) * একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

তদারকিকারিদের ধরন	আইআরআইডিপি ১	আইআরআইডিপি ২	সার্বিক
এলজিইডি প্রকৌশলী	৭০.৮	৬৮.১	৭০.০
ওয়ার্ক এ্যাসিসট্যান্ট/ কার্য-সহকারী	১৫.৯	২০	১৭.১
ইউপি/উপজেলা/পৌর চেয়ারম্যান, ইউপি মেম্বার, ওয়ার্ড কমিশনার	১৩.৬	১১.৯	১৩.১
পরিচয় জানা যায় নি	১১.৮	১২.৬	১২.০

এলজিইডি থেকে যারা তদারকি করতে মাঠে আসেন তারা ওয়ার্ক অর্ডার বইয়ে কাজের সম্পর্কে তাদের পর্যবেক্ষণ, মতামত এখানে লিখে রাখবেন এবং পরে সেই অনুযায়ী কাজ হয়েছে কি না তা পরবর্তী তদারকি দল বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসে দেখবেন। কাজ শেষে এই বইটি এলজিইডি কার্যালয়ে সংরক্ষণের জন্য জমা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। ঠিকাদরদের কাজে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এই পদ্ধতিটি থাকলেও মাঠ পর্যায়ে এই চর্চার ঘাটতি রয়েছে। লিখিত পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠান এবং ঠিকাদারদের মধ্যে কার্যকর উদ্যোগ ও আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে।[৬২]

[৬২] জেলা এলজিইডি কার্যালয়ে রক্ষিত বাস্তবায়িত স্কিমের সংশ্লিষ্ট নথি পর্যবেক্ষণ এবং ঠিকাদার ও মাঠ পর্যবেক্ষণকারি এলজিইডি'র মাঠ সহকারিদের সাক্ষাৎকার।

তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্যায়ন ও মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা

এলজিইডি কার্যালয়, পরিকল্পনা কমিশনের আইএমইডি (মূল্যায়ন ও নিরীক্ষণ বিভাগ) থেকে প্রথম[৬৩] ও দ্বিতীয় পর্যায়ে[৬৪] বাস্তবায়িত প্রকল্পের সার্বিক কোনো মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় নাই। যদিও আইআরআইডিপি ১ এবং ২ প্রকল্পের কিছু এলাকা থেকে নমুনা স্কিম পর্যবেক্ষণ করে আইএমইডি'র পক্ষ থেকে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হয়েছিল[৬৫]। স্থানীয় পর্যায় থেকে স্কিম সম্পন্ন হওয়ার কোন বিস্তারিত প্রতিবেদন হয় না। শুধুমাত্র completion certificate প্রদান করা হয়। স্কিম বাস্তবায়ন শেষে সনদপত্র দেওয়া হয়, তবে এতে কাজের মানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকে। কার্য-সহকারি স্কিমের কাজ শেষ হলে তখনকার অবস্থা দেখে সংক্ষিপ্তভাবে ফরমে লিখে দেন কাজ ঠিকমতো হয়েছে কিনা। তারপর উপজেলা কার্যালয় থেকে তার বিলের জন্য সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে ঠিকাদার জেলা এলজিইডি থেকে বিল উত্তোলন করেন।

সারণি ৪.৩: স্কিমের কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রকৃত অবস্থা ও কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনের মন্তব্য (স্কিমের শতকরা হার)

স্কিমের কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রকৃত অবস্থা	কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ: কাজের মান সন্তোষজনক		
	আইআরআইডিপি ১ (n = ২৮৪)	আইআরআইডিপি ২ (n = ১২০)	সার্বিক (n = ৪০৪)
সম্পূর্ণ কাজ হয়েছে	৭১.১	৮০.৮	৭৪.০
আংশিক কাজ হয়েছে	২৩.৬	১৬.৭	২১.৫
কোনো কাজ হয় নি	**৫.৩**	**২.৫**	**৪.৫**

কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনে এবং জামানতের অর্থ প্রাপ্তির জন্য ঠিকাদার কাজ সম্পন্ন হওয়ার এক বছর পর আবেদন করলে সেখানেও স্কিমের তৎকালীন অবস্থা কেমন আছে এটা লিখে যথাক্রমে বিলের অর্থ ও জামানত ছাড় দেওয়া হয়। এ সকল নথিতে বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষণে কোনো ঘাটতি দেখা যায় না; কিন্তু বাস্তবে মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের সাথে নথিতে লিখিত পর্যবেক্ষণের অসামঞ্জস্য পাওয়া যায় (বিস্তারিত সারণি ৪.৩ ও ৪.৪)।

সারণি ৪.৪: স্কিমের কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রকৃত অবস্থা ও জামানত প্রাপ্তির অনুমোদন প্রতিবেদনের মন্তব্য (স্কিমের শতকরা হার)

স্কিমের কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রকৃত অবস্থা	জামানত প্রাপ্তির অনুমোদন প্রতিবেদনে উল্লেখ: কাজের মান সন্তোষজনক		
	আইআরআইডিপি ১ (n = ৩২২)	আইআরআইডিপি ২ (n = ৯৩)	সার্বিক (n = ৪১৫)
সম্পূর্ণ কাজ হয়েছে	৭৩.০	৮৭.১	৭৬.১
আংশিক কাজ হয়েছে	২২.০	৯.৭	১৯.৩
কোনো কাজ হয় নি	**৫.০**	**৩.২**	**৪.৬**

অনেক ঠিকাদার আছে যারা একেবারে কোন কাজ না করে বিল তোলার জন্য চাপ সৃষ্টি করে তখন তাদের কাজ বাতিল করে নতুন করে টেন্ডার হয়। কিছু কিছু এলাকায় কাজের মান খারাপ করে ঠিকাদার বিল তুলতে আসলে তখন তাকে বিল দেওয়া হয় না, প্রকল্প পরিচালককে জানানো হয়, সেখান থেকে পরিদর্শন হয় এবং কাজ এক বছর দেখা হয় যদি কাজ ভাল থাকে তবে জামানত এবং বিল দুটোই দেওয়া হয়। এই চর্চা কোনো কোনো এলাকায় হলেও সবাই এটা অনুসরণ করেন না। গবেষণার নমুনা স্কিমসমূহ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনে কাজের মান সন্তোষজনক উল্লেখ থাকলেও উভয় প্রকল্পের ক্ষেত্রেই একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ স্কিমের কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয় নি এবং কোনো কোনো স্কিমের কোনো কাজও হয় নি (বিস্তারিত সারণি ৪.৩)। এমনকি এক বছর পর কাজ শেষ না করেও ঠিকাদাররা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে জামানতের টাকাও নিয়ে গেছেন (বিস্তারিত সারণি ৪.৪) ।

স্কিম বাস্তবায়নকালীন কাজের মান এবং এলজিইডি'র কাজ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণের সাথেও অসামঞ্জস্য দেখা যায়। কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনে কাজের মান সন্তোষজনক উল্লেখ করা হলেও মাঠ পর্যবেক্ষণে আইআরআইডিপি এক - এর ৩২.১ শতাংশ স্কিমে এবং আইআরআইডিপি দুই - এর ২২ শতাংশ স্কিমের কাজের মান ভাল ছিল না। (বিস্তারিত সারণি ৪.৫)

---

[৬৩] উল্লেখ্য প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পে (আইআরআইডিপি ১) ৩০০টি আসনে মোট ১১,৩৯৫টি স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়।

[৬৪] আইআরআইডিপি ২ প্রকল্পের কাজ তথ্য সংগ্রহকালীন চলমান ছিল।

[৬৫] আইআরআইডিপি ১ এর ক্ষেত্রে নভেম্বর ২০১৬ সালে এবং আইআরআইডিপি ২ এর ক্ষেত্রে মে ২০১৯ সালে।

সারণি ৪.৫: স্কিমের কাজের মান ও কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনের মন্তব্য (স্কিমের শতকরা হার)

স্কিমের কাজের মান	কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ: কাজের মান সন্তোষজনক		
	আইআরআইডিপি ১ (n = ২৮৪)	আইআরআইডিপি ২ (n = ১১৮)	সার্বিক (n = ৪০২)
ভাল	৪০.৮	৪৪.১	৪১.৮
মোটামুটি	২৬.৪	৩৩.৯	২৮.৬
ভাল নয়	**৩২.৭**	**২২.০**	**২৯.৬**

কাজ সমাপ্ত হওয়ার এক বছর পর ঠিকাদারের জামানতের টাকা উত্তলনের আবেদন পত্রেও কাজের মান সন্তোষজনক উল্লেখ থাকলেও উভয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য হারের স্কিমের কাজের মান ভাল ছিল না। (বিস্তারিত সারণি ৪.৬)

সারণি ৪.৬: স্কিমের কাজের মান ও জামানত প্রাপ্তির অনুমোদন প্রতিবেদনের মন্তব্য (স্কিমের শতকরা হার)

স্কিমের কাজের মান	জামানত প্রাপ্তির অনুমোদন প্রতিবেদনে উল্লেখ: কাজের মান সন্তোষজনক		
	আইআরআইডিপি ১ (n = ৩২২)	আইআরআইডিপি ২ (n = ৯১)	সার্বিক (n = ৪১৩)
ভাল	৩৯.৪	৪৯.৫	৪১.৬
মোটামুটি	২৭.৩	২৭.৫	২৭.৪
ভাল নয়	**৩২.২**	**২৩.০**	**৩১.০**

স্কিমের কাজ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার অকার্যকরতার কারণসমূহ

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সদিচ্ছার ঘাটতি: একটি উপজেলার অধীনে একই সাথে বিভিন্ন প্রকল্পের অনেকগুলো স্কিমের কাজ চলে, স্কিমগুলো বিভিন্ন এলাকায় বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা অফিস থেকে কোনো কাজ শুরু থেকে কয়েকটি পর্যায়ে মাঠে কাজ পর্যবেক্ষণ করার নিয়ম। পর্যায়গুলো হল - পণ্য টেস্ট করা, বক্স কাটার সময়, বালু ভরাট করা, বালু ও খোয়ার লেয়ার দেওয়া, পীচ ঢালাই দেওয়া, চূড়ান্ত ল্যাব টেস্ট। কিন্তু উপজেলা এলজিইডিতে ইঞ্জিনিয়ারসহ মাঠ পরিদর্শনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্য-সহকারি সেই অনুপাতে কম থাকায় তারা প্রতিদিন এলাকার অবস্থান অনুযায়ী তালিকা করে পরিদর্শনে যান। সেক্ষেত্রে সকল স্কিমসমূহে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে যাওয়া সম্ভব হয় না। আবার দূর্গম এলাকায় (চর, পাহাড় ইত্যাদি) সময় বেশী লাগে বলে সেগুলোতে সমতল এলাকার মত একই পরিমাণে পরিদর্শনে তারা যেতে পারেন না।[৬৬] উপজেলার পাশাপাশি জেলা এলজিইডি থেকেও কর্মকর্তারা আসেন তদারকি করতে। লোকবলের অপর্যাপ্ততার কারণে জেলা এলজিইজি'র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল স্কিমের প্রতিটি পর্যায়ে তদারকি করার সুযোগ হয় না।[৬৭] আবার, দূর্গম এলাকায় বিশেষ করে, পার্বত্য এলাকা, চর এলাকায় নিয়মিত তদারকি করতে যাওয়ার মত পর্যাপ্ত যানবাহন সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিরা যখন স্কিম পরিদর্শনে যান এলাকাবাসীর সাথে সবসময় তাদের যোগাযোগ হয় না বা করেনও না, অনেক ক্ষেত্রে এলাকাবাসী তাদের পরিচয়ও জানেন না।

এই প্রকল্প মূল্যায়নের সুনির্দিষ্ট আইনগত নির্দেশনার ঘাটতি রয়েছে। যেকোনো উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনের আইএমইডি (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ) কর্তৃক মূল্যায়ন করার বিধান থাকলেও এই প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করা হয় নি। উপরন্তু রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত এই উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষণীয়[৬৮]। ফলে দুইটি প্রকল্প সম্পন্ন হয়ে আরও একটি নতুন প্রকল্প পরিকল্পনার কাজ শুরু হলেও প্রকল্পের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রকল্পের চ্যালেঞ্জসহ উত্তরণের উপায়সমূহ প্রতিফলনের সুযোগের ঘাটতি রয়ে গেছে।

রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা: স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা (ইউপি/উপজেলা/পৌর চেয়ারম্যান, ইউপি মেম্বার, ওয়ার্ড কমিশনার ইত্যাদি) তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকায় সবাই একইভাবে পরিদর্শনে যান না, কোথাও কোথাও তারা নিজেরা বা তাদের দলের কর্মী/ পরিচিত/অত্মীয়রা কাজগুলো

[৬৬] উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী ও কার্য-সহকারির সাক্ষাৎকার।
[৬৭] জেলা এলজিইডি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর সাক্ষাৎকার।
[৬৮] মুখ্য তথ্যদাতার (পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা) সাক্ষাৎকার।

করলে তদারকির ঘাটতি দেখা যায়। কোথাও কোথাও দলীয় নেতা-কর্মী/আত্মীয়-পরিচিত ঠিকাদার হিসেবে কাজ করলে কাজের মান বা অগ্রগতি নিয়ে অভিযোগ এলেও সংসদ সদস্যগণ তার সমাধান করতে তাদেরকে জবাবদিহির আওতায় আনেন না। পারস্পরিক সুবিধা সম্পর্কে উভয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হন এবং ভোটের সময় এবং ক্ষমতাসীন থাকাকালীন এদের মাধ্যমেই এলাকার নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়। আবার কোনো কোনো সদস্য স্কিম বাস্তবায়নের অগ্রগতি তদারকির তুলনায় এর থেকে তাঁর লভ্যাংশ প্রাপ্তির প্রতি বেশী আগ্রহী হন।[৬৯]

'এলজিইডি থেকে টেন্ডার দিলে যে ঠিকাদারই কাজ পাক তাকে প্রথমে অফিস থেকে সাবধান করা হয় যে, **"দেখ, এলাকার ছেলেরা তোমাকে কাজ করতে দিবে না, তুমি কাজটা ওমুকের কাছে Handover করে তোমার হিসাব বুঝে নিয়ে যাও"।** এতে করে বোঝা যাচ্ছে, এলজিইডির যে টিম প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করে তারা সরাসরি এতে যুক্ত। কারণ কাজের বিল যখন তৈরি হচ্ছে তখন বিল তুলছে এমপির আত্মীয়েরা - যারা কাজটি করছে, কিন্তু কাগজে কলমে কাজের দায়িত্ব ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের। এতে করে দেখা যাচ্ছে যে, কেউ যদি কাজের কাগজপত্র বের করে দুর্নীতি খুঁজে তাহলে দেখা যায় কোন দুর্নীতি হচ্ছে না।' - একজন ঠিকাদারের সাক্ষৎকার, আগস্ট ২০১৯

অংশীজনদের পারস্পরিক সুবিধার সমঝোতা সম্পর্ক: এলজিইডি'র বাস্তবায়নে এই প্রকল্পের স্কিমসমূহের কাজে অন্যান্য প্রকল্পের মতই বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধাপে নির্দিষ্ট শতকরা হারে কমিশন বাণিজ্য, রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের চাঁদাবাজি বিদ্যমান। এই আর্থিক লেনদেনের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধার সমঝোতা সম্পর্ক (Win Win Situation) কাজ করে, যেখানে ঠিকাদার অর্থের বিনিময়ে তার কাজের খুঁত লুকিয়ে লাভবান হন এবং বাস্তবায়নকারি ও তদারকি কর্তৃপক্ষ নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক-বাণিজ্য চালিয়ে যান। এক্ষেত্রে ঠিকাদাররা হয়রানি থেকে রক্ষা পেতে আগে থেকেই নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী নিয়ম- বহির্ভূত অর্থ দিয়ে দেন। এটা নিয়ম হিসেবে তারা মেনে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, না হলে ঠিকাদারি করে তারা টিকে থাকতে পারবেন না। এমনকি, প্রভাবশালী ঠিকাদাররা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধাপে নিয়ম- বহির্ভূত অর্থ দিয়ে এবং নিজেদের ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে তাদেরকে হাতে রাখেন। এই আর্থিক অনিয়মের ফলে উন্নয়ন স্কিমসমূহে যে মানের কাজ হওয়ার কথা থাকে তা হয় না, যতটা হয় তাও টেকসই হয় না।

"এলজিইডি'র উপ-সহকারি ইঞ্জিনিয়ার 'আ' ভাই নিয়মিত স্কিম তদারকি করতে আসেন। সেক্ষেত্রে আমি তাকে খুশি হয়ে পাঁচ হাজার বা দশ হাজার টাকা দিয়ে বলি যে আপনার সন্তানদের ফলমূল কিনে দিয়েন। কারণ যদিও তার এটা সরকারি কাজ তারপরও একজন ইঞ্জিনিয়ার সকাল বিকাল এসে স্কিম তদারকি করে তাই মানবিক দিক দিয়ে বিবেচনা করে তাকে এই টাকা আমি দেই। এটা তো আর ঘুষ বলে আমি মনে করি না। আর অন্যদিকে **আমরা '.. ..' ভাইয়ের লোক হওয়ায় নির্বাহী প্রকৌশলীও আমাদের সমীহ করে চলে।** তাই আমাদের বিলের ফাইল তিনি দিতে দেরি করেন না। স্কিমে না থাকলেও আমি এখানে ইট দিয়ে, মিশিয়ে কাজ করছি। এর ফলে আমার পাথর এবং পিচ কম লাগবে। কারণ ইট দিয়ে পানি দিলে বেডটা সমান হয় কার্পেটিং করতে সুবিধা হয় এবং খরচ কম হয়। **আমার ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার '.. ..' ভাই বলছে আপনি নিচে যাই দেন না কেন, কার্পেটিং ভাল হতে হবে।** এছাড়া পি ডি বা অন্য কোনো কর্মকর্তা যদি স্কিম এর কোন ঘরে সংশোধনী দেয় তাহলে আমি সেটা করি না। আমি আমার মত করে কাজ করি।" - একজন ঠিকাদারের সাক্ষাৎকার, মে ২০১৯

কাজের মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পণ্য টেস্টিং ও লেয়ার টেস্টিং-এ কমপক্ষে এক সপ্তাহ করে লেগে যায়। অন্যান্য ধাপে কমপক্ষে ২-৩ দিন সময় লাগে। তবে ল্যাবের ঘাটতির কারণে কখনও কখনও সময় বেশী লাগে। ল্যাবে পণ্য যাচাইয়ের জন্য মানসম্পন্ন নমুনা পাঠালেও মাঠ পর্যায়ে কাজের সময় সেই মানের পণ্য ব্যবহার করা হয় না। ঠিকাদার মানসম্মত পণ্য না দিয়ে তার লভ্যাংশ বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। পণ্যের মান খারাপ দেওয়ার অভিযোগ এলে সেই খারাপ পণ্য বাতিল করার নিয়ম থাকলেও বেশীরভাগ সময় এলজিইডি কার্যালয় থেকে প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে ঠিকাদার বা তার প্রতিনিধিরা অর্থের মাধ্যমে সমঝোতা করে ঐ পণ্য দিয়েই কাজ শেষ করেন। অনেক সময় প্রকৌশলী/ অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদেরকে বলেন, *'আপনি কাজ করে যান কোনো সমস্যা হলে আমি দেখছি'*।[৭০] কখনও কখনও প্রতিবাদের কারণে ঠিকাদার কিছুদিন কাজ বন্ধ রেখে পুনরায় ঐ পণ্য ব্যবহার করেই কাজ শেষ করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এলাকাবাসী অভিযোগ করলে তাদের কারিগরি বিষয়ে জানা নেই এমনটা বলে কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদারের পক্ষ থেকে মানম্মত কাজ নিশ্চিত না করে কাজ সম্পন্ন করা হয়।[৭১]

---

[৬৯] এলাকাবাসীর সাথে দলীয় আলোচনা।
[৭০] সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের সাক্ষাৎকার।
[৭১] এলাকাবাসীর সাথে দলীয় আলোচনা।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকার সামগ্রিক চিত্র

স্কিম তালিকা প্রণয়ন: এই প্রকল্পের স্কিমসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা পরিকল্পনার আগে এলাকা সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যেমন, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, উপজেলা চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কমিশনার এবং তাঁর দলীয় লোকদের মাধ্যমে এলাকার চাহিদা জানেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সমন্বয় কমিটিতে জনগণের অংশগ্রহণসহ তাদের মতামত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। ফলে স্কিমের তালিকা তৈরীতে জনগণের সরাসরি মতামতের পরিবর্তে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতা-কর্মীদের মতামত প্রাধান্য পায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি প্রভাবশালীদের নিজস্ব চাহিদার কারণেও অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

দরপত্র প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ততা: কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য তার ক্ষমতাবলে সরাসরি বিভিন্ন স্কিমের কাজ তাঁর পরিবারের সদস্য, আত্মীয় ও দলের কর্মী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বন্টন করে দেন। কোনো কোনো এলাকায় টেন্ডার সিডিউল নিতে হলেও সংসদ সদস্যের সাথে পরামর্শ করে নিতে হয়। কোনো কোনো এলাকায় কাজের ধরন অনুসারে একটা শতকরা পরিমাণ টাকা সংসদ সদস্য বা তাঁর ব্যক্তিগত সহকারির মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো এলাকায় স্কিম প্রতি সংসদ সদস্যকে কমিশন দিতে না হলেও নির্বাচনের সময় এবং দলীয় কোনো কার্যক্রমে ঠিকাদারদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হয়। ঠিকাদারদের কোনো না কোনোভাবে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা না থাকলে এলাকায় কাজ করতে পারেন না; ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে সমঝোতা করে কাজ করেন, হয়রানি এড়াতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাও দিয়ে থাকেন। এছাড়া সংসদ সদস্য উদ্বোধন করতে আসলে নাম ফলক, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন, খাবার এ সকল কিছুর ব্যবস্থা ঠিকাদারকে করতে হয়।

স্কিম বাস্তবায়নকালীন তদারকি: বাস্তবায়ন পর্যায়ে তদারকির ক্ষেত্রে এলাকাভেদে সংসদ সদস্যের সংশ্লিষ্টতা ভিন্ন হয়। কাজ চলাকালীন নমুনা স্কিমসমূহে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সংসদ সদস্যের সরাসরি তদারকি দেখা যায় নি। কোনো কোনো এলাকায় সংসদ সদস্য স্বপ্রণোদিত হয়ে এলাকায় থাকাকালীন স্কিম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংশ্লিষ্টদের সাথে সরাসরি কথা বলে অথবা ফোন করে খোঁজখবর নেন, অভিযোগ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেন। স্কিম বাস্তবায়নকালীন কাজ সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো কোনো সংসদ সদস্য নিজে এসে কাজ বন্ধ করে দেন এবং কাজের মান ভাল করার জন্য কঠোর নির্দেশনা দেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের ফোনে জানান এবং ব্যবস্থা নিতে বলেন। সংসদ সদস্যরা কাজ চলাকালীন মাঠে গিয়ে সকল স্কিমের পর্যবেক্ষণ করতে না পারলেও কাজের শুরুতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন বা শেষে উদ্বোধন করতে আসেন। এছাড়া, যখন তাঁরা এলাকায় যান তখন সময় সুযোগ অনুযায়ী মাঠে কাজ দেখতেও যান, সরাসরি অভিযোগ পেলে এলাকায় বসেই সে অভিযোগ নিস্পত্তির উদ্যোগ নেন। আবার, কোথাও কোথাও দলীয় নেতা-কর্মী/আত্মীয়-পরিচিত ঠিকাদার হিসেবে কাজ করলে সংসদ সদস্যগণ কাজের মান বা অগ্রগতি নিয়ে অভিযোগ এলেও তার সমাধান করতে এবং তাদের জবাবদিহি করতে আগ্রহী হন না। আবার কোনো কোনো সদস্য স্কিম বাস্তবায়নের অগ্রগতি তদারকির তুলনায় এর থেকে তাঁর লভ্যাংশ প্রাপ্তির প্রতি বেশী আগ্রহী হন। অনেক এলাকায় সংসদ সদস্যের নিজস্ব লোক যেমন তাঁর আত্মীয়/দলীয় কর্মী নিয়ে দল থাকে যাদের দৌরাত্ম্যে এলাকার লোকজন ভীত থাকেন, ফলে এলাকাবাসী কোনো অভিযোগ করে হয়রানির শিকার হতে চান না। তবে অনেক সময় ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং নেতা-কর্মীরা প্রভাব খাটিয়ে কাজগুলোর কন্ট্রাক্ট নিলে সংসদ সদস্যও কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারেন না । এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য নিজে কোনো টাকা না নিলেও বা নিজের লোকদের কাজ পাইয়ে না দিলেও এসব ক্ষেত্রে তিনি কিছু করতে পারেন না। কারণ পারস্পরিক সুবিধা সম্পর্কে উভয়েই আর্থিকভাবে লাভবান হন এবং এরা তার দলের লোক, তার দলের হয়ে ভোটের সময় এবং তিনি ক্ষমতাসীন থাকাকালীন এদের মাধ্যমেই তাকে এলাকার নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয়।

বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যের সম্পৃক্ততা: যে সকল এলাকায় বিরোধী বা অন্য দলের সংসদ সদস্য থাকেন, তারাও এই বরাদ্দের অধীনে তালিকা প্রণয়ন করে এলাকার উন্নয়নের কাজ করেন। তবে তাকে এলাকায় ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব বিবেচনায় রেখে সমঝোতার ভিত্তিতে প্রাপ্ত বরাদ্দের অধীনে কাজ করতে হয়। আবার কোনো কোনো এলাকায় সংসদ সদস্য বিরোধী বা অন্য দলের হলেও তাদেরকে সংশ্লিষ্ট এলাকার ক্ষমতাসীন ঠিকাদার ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা সম্পৃক্ত করেন, তার মতামত নিয়ে কাজ করেন। এ সকল ক্ষেত্রে বিরোধী দল বা অন্য দলের সংসদ সদস্য ব্যক্তি হিসেবে এলাকায় বা ক্ষমতাসীন দলের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য, সেই বিষয়টি বিবেচিত হয়। এমনকি

কোনো কোনো এলাকায় স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি অন্য দলের হলে সংসদ সদস্য এবং অন্য স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিরা এই পুরো প্রক্রিয়ায় তাকে সম্পৃক্ত করতে চান না।

কোনো কোনো সংসদ সদস্য স্কিম তালিকা প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন তদারকি প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা বজায় রেখে সম্পৃক্ত থাকতে চেষ্টা করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সংসদ সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের জন্য আর্থিক সুবিধাসহ বিভিন্ন অনিয়মকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন যা পুরো উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

আর্থিক অনিয়ম

ঠিকাদার কোনো স্কিম বাস্তবায়নের টেন্ডার পাওয়া থেকে পুরো কাজ শেষ করে চূড়ান্ত বিল ও জামানতের টাকা উত্তলন পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন অংশীজনকে নির্দিষ্ট হারে (কখনও কখনও এককালীন) নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়ে থাকেন। এই অর্থ প্রদানের সংস্কৃতি ঠিকাদার, কর্তৃপক্ষ ও রাজনৈতিক প্রভাবশালী পক্ষের পারস্পরিক সুবিধা সমঝোতার জন্য প্রচলিত। স্কিমের টেন্ডার পাওয়ার সময় অন্যান্য প্রভাবশালী ঠিকাদারদেরকে এবং কাজ চলাকালীন হয়রানি এড়াতে এলাকার ক্ষমতাসীন দলের প্রতিনিধি ও একটি অংশকে কমিশন দিতে হয়। এছাড়া সকল ধরনের ঠিকাদারকে এলজিইডিতে বিভিন্ন ধাপে টেন্ডার পাওয়ার পর থেকে চূড়ান্ত বিল ও জামানতের টাকা উত্তোলন পর্যন্ত ঠিকাদারকে স্কিম প্রতি একটি নির্দিষ্ট হারে কমিশন দিতে হয়। এলজিইডি থেকে স্কিম ভিজিটে গেলে প্রতিবার মাঠ-সহকারি এবং প্রকৌশলীকে টাকা দিতে হয় যা কোনো কোনো এলাকায় প্রকৌশলীদের জন্য প্রতি ভিজিটে ২-৫ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়। পার্বত্য এলাকা, চর এলাকায় এলজিইডি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা স্কিমের কাজ তদারকি করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে ঠিকাদারের কাছ থেকে আর্থিক কমিশনের সাথে আবাসন ও খাবারের আয়োজন, যাতায়াত ভাড়া নিয়ে থাকেন।[৭২] এলজিইডি অফিসে, ল্যাবের লোকজনকে টাকা দিলে পণ্য মানসম্মত না হলেও ছাড়পত্র নেওয়া যায়। এছাড়া ঠিকাদারকে এলজিইডি'র নিরীক্ষার র সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে এককালীন থোক কমিশন দিতে হয় ।

সারণি ৪.৭: স্কিম বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে আর্থিক অনিয়মের চিত্র

পর্যায়/ ব্যক্তি	নিয়ম-বহির্ভূত কমিশনের শতকরা হার (স্কিম প্রতি প্রকৃত বরাদ্দের ভিত্তিতে)	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকায়) - ধরনভেদে
টেন্ডার পাওয়ার পর কার্যাদেশ প্রদানকারি (ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু) কমিটি	১%	-
ছয় ধাপে পণ্য টেস্ট (যাচাই)	-	৬-৮ হাজার টাকা x ৬ ধাপ = ৩৬ - ৪৮ হাজার টাকা (স্কিম প্রতি টেস্টের ফি ব্যতিত)
উপজেলা এলজিইডি কার্যালয়ের পিয়ন	-	৫০০ - ১০০০ টাকা (স্কিম প্রতি)
ফিল্ড ওয়ার্ক অ্যাসিসট্যান্ট (তদারকি)	১% - ২%	-
উপজেলা এলজিইডি'র উপ-সহকারি প্রকৌশলী	১%	-
উপজেলা এলজিইডি'র সহকারি প্রকৌশলী	১% -২%	-
জেলা এলজিইডি কার্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগ	২% - ২.৫%	-
নির্বাহী প্রকৌশলী	০.২৫%	-
ট্রেজারি (বিল ছাড় করাতে)	০.৫% - ২%	-
হিসাবরক্ষক (জামানতের টাকা উত্তোলন)	১%	-
ট্রেজারির পিয়ন	-	২০০ - ৫০০ টাকা (স্কিম প্রতি)
প্রকল্প পরিচালক	০.৫% - ১%	
এলাকার রাজনৈতিক প্রভাবশালী কর্মীবাহিনী/ চাঁদাবাজ	-	৫-১০ হাজার টাকা (স্কিম প্রতি)
এলজিইডি'র নিরীক্ষার সময়	-	২-৫ লাখ টাকা (ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকাদার থেকে বাৎসরিক এককালীন)
মোট (নিরীক্ষাকালীন কমিশনের হার ব্যতিত)	**৮.২৫% - ১২.৭৫ % (স্কিম প্রতি)**	**৪১,৭০০ - ৫৯,৫০০ টাকা (স্কিম প্রতি)**

সূত্র: স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদার, সংবাদকর্মী ও অন্যান্য অংশীজনদের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে।

[৭২] পার্বত্য ও চর এলাকার স্কিম বাস্তবায়নকারি ঠিকাদারদের সাক্ষাৎকার।

দরপত্র পাওয়া থেকে মাঠ পর্যায়ে স্কিমের কাজ সম্পন্ন করে জামানতের টাকা উত্তোলন করা পর্যন্ত প্রকৃত বরাদ্দের ভিত্তিতে নিয়ম-বহির্ভূত কমিশনের শতকরা হার স্কিম প্রতি ৮.২৫% - ১২.৭৫ % এবং এই নির্দিষ্ট হারে কমিশন ব্যতিত অন্যান্য আরও কয়েকটি ধাপে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের পরিমাণ স্কিম প্রতি ৪১,৭০০ - ৫৯,৫০০ টাকা (সারণি ৪.৭)।

সারণি ৪.৮ : মোট ৬২৮টি স্কিমের প্রকৃত বিলের পরিমাণের প্রেক্ষিতে আর্থিক দুর্নীতির প্রাক্কলিত* মূল্য (টাকায়)

(অডিট ও সংসদ সদস্যের জন্য কমিশনের হার ছাড়া)

মাত্রা	স্কিম প্রতি প্রাক্কলন	মোট প্রাক্কলন
সর্বনিম্ন	৪,৩৩,২৩৭	২৭,২০,৭৩,০৮০
সর্বোচ্চ	৬,৬৪,৬০৩	৪১,৭৩,৭০,৮৩৩

* কমিশনের শতকরা হার এবং ধরনভেদে অর্থের পরিমাণ উভয় তথ্যের ভিত্তিতে সার্বিকভাবে আর্থিক দুর্নীতির মূল্য প্রাক্কলন করা হয়েছে

সার্বিকভাবে, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দুইটি প্রকল্পের মোট ৬২৮টি স্কিমের ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের প্রাপ্ত প্রকৃত বিলের পরিমাণের (২৯৮ কোটি ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৫৯ টাকা) প্রেক্ষিতে স্কিম প্রতি নিয়ম-বহির্ভূত সর্বনিম্ন কমিশনের হার (৮.২৫%) এবং ঘুষ/চাঁদার পরিমাণের (৪১ হাজার ৭০০ টাকা) ভিত্তিতে প্রাক্কলন করে দেখা যায়, এই স্কিমসমূহে দুর্নীতির মোট আর্থিক মূল্য হয় ২৭ কোটি ২০ লাখ ৭৩ হাজার ৮০ টাকা; এবং স্কিম প্রতি ৪ লাখ ৩৩ হাজার ২৩৭ টাকা। স্কিম প্রতি নিয়ম-বহির্ভূত সর্বোচ্চ কমিশনের হার (১২.৭৫%) এবং ঘুষ/চাঁদার পরিমাণের (৫৯ হাজার ৫০০ টাকা) ভিত্তিতে প্রাক্কলন করলে দুর্নীতির মোট আর্থিক মূল্য হয় ৪১ কোটি ৭৩ লাখ ৭০ হাজার ৮৩৩ টাকা; এবং স্কিম প্রতি ৬ লাখ ৬৪ হাজার ৬০৩ টাকা। (সারণি ৪.৮)

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যকে ব্যক্তিগত সহকারীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট হারে কমিশন বা পার্টি ফান্ডের জন্য বা কোনো দলীয় অনুষ্ঠান আয়োজনে এককালীন থোক তহবিলও দিতে হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৮৬% আসনে সরাসরি দলীয় তহবিলে (এককালীন) অথবা সংসদ সদস্যের একাংশ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে সহকারীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট হারে (১% - ২%) ঠিকাদারের কাছ থেকে কমিশন গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে (সারণি ৪.৯)। এলাকা এবং ঠিকাদারের সাথে ক্ষমতাসীন দলের সম্পর্ক ভেদে সরাসরি দলীয় তহবিলে (এককালীন) অনুদানের পরিমাণের বিভিন্নতা রয়েছে যার সঠিক পরিমাণ জানা যায়নি।

সারণি ৪.৯: নির্দিষ্ট হারে (প্রতি স্কিমে ১% - ২%) কমিশনের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যের একাংশ কর্তৃক (ব্যক্তিগত সহকারীর মাধ্যমে) আর্থিক দুর্নীতির* প্রাক্কলিত মূল্য (টাকায়)

মাত্রা	স্কিম প্রতি প্রাক্কলন (প্রকৃত বিলের গড় পরিমাণের ভিত্তিতে)	আইআরআইডিপি ১ প্রকল্পে আসন প্রতি প্রাক্কলন (১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের ভিত্তিতে)	আইআরআইডিপি ২ প্রকল্পে আসন প্রতি প্রাক্কলন (২০ কোটি টাকা বরাদ্দের ভিত্তিতে)
সর্বনিম্ন	৪৭,৪৫৯	১৫,০০,০০০	২০,০০,০০০
সর্বোচ্চ	৯৪,৯১৮	৩০,০০,০০০	৪০,০০,০০০

সূত্র: স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদার, সংবাদকর্মী ও অন্যান্য অংশীজনদের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে।

** সকল সংসদ সদস্যের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়*

শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ-ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার পদ্ধতি দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রবর্তন করা হলেও অনিয়ম কমেনি। এলজিইডি'র ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে ঠিকাদার, সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিসহ এলাকার রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অনিয়ম করে থাকেন। ডিজিটাইজড প্রক্রিয়ায় নিয়মানুযায়ী নথি ঠিক রেখে এ সকল অনিয়মকে উৎসাহিত করা হয়। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, শুদ্ধাচার চর্চা নথিতে সীমাবদ্ধ।

> 'যেহেতু সিস্টেমের মধ্যেই আমাদের কাজ করতে হয় সেহেতু সিস্টেমেই ঝামেলা থাকার কারণে সেক্ষেত্রে কিছু কর্মকর্তা তো থাকেনই যারা অর্থের নিয়ম বহির্ভূত লেনদেন করেন।' - একজন উপজেলা প্রকৌশলীর সাক্ষাৎকার, জুন ২০১৯
>
> 'এমপিরা চিন্তায় থাকেন কত তাড়াতাড়ি এমপি হবেন। ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বাররা চুরি করার তালে থাকেন। ঠিকাদার টাকা চুরি করে ঠিকভাবে কাজ করেন না। লোকাল অফিসে টাকা দিয়ে ঠিকাদার সব ঠিক রাখেন। এদেশে এত করাপশন যে এর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'
>
> - একজন সরকার দলীয় সংসদ সদস্য, জুলাই ২০২০

কোনো কোনো এলাকায় কাজের মান খারাপ হলে ঠিকাদার ক্ষমতা এবং টাকার প্রভাবে এলজিইডি'র সাথে সমঝোতা করে কাজের বিল তুলে নেন। এক্ষেত্রে এলজিইডি'র ইঞ্জিনিয়ার স্কিমের কাজ সম্পূর্ণ না হলেও কাগজে কলমে কাজ সম্পূর্ণ দেখিয়ে বিল অনুমোদন করে দেন। যদি কোনো সাংবাদিক এটা জেনে প্রতিবেদন করতে উদ্যোগী হন, তাহলে তা ছাপতে দেওয়া হয় না। সাংবাদিকের নামে মিথ্যা মামলা দেওয়ার ভয় দেখানো হয়। ফলে এখন সাংবাদিকরা এ ধরনের প্রতিবেদন করতে চান না। অন্যদিকে, অনেক এলাকায় কোনো কোনো সাংবাদিক এসব খারাপ মানের কাজের সাথে জড়িত থাকেন, তারা ঠিকাদারের কাছ থেকে টাকা নেন, সব কিছু গোপন রাখার জন্য। বেশীরভাগ এলাকায় এলাকাবাসীও কিছু বলে না কারণ অভিযোগ ও প্রতিবাদ করলে হয়রানি করা হয়, ভয় দেখানো হয়, কখনও কখনও তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়। এইসব ভোগান্তি এলাকাবাসী নিতে চান না। এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নে সংসদ সদস্য প্রতি থোক বরাদ্দ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে সংসদ সদস্যের মতামত ও পরামর্শ প্রদানের আইনি বিধান থাকলেও জনগণের কাছে তাদের আচরণ এবং কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে আইনগত ও পদ্ধতিগত ব্যবস্থা প্রবর্তনের কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায় না।

> "একটি উন্নয়ন অবকাঠামো বাস্তবায়নের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমপি, এলজিইডি প্রকৌশলী, হিসাবরক্ষক, টেন্ডার সম্পর্কিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ঠিকাদার নিজে-সকলেই তাদের ভাগ সুনিশ্চিত করেই বাস্তবায়ন করে। মোটামুটি ৩০-৪০% বরাদ্দকৃত বাজেট থেকে বের হয়ে যায়। বাকী অংশ দিয়ে যখন একটি উন্নয়ন কাঠামো বাস্তবায়ন হয় স্বভাবতই তার মান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। একটি রাস্তা যদি সঠিক মান নিয়ে তৈরি হয় তাহলে ৮-১০ বছর এর কোন অংশই ভেঙে পড়ার কথা নয়। যখন একটি রাস্তা এক বছরের মাথায় নষ্ট হতে শুরু করে তখন এলাকাবাসীর দুর্ভোগ বাড়তে থাকে। এলাকাবাসীর দুর্ভোগের কথা আবার ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার, চেয়ারম্যানের মাধ্যমে চলে যায় এমপি মহলে। তখন আরেকবার টাকা বরাদ্দের জন্য বাজেট করা হয়। বাজেট করার মাধ্যমে উপর থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধাপে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের টাকা সরানোর সুযোগ চলে আসে। সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে প্রায় সকলেরই এ ব্যাপার জানা আছে। কিন্তু এসব লিখতে সাংবাদিকদের হাত-পা বাধা। সরকারের বাস্তবায়নকৃত Digital Security Act অনুসারে কারও কথা রেকর্ড করা যাবে না। এখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।"
>
> - একজন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার, সেপ্টেম্বর ২০১৯

উপসংহার

আইনি প্রতিবন্ধকতা, মিথ্যা মামলার ভয় ও হয়রানির আশংকায় অনিয়মের তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ ও আগ্রহের ঘাটতিসহ প্রতিবাদ এবং অভিযোগ না করার প্রবণতা, বাধ্যতামূলক মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, স্কিম বাস্তবায়ন ও তদারকি অংশীজনদের পারস্পরিক সুবিধার সমঝোতা সম্পর্ক, রাজনৈতিক শুদ্ধাচারের ঘাটতি, পুরো প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি ব্যবস্থায় কার্যকরতার ঘাটতির ফলে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ স্থায়ী হচ্ছে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনিয়ম চর্চায় জনপ্রতিনিধি, স্কিম বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে কর্তৃপক্ষ জড়িত থাকায় শুদ্ধাচার চর্চা বা দুর্নীতি প্রতিরোধের ব্যবস্থাগুলো কার্যকর করা যাচ্ছে না।

অধ্যায় পাঁচ: উপসংহার

সংসদ সদস্যদের সাংবিধানিক দায়িত্ব হল আইন প্রণয়ন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের কাজ পর্যালোচনা করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তদন্ত করে পরামর্শ দেওয়া এবং সরকারকে জনস্বার্থ ও দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত ও দিক-নির্দেশনা দেওয়া। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী না করে সংসদ সদস্যরা এলাকার উন্নয়ন কাজে বেশী সম্পৃক্ত হলে এই দুই পর্যায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেতে থাকবে।[৭৩] গবেষণায় দেখা যায়, নির্বাচনী আসনের অবকাঠামো উন্নয়নের থোক বরাদ্দ প্রকল্পে অনেক ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা এলাকায় উন্নয়ন কাজ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন অনিয়মের সাথে যুক্ত হচ্ছেন, এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদের অনিয়মকেও উৎসাহিত করছেন।

এই প্রকল্পের কয়েকটি লক্ষ্য থাকলেও কেবল অবকাঠামো উন্নয়ন স্কিম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়িত হয়েছে। নির্বাচনী আসনসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য যে থোক বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে তার জন্য আইনি কাঠামো সুস্পষ্ট নয়, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, নির্দেশনা নেই। এছাড়া, স্কিমসমূহ নির্বাচন ও স্কিমের উপযোগিতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে জন-অংশগ্রহণ; স্কিম বাস্তবায়নের ব্যয় এবং সম্পন্ন কাজের বিবরণী জনগণের কাছে উন্মুক্ত করার চর্চার পদ্ধতিগত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ঘাটতি বিদ্যমান।[৭৪] সার্বিকভাবে তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া জনগণের কাছে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের আচরণ ও কর্মকান্ডের জবাবদিহি করার সরাসরি ব্যবস্থা (সংসদ সদস্যের জন্য আচরণ বিধি, সংসদ সদস্যের সম্পৃক্ততায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য এলাকাভিত্তিক গণশুনানি ইত্যাদি) আইনগতভাবে নিশ্চিত করা যায় নি।

এই পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতাগুলো উত্তরণের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি একটি অন্যতম প্রতিবন্ধক। স্কিম তালিকাভুক্তিসহ এলাকাভেদে স্কিমের উপযোগিতা যাচাইয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের সরাসরি মতামত দেওয়ার সুযোগের ঘাটতি রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে অধিকাংশ স্কিমের উপযোগিতা থাকলেও স্কিম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের পারস্পরিক সুবিধার সমঝোতা সম্পর্ক এবং কমিশন বাণিজ্যের ফলে স্কিমের কাজের মান প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়। সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্য কাজের অগ্রগতি তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করলেও সদস্যদের একাংশ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন অনিয়মকে প্রশ্রয় দেন। ফলে পুরো উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ।

তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার প্রভাব, অভিযোগ ব্যবস্থার কার্যকরতার ঘাটতি অন্যান্য প্রতিবন্ধক হিসেবে লক্ষণীয়। স্কিমসমূহ বাস্তবায়নকালীন কাজের মান নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ থাকলেও বাস্তবায়নকারি এবং কর্তৃপক্ষ উভয়ের সে সকল তথ্য প্রকাশের চর্চার ঘাটতি রয়েছে।

এমনকি সংসদে কোনো কোনো সদস্যের পক্ষ থেকে এর বরাদ্দ বন্টন নিয়ে এবং স্থায়ী কমিটিতে প্রকল্পের কাজের মূল্যায়ন আলোচনায় বিভিন্ন অনিয়ম সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বাস্তবায়িত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নে কিছু স্কিমের সরেজমিন প্রতিবেদনে পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ থেকে অনিয়মের পর্যবেক্ষণ রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত এই উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রেও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ঘাটতির রয়েছে। ফলে এই প্রকল্পের কার্যকরতা অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞদের মতে এই প্রকল্পগুলো

---

[৭৩] দৈনিক কালের কণ্ঠ, 'এবার ২০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ এমপিদের', জানুয়ারি ১৫,২০২০।

[৭৪] উল্লেখ্য, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) নামে সংসদ সদস্যদের জন্য থোক বরাদ্দের আওতাধীন প্রকল্পের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও বাস্তবায়নের বিস্তারিত (কাজের বিবরণ, আর্থিক হিসাব ইত্যাদি) নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশিত।

সংসদ সদস্যদের ভোট ব্যাংক/ নির্বাচনী প্রকল্প হিসেবে কাজ করছে। উন্নয়ন স্কিমসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ কারিগরিভাবে এগুলোর পূর্ব-নিরীক্ষা না থাকায় অপরিকল্পিতভাবে জনগণের ট্যাক্সের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে না।[৭৫]
সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা ও নির্দেশিকা না থাকায় এর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতাসহ এই প্রকল্পে কার্যকর জনঅংশগ্রহণ ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা যায় নি। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে শুদ্ধাচার চর্চা বা দুর্নীতি প্রতিরোধের ব্যবস্থাগুলো কার্যকর করা যাচ্ছে না।

অন্যান্য দেশের সংসদীয় কাঠামোতে এই ধরনের থোক বরাদ্দ উন্নয়ন প্রকল্পের আইনগত নীতিমালা ও নির্দেশিকা এবং পদ্ধতিগত চর্চার আওতায় স্কিম নির্বাচন প্রক্রিয়া; এলাকার চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ বন্টনের পূর্বশর্ত নির্ধারণ; বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদির দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে ইতোমধ্যে এই ধরনের থোক বরাদ্দ প্রকল্পের দুইটি পর্যায় বাস্তবায়ন হলেও এর কার্যকরতা বৃদ্ধিসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সেই দৃষ্টান্ত যথাযথ অনুসন্ধান ও বিবেচনায় নিয়ে প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের প্রতিফলন দেখা যায় নি। উপরন্তু, এই প্রকল্প সংসদ সদস্যের একাংশের জন্য স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার চর্চা, নির্বাচনে ভোট নিশ্চিত করার চেষ্টা ও অনৈতিকভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সর্বোপরি কার্যকর তদারকি, প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়ন, এবং সংসদ সদস্যের সততা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধির অনুপস্থিতি অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে আরও উৎসাহিত করছে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হচ্ছে।

> "এটা এমপি'র ভোটের রাজনীতি। কিন্তু, এই প্রকল্পগুলোর লুটপাটের সাথে মূলত জড়িত এলজিইডি'র এক শ্রেণির অসাধু কর্মকর্তা, কর্মচারি এবং স্থানীয় রাজনৈতিক মহল। তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে কিছু লুটেপুটে খাওয়া। অফিসকে ঠিকাদারদের কাছে ঘুষের টাকা চাইতে হয় না। কারণ ঘুষ যে দিতে হবে সেটি শুধু ঠিকাদার না, সকলের কাছেই বিষয়টি ওপেন সিক্রেটের মতো। ফলে কোথায় কতো দিতে হবে তা সব ঠিকাদারেরই নখদর্পণে। কাজগুলোতে তদারকি নিতান্তই নামমাত্র, হয়-ই না বললে চলে। মানুষজন চোখের সামনে দেখছে যে অনিয়ম হচ্ছে, কিন্তু প্রতিবাদ করার নৈতিক সাহস তারা হারিয়ে ফেলেছে। কারণ প্রতিবাদ করলে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হবে।" - একজন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার, আগস্ট ২০১৯

সুপারিশ

সংসদ সদস্যের জন্য বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে আইন প্রণয়ন এবং উন্নয়ন কাজে তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রদানের এখতিয়ার দেওয়া থাকলেও এলাকার উন্নয়ন কাজে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার চর্চায় প্রতিবন্ধকতা তৈরীতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য দেশে এ ধরনের প্রকল্পের দৃষ্টান্তের প্রেক্ষিতে এই প্রকল্পের কার্যকরতা বৃদ্ধি এবং এর সুফল টেকসই করতে টিআইবি কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করছে -

১. ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত সংসদীয় আসনে থোক বরাদ্দের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর পৃথকভাবে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করে এগুলোর দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ করতে হবে ও কার্যকরতা বৃদ্ধির সুযোগগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করতে হবে এবং এই তথ্য পরবর্তী প্রকল্প পরিকল্পনায় ব্যবহার করতে হবে

২. এ প্রকল্পের আইনি কাঠামো বা নীতিমালা সুনির্দিষ্ট করতে হবে, যেখানে স্কিম নির্বাচন প্রক্রিয়া, ভৌগোলিক অবস্থান এবং উপযোগিতা অনুযায়ী স্কিমের নকশাসহ এলাকা ও চাহিদা ভেদে বরাদ্দ বণ্টনের পূর্বশর্ত, এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নির্দেশনা থাকবে।

৩. প্রকল্পের অধীনে স্কিম পরিকল্পনা ও তালিকাভুক্ত করার আগে সংশ্লিষ্ট আসনের ভৌগোলিক অবস্থান এবং উপযোগিতা অনুযায়ী তার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।

৪. স্কিম তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে এলাকার জনগণের অংশগ্রহণ ও মতামত নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সমন্বয় কমিটিতে স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস করতে হবে।

[৭৫] দৈনিক প্রথম আলো, *'নির্বাচনের বছরে ইচ্ছাপূরণ প্রকল্প'*, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৮; দৈনিক প্রথম আলো, *'সংসদদের জন্য নির্বাচনী প্রকল্প'*, সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১৭; দৈনিক যুগান্তর, *'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করতে অনীহা কেন?'*, আবদুল লতিফ মন্ডল, সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৭।

৫. স্কিম এলাকায় কাজ চলাকালীন তথ্যবোর্ড স্থাপন করতে হবে যেখানে স্কিমের বিবরণ, বাজেট, সময়সীমা, প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের নাম ও যোগাযোগের নম্বর ইত্যাদি থাকতে হবে।

৬. এই প্রকল্পের সব ধরনের তথ্য (নীতিমালা, আসনভিত্তিক স্কিমের তালিকা, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রতিবেদন, বাজেট, স্কিম বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিবরণ) একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৭. কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানসহ বিপণন সুবিধা বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্কিম পরিকল্পনা করতে হবে ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

৮. জনপ্রতিনিধিদের রাজনৈতিক শুদ্ধাচার চর্চার পাশাপাশি দুর্নীতির প্রবণতা ও সুযোগ হ্রাস করার জন্য কার্যকর জবাবদিহি ব্যবস্থা (জনপ্রতিনিধিদের আচরণ বিধি, তাদের কর্মকাণ্ডসহ আর্থিক হিসাবের বিবরণ উন্মুক্তকরণ, তাদের সম্পৃক্ততায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য এলাকাভিত্তিক গণশুনানি ইত্যাদি) প্রবর্তন করতে হবে।

৯. স্কিম বাস্তবায়নকালীন স্থানীয় উপকারভোগীদের সমন্বয়ে ধারাবাহিকভাবে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা (কমিউনিটি মনিটরিং) প্রবর্তন করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট ১: জনপ্রতিনিধি/রাজনৈতিক নেতার বাড়ি সংলগ্ন রাস্তা

ইউনিয়নের একজন রাজনৈতিক নেতার বাড়ি থেকে পাশে আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার সংযোগ রাস্তা

একজন জনপ্রতিনিধির (সংসদ সদস্য) নানা বাড়ির সাথে ইউনিয়নের মূল সড়কের সংযোগ রাস্তা

পরিশিষ্ট ২: সংযোগ রাস্তা ছাড়া ব্রিজের স্কিম

পরিশিষ্ট ৩: বাজার এলাকায় রাস্তার স্কিম

পরিশিষ্ট ৪: জলাবদ্ধ এলাকায় রাস্তার স্কিম

পরিশিষ্ট ৫: নথিতে কাজ সম্পন্ন উল্লেখ থাকলেও কাজ হয়নি এমন স্কিম

পরিশিষ্ট ৬: অপেক্ষাকৃত নতুন রাস্তার স্কিমের মান

পরিশিষ্ট ৭: টেকসই পাইলিং ছাড়া রাস্তার স্কিম

পরিশিষ্ট ৮: ভারী যানবাহন চলাচল করে এমন রাস্তা

তথ্যসূত্র:

১. আকরাম, শম, শারমীন, ন, ২০১৩, 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়', টিআইবি, ঢাকা।

২. আকরাম, শম, ২০১২, 'নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা', টিআইবি, ঢাকা।

৩. আকরাম, শম, আক্তার, ত, ২০০৯, সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: অষ্টম সংসদের অভিজ্ঞতা, টিআইবি, ঢাকা।

৪. আকরাম, শম, দাস, সক, ও মাহমুদ, ত ২০০৮, জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা, টিআইবি, ঢাকা।

৫. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৮ - ২০১৯।

৬. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প - ২ (১ম সংশোধিত), মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, মে ২০১৯।

৭. https://lgd.gov.bd/site/page/e1618dfe-ab22-4cb1-ae45-baf9d3444be1

৮. https://www.mplads.gov.in/mplads/Default.aspx

৯. https://en.wikipedia.org/wiki/Constituency_Development_Fund.

১০. https://allafrica.com/stories/201304081752.html

১১. https://www.tisa.or.ke/index.php/about

১২. https://www.ngcdf.go.ke/index.php/about-ng-cdf